NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ কেন ‘ওয়াকফ আইন,১৯৯৫’ সংশোধন করা ভীষণ জরুরী

স্কুলের অফিস ভাঙচুর, সিসি ক্যামেরার হার্ড ডিস্ক খুলে চম্পট ৭

কলকাতা ২৭ নভেম্বর ২০২৪ ১১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৬৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 27.11.2024, Vol.18, Issue No. 166 8 Pages, Price 3.00

ডিসেম্বরেই বাংলা-সহ ৬ আসনে রাজ্যসভার উপনির্বাচন

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর: মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা নির্বাচন মিটতেই আবার বাজল ভোটের বাদ্যি। তবে এবার রাজ্যসভার নির্বাচন। দেশের চার রাজ্যের ছয় ফাঁকা আসনের জন্য নির্বাচন হবে ডিসেম্বর মাসে। মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেছে।

কমিশন জানিয়েছে, আগামী ২০ ডিসেম্বর রাজ্যসভার ছয় আসনে উপনির্বাচন হবে। তার মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের একটি আসন। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ভোট দিতে পারবেন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। গণনা হবে ওই দিন বিকেল ৫টা থেকে। কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, মনোনয়ন পেশ করা যাবে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মনোনয়নপত্রের স্ক্রুটিনি হবে ১১ ডিসেম্বর। ১৩ ডিসেম্বরের মধ্যে মনোনয়ন প্রত্যাহারের সুযোগ মিলবে। বাংলা ছাড়াও অন্ধ্রপ্রদেশের তিন, ওড়িশা এবং হরিয়ানার একটি করে আসনে ভোটগ্রহণ হবে। বিগত দু’-তিন মাসে রাজ্যসভার এই ছয় আসনের সাংসদেরা বিভিন্ন কারণে ইস্তফা দেন। তার ফলে শূন্যস্থানে সাংসদ নির্বাচনের জন্যই ভোট করাবে কমিশন।

বাংলায় আরজি কর-কাণ্ডের আবহে ইস্তফা দিয়েছিলেন জহর সরকার। আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদেই তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তা তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন তিনি। তাঁর ইস্তফার পর সংসদের উচ্চকক্ষে তৃণমূলের সাংসদ সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১২-য়। পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি রাজ্যসভা আসনের মধ্যে একটি খালি ছিল। তৃণমূল ছাড়াও এ রাজ্য থেকে বিজেপির দুই এবং বামেদের এক জন রাজ্যসভা সাংসদ রয়েছেন। জহরের জায়গায় বাংলার শাসকদল রাজ্যসভার জন্য কাকে মনোনীত করে, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

ব্যালটে ভোটের আর্জি খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর: ইভিএম-এর পরিবর্তে ব্যালট পেপারে ভোটের আর্জি মঙ্গলবার খারিজ হয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টে। এই মামলার শুনানিতে পালটা মামলাকারির কাছে আদালতের তরফে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, আপনারা যখন এই ইভিএমে নির্বাচন জেতেন তখন কারচুপি হয় না! তখন তো আপনারা এই বিষয়ে কিছু বলেন না।’

সম্প্রতি হরিয়ানা হোক বা মহারাষ্ট্র। নির্বাচনে হারের পর ইভিএমের দিকে আঙুল তুলেছে বিরোধী শিবির। আগেও এই বার বার হারের কারণ হিসেবে ব্যালটকে দায়ী করা হয়েছে। যদিও নির্বাচন কমিশনের তরফে এহেন অভিযোগ পত্রপাঠ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে প্রতিবারই।

প্যান কার্ডে বড়সড় বদল

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর: প্যান কার্ডে বড় পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এবার থেকে প্যান কার্ডে যুক্ত হবে কিউআর কোড। প্যান ২.০ প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বরাদ্দ করা হয়েছে ১,৪৩৪ কোটি টাকা। কী কী সুবিধা মিলবে নতুন প্যান থেকে, এই বিষয়ে বিবৃতি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

নৈহাটি জয়ের পরই বড়মা দর্শন মমতার

‘বড়মা’র নামে ফেরিঘাট, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একটি নতুন ফাঁড়ির ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা উপনির্বাচনে দলকে ঢেলে ভোট দিয়েছে জনতা। জয় পাওয়ার পর নৈহাটি গিয়ে বাসিন্দাদের সুবিধার্থে একাধিক ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নৈহাটির অরবিন্দ রোডের বড়মার মন্দিরে পুজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মা-মাটি-মানুষের নামে তিনি বড়মার কাছে পুজো দিয়েছেন। পুজো দিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, নৈহাটি ফেরিঘাটের নামকরণ বড়মার নামে করতে বলেছি। তাছাড়া এখানে একটা পুলিশ ফাঁড়ি হবে। একটা হাই মার্চ লাইট বসানো হবে। বড়মার মন্দির সংলগ্ন গঙ্গার ঘাট উন্নয়নে রাজ্যসভার সাংসদ তহবিলের দশ লক্ষ টাকা তিনি দেবেন। পাশাপাশি, নৈহাটিতে পুলিশ ফাঁড়ি তৈরির কথাও জানান। এ ছাড়া, বড়মার মন্দিরে যাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ঘাটটি সংস্কারের ঘোষণাও করেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার দুপুরেই নৈহাটিতে বড়মার মন্দিরে আসেন মমতা। মন্দিরের মধ্যে ছিলেন বেশ কিছুক্ষণ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ডিজি রাজীব কুমার, ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক, বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী, জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম-সহ নৈহাটি এবং ভাটপাড়ার জনপ্রতিনিধিরা। উপনির্বাচনে জয়ের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান মমতা। তার পরই নৈহাটি এবং ভাটপাড়ার হাসপাতালে ওপিডি চালুর কথা জানান। পার্থের সাংসদ তহবিল থেকে ওই ওপিডি তৈরি হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। মমতার কথায় উঠে এসেছে ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচন পরবর্তী হিংসার কথা। পাঁচ বছর আগে অশান্ত ভাটপাড়া-ব্যারাকপুরে এসে দখল হওয়া দলীয় কার্যালয় কী ভাবে নিজের হাতে উদ্ধার করেছিলেন, তা উল্লেখ করেন মমতা। তিনি বলেন, ‘‘সে সময় এখানে এসে আমি রাস্তায় নেমে ঘণ্টা দুয়েক বসে ছিলাম। সাধারণ মানুষ যাতে ভয় না পেয়ে বাড়ির বাইরে বার হতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলাম।’ উল্লেখ্য, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার এই এলাকা অশান্তির জন্য মাঝেমধ্যেই খবরে আসে। নৈহাটিতে পুলিশ ফাঁড়ি তৈরির সিদ্ধান্ত সেই অশান্তিতে লাগাম পরানোরই চেষ্টা বলে মনে করছেন অনেকে। রাজ্যের ছ’টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয়েছে। তার মধ্যে একটি নৈহাটি। তৃণমূল সব ক’টি আসনেই জিতেছে। এর পর মঙ্গলবারই নৈহাটি গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। উপনির্বাচনে প্রায় ৫০ হাজার ভোটে জিতেছেন নৈহাটির তৃণমূল প্রার্থী সনৎ দে। প্রতি বছর নৈহাটির বড়মার মন্দিরে ধুমধাম করে কালীপুজো হয়। গত বছর সেই পুজো শতবর্ষ পেরিয়েছে। সদ্য নির্মিত হয়েছে মন্দিরও। গত বছর বড়মার মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ বার নতুন মন্দিরে এসে পুজো দিলেন মমতা।

অর্জুনের প্রতিক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার নৈহাটিতে বড়মা’কে দর্শন করে একাধিক ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নৈহাটি ও ভাটপাড়া হাসপাতালের ওপিডি পরিষেবা চালু করা। আর তাঁর এই মন্তব্যের পরই মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি আক্রমণ শানালেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানান, ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালটি রাজ্যে কংগ্রেস সরকারের আমলে তৎকালীন বিধায়ক প্রয়াত সত্যনারায়ণ সিংয়ের প্রচেষ্টায় নির্মিত হয়েছিল। সেখানে ওপিডি পরিষেবার পাশাপাশি অপারেশনও হতো। ভাটপাড়ার বর্তমান বিধায়ক পবন সিং হাসপাতালের উন্নয়নে এমএলএ তহবিল থেকে সহযোগিতা করতে চাইলে হাসপাতাল প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তহবিল নিতে বাধা দেওয়া হয়। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পরে, বিধায়ক হাসপাতালে কিছু প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করতে সফল হন। উন্নয়নের বিষয়ে শাসকদলে এমন নোংরা রাজনীতিতে জনগণের হয়রানি হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেন, প্রায় পাঁচ বছর আগে স্বাস্থ্য দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুটি হাসপাতালকেই সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি কতটা বাস্তবায়িত হয়েছিল এখানকার মানুষ তা খুব ভালো করেই জানেন। এখন তিনি ওপিডি পরিষেবা শুরু করার কথা বলছেন। এতে বোঝা যায় স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পর্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কতটা জ্ঞান রয়েছে এবং তাঁর শাসনে স্বাস্থ্য পরিষেবার অবস্থা কতটা খারাপ হয়েছে।’

ভূস্বর্গে তুষারপাত...

বছরের প্রথম তুষারপাতে উপত্যকা যেন শ্বেতশুভ্র ওয়ান্ডারল্যান্ড।

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপ, ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা জারি দুই রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে শক্তি বৃদ্ধি করেছে। সেটি আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন। মঙ্গলবার মৌসম ভবনের দুপুর ২টো ২০ মিনিটের বুলেটিন অনুযায়ী, সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ গভীর নিম্নচাপটি অবস্থান করছিল শ্রীলঙ্কার ত্রিঙ্কোমালি থেকে ৩১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে, তামিলনাড়ুর নাগাপত্তিনম থেকে ৫৯০ কিমি দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্বে, পুদুচেরি থেকে ৭১০ কিমি দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্বে এবং চেন্নাই থেকে ৮০০ কিমি দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্বে।

মৌসম ভবনের বুলেটিন অনুযায়ী, গভীর নিম্নচাপটি গত ৬ ঘণ্টায় ১২ কিলোমিটার গতিবেগে উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। সেটি ক্রমশ শক্তি বাড়িয়ে বুধবার ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। তার পর আগামী দু’দিন ধরে আরও উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে শ্রীলঙ্কা হয়ে তামিলনাড়ুর দিকে অগ্রসর হবে। আর সে কারণেই তামিলনাড়ু এবং উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশে সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন।

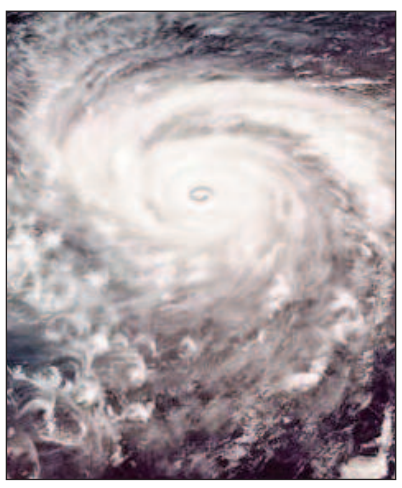

মঙ্গলবারের পর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এই দুই রাজ্যের উপকূলীয় জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিরও সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এই পরিস্থিতি জারি থাকবে। অন্যদিকে, উপকূলীয় অন্ধ্র, ইয়ানাম এবং রায়লসীমার কোনও কোনও জায়গায় ২৮-৩০ নভেম্বর পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তামিলনাড়ুর মায়িলাদুথুরাই, নাগাপত্তিনম, তিরুভারুরে বৃষ্টির চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কুড্ডালুর, আরিয়ালুর, তাঞ্জাভুর, পুডুক্কোটাই, ভিল্লুপুরম, শিবগঙ্গা, চেন্নাই, তিরুভাল্লুরেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী উধয়নিধি স্ট্যালিন রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন যে, এই দুর্যোগ সামলাতে সরকার পুরোপুরি প্রস্তুত। তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পুদুচেরিতে মৎস্যজীবীদের এই সময়ে সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারিতে ইউনূস সরকারকে কড়া বার্তা পাঠালো দিল্লি

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর: হাসিনা সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনে সংখ্যালঘু নির্যাতন লাগামছাড়া আকার নিয়েছে বাংলাদেশে। এই ঘটনায় রাষ্ট্রসংঘের প্রশ্নের মুখে পড়েছে ইউনূস সরকার। তবে পরিস্থিতি শোধরাতে কোনও উদ্যোগ তো দূর, নয়া আইন এনে এবার বাংলাদেশের সংখ্যালঘু মুখ সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই গ্রেপ্তারির ঘটনায় যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ভারত। ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারির বিরোধিতায় এবার ইউনূস সরকারকে কড়া বার্তা দিল নয়াদিল্লি।

মঙ্গলবার এই ইস্যুতে বাংলাদেশকে বার্তা দিয়ে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ‘চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেপ্তার এবং জামিন না পাওয়ার ঘটনা আমরা যথেষ্ট উদ্বেগের সঙ্গে দেখছি। ইনি বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতন জাগরণ মঞ্চের প্রধান মুখ। এর আগে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতন, অত্যাচার, খুন এবং ঘরবাড়ি লুঠ করার ঘটনা ঘটেছে। এর পর এই গ্রেপ্তারি ও জামিন না পাওয়া এটাই স্পষ্ট করে, বাংলাদেশ মৌলবাদীদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠেছে এবং লাগাতার সেখানে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ চলছে। আমরা বাংলাদেশ প্রশাসনের কাছে আর্জি জানাচ্ছি বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দু ও অন্যান্য সকল বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হোক। শুধু তাই নয়, তাদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার সুনিশ্চিত করুক বাংলাদেশ প্রশাসন।’

গ্রেপ্তারির ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরই মঙ্গলবার সকালে এই ইস্যুতে কড়া বার্তা দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ইউনুস সরকারকে ‘মৌলবাদী’ বলে তোপ দেগে তিনি হুঁশিয়ারি দেন, ‘চিন্ময় প্রভু ওখানে সনাতন হিন্দু সমাজের সম্মানীয় প্রতিনিধি। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার স্বার্থে তিনি লড়াই করছেন। তাঁকে দ্রুত না ছেড়ে দিলে আমরা সব পরিষেবা বন্ধ করে দেব। মনে রাখবেন, এখান থেকে কিন্তু সমস্ত পণ্য পৌঁছয় ওপার বাংলায়।’ এমনকী বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপের দাবি জানান রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সেই ঘটনার পরই এই ইস্যুতে বাংলাদেশকে কড়া বার্তা দিল নয়াদিল্লি।

উল্লেখ্য, সোমবার বাংলাদেশের নিপীড়িত হিন্দুদের প্রতিনিধি ইসকনের চিন্ময় কৃষ্ণ দাস প্রভুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ঢাকায়। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করেছে ইউনুস সরকার। এই খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তেই সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে প্রতিবেশী দেশ। ঢাকা, চট্টগ্রাম-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ‘সম্মিলিত সনাতনী জোটে’র নেতার গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও মশাল মিছিল করেন হাজার হাজার মানুষ। অবিলম্বে চিন্ময় প্রভুর মুক্তির দাবি জানান তাঁরা। এই ইস্যুতে এবার সরব হল নয়াদিল্লিও।

হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইসকনের ধর্মীয় নেতা চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুর গ্রেপ্তারি ঘিরে উত্তাল বাংলাদেশ। তার আঁচ ভারতেও। চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুর নিঃশর্ত মুক্তি দাবি জানাচ্ছে বিজেপি। ইতিমধ্যেই বিজেপির তরফ থেকে কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। বুধবার বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশন ঘেরাও অভিযান রয়েছে। বৃহস্পতিবার রয়েছে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের মিছিলও। চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুকে মুক্তি না দিলে, আগামী সোমবার থেকে সীমান্ত অবরুদ্ধ করবেন সনাতনীরা, এমনটাই হুঁশিয়ারি বিজেপির তরফ থেকে। এদিন বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়েও এদিন বিস্ফোরক মন্তব্য করতে শোনা যায় শুভেন্দু অধিকারীকে। বলেন, ‘তৃণমূল প্রতিবাদ করবে না। ওরা মুসলিমলিগ-২। তাই আমরা করব।’

সংবিধান দিবসে সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করালেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর: মঙ্গলবার ছিল সংবিধান দিবস। ভারতের সংবিধান রক্ষার ৭৫ বছর পূর্ণ হল ২৬ নভেম্বর ২০২৪। সেই উপলক্ষেই জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন ভারতের ১৫তম রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, সরকার পক্ষের একাধিক নেতা থেকে লোকসভার বিরোধী দলনেতাও, সফলভাবে গণতন্ত্র রক্ষার ৭৫তম বর্ষ পূরণের উদযাপনের এই দিনে উপস্থিত ছিলেন।

সেন্ট্রাল হলে রাষ্ট্রপতির ভাষণে এই দিন উঠে আসে সংবিধান তৈরি করার যে কঠিন কাজ সেই কথা। তিনি বলেন, ‘এই সংবিধান সাংঘাতিক মেধা, এবং তিন বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। স্বাধীনতা সংগ্রামের ফল এই সংবিধান। সেই অতুলনীয় আন্দোলনের আদর্শকেও সংবিধানে বিশেষ গুরুত্ব এবং স্থান দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনাতেও সেই ভাবধারাকে সুস্পষ্ট রূপে সংক্ষিপ্ত ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।’ তিনি বলেন, ‘ন্যায়, স্বতন্ত্রতা, ক্ষমতা এবং বন্ধুতা এই আদর্শের উপরেই তৈরি হয়েছে আমাদের সংবিধান। সংবিধানের প্রত্যেকটি গুণ একে অপরের পরিপূরক।’

রাষ্ট্রপতির ভাষণে স্বাধীনতার পর থেকে আর্থিক উন্নয়নের জন্য জিএসটি-এর ভূমিকার কথাও শোনা যায়। তিনি বলেন, ‘স্বাধীনতার পর থেকে দেশের আর্থিক উন্নয়নের স্বার্থে সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ হল জিএসটি।’ সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে ‘নারীর ক্ষমতায়ন জরুরি বলেও জানান তিনি। রাষ্ট্রপতি মুর্মু আরও বলেন, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়মকে কার্যকরী করে সাংসদরা আধুনিক চিন্তা ভাবনার পরিচয় দিয়েছে।’

‘গরিব জনজাতি’র উন্নতির জন্য গত কয়েক বছরে অনেক কাজ করেছে বলেও জানান রাষ্ট্রপতি, তিনি বলেন, ‘গত কয়েক বছরে পিছিয়ে পড়া জাতির উন্নয়নের জন্য বিপুল কাজ করেছে সরকার। এখন গরিব মানুষ পাকা বাড়ি পাচ্ছেন। জল, বিদ্যুৎ, সড়কের মতো সাধারণ সুযোগ সুবিধাও উপভোগ করছেন। খাদ্য সুরক্ষা এবং চিকিৎসাও মিলছে। সমগ্র ও সমবেত বিকাশের জন্য এমন অনেক পদক্ষেপ করা হয়েছে।’

এই দিন সেন্ট্রাল হলে সংবিধান দিবসে ভাষণ চলাকালীন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর পাশেই উপস্থিত ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার স্পিকার জগদীপ ধনখড়। তাঁর পাশেই ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, রাজ্যসভায় সরকার পক্ষের নেতা জেপি নাড্ডা এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরণ রিজিজু। অন্যদিকে, দ্রৌপদী মুর্মুর পাশেই ছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ নারায়ণ সিং।

প্রসঙ্গত, সংবিধান দিবসে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ছাড়া আর কে কে ভাষণ দেবেন তা নিয়েও চাপানউতোর চলছিল সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে। কংগ্রেসের দাবি ছিল যদি প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেন তাহলে বিরোধী দলনেতাকেও ভাষণ দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। কংগ্রেসের বক্তব্য ছিল গণতন্ত্রের সম্মান এবং নিরপেক্ষতা রক্ষার্থেই সেই সুযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু শেষ অবধি কে কে ভাষণ দেবেন সেই সম্বন্ধে কিছুই জানা যায়নি। তবে এই দিন দেখা গেল রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু একাই বক্তব্য রাখেন। এই দিন শ্রোতার আসনে উপস্থিত ছিলেন অমিত শাহ, শিবরাজ চৌহান-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। বক্তব্যের শেষে সকলকে সংবিধান প্রস্তাবনার পাঠ পড়ান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি অভিজিৎ মন্ডল, পিতা- মুকুন্দ কুমার মন্ডল, সাং+পোঃ উজিরপুকুরিয়া, থানা- গাংনাপুর, জেলা- নদীয়া, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং WB-51 20220000301, আমার পিতার নাম মুকুন্দ মন্ডল হইয়াছে। ২২.১০.২০২৪ তারিখের রানাঘাট ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিটবলে পিতা মুকুন্দ কুমার মন্ডল ও মুকুন্দ মন্ডল একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৪/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৩ নং এফিডেভিট বলে Biswanath Roy S/o. Ajit Roy ও Biswanath Ray S/o. Ajit Ray সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০৯/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৬৪৪ নং এফিডেভিট বলে Chanchal Pal S/o. Haradhan Pal ও Chanchal Paul S/o. H. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৬/১১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭৩৫৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Davinder Kaur W/o. Ajmer Singh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্র Ishmanjit Singh ও Ishamnjit Singh S/o. Ajmer Singh and Davinder Kaur সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ২২/১১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৪৮১ নং এফিডেভিট বলে Mrityunjoy Pal S/o. Sufal Chandra Pal ও Mrityunjoy Paul S/o. Lt. S. Ch. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৪/১১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর, কোর্টে ১৪৫৩৯ নং এফিডেভিট বলে Sajal Kumar Ghosh S/o. Basudeb Ghosh ও Sajal Kumar Ghosh S/o. Basudev Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৭ শে নভেম্বর। ১১ ই অগ্রহায়ণ। । বুধবার , দ্বাদশী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধে র ও বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ। ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : আজ সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : আজ অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : আজ টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : আজ ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : আজ অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্ধ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

CHANGE OF NAME

I, Soma Ghosh W/O- Md. Saiful Islam resident of Vill+P.O.- Talibpur, P.S.- Salar, Dist.- Murshidabad, W.B. do hereby declare that I have changed my name from Soma Ghosh to Reshmi Begum and henceforth I shall be known as Reshmi Begum in all purpose, vide affidavit 1st Class Judicial Magistrate at Kandi on **22/07/2024**. Reshmi Begum and Soma Ghosh both are same and one identical person.

নাম পদবী পরিবর্তন

আমি Sanjib Chaudhury S/o Lt. Ashok Chaudhary ঠিকানা B7/180 Kalyani, P.O+P.S- Kalyani, জেলা- Nadia, W.B ঘোষণা করছি গত 20/11/2024 তারিখে Addl. Chief Judicial Magistrate-2nd Court, কল্যাণী, নদীয়ার এফিডেভিট নং -42 বলে Sanjib Chaudhury এবং Sanjeev Chowdhury এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

Lost of Chain Deed of Property

Original chain deed, being Deed No. 04767-2013 in the Name of Rajeev Singh respectively have been lost. One General Dairy has been lodged at Kasba Police Station vide GDE No. 2061 Dated 25-11-2024 to this effect.

If found please return to
Tapas Das & Sujata Das
16A, Swinhoe Lane, 4th Floor
4D, Kolkata-700039

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল রাজা দত্ত পিতা- রমেশ দত্ত সাং- বামনপাড়া, থানা- ধুবুলিয়া, জেলা-নদীয়া কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে ২৮-০৬-২০২৪ তারিখে iv 6566/24 নং কোবলা দলিলে সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত দলিলের ৭ নং বিক্রেতা মুড়াগাছা সলিল কুমার সরকার পিতা- মৃত চণ্ডিচরণ সরকার গত ইং ০৯-০৩-২০২৩ তারিখে ঐ অফিস হইতে IY/24 নং আমমোক্তার দলিল বলে তার পুত্র, ভাইপো, দাদা, বৌদি ও ভাইঝি যথা ১। সত্যনারায়ণ সরকার পিতা- সলিল কুমার সরকার ২। শীলা সরকার স্বামী- ৺ গোপীনাথ সরকার, ৩) সৌরিশ গোপীনাথ সরকার ওরফে সৌরীশ সরকার পিতা- মৃত গোপীনাথ সরকার, ৪। সঞ্চিতা সরকার, স্বামী- দেবাশীষ দে পিতা- ৺ গোপীনাথ সরকার ৫। নীলরতন সরকার পিতা- ৺ চণ্ডিচরণ সরকার ৬। সৌমেন সরকার, পিতা- নীলরতন সরকার। এদের সকলের নিকট হইতে আমমোক্তার পান এবং তিনি অর্থাৎ সলিল কুমার সরকার স্বয়ং ও সকলের পক্ষের হইয়া নিম্ন তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি আমার মক্কেলের বরাবর বিক্রয় করেন। এক্ষণে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি তার নামে রেকর্ড করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ধুবুলিয়া B.L & L.R. O অফিসে অথবা আমার সহিত ৬২৯৬৭৫৫৮৬৬ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইনত কাজ হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা-নদীয়া, থানা- ধুবুলিয়া, মৌজা- ৫ নং বামনপাড়া, L.R খতিয়ান নং ১৬৭ R.S. ও L.R.দাগ নং ৮২২ পরিমান- ২১শঃ ঐ খতিয়ানে ৮২৪ নং দাগে ১৯ শঃ মোট ৪০ শঃ।

Biswanath Ghosh
Advocate
Krishnagar Judge Court,
Nadia

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রী গোপাল চন্দ্র সাহা পিতা ৺অমূল্য কুমার সাহা সাকিম নমাজগড়, পোঃ এ্যাডকোনগর, থানা মগরা, জেলা হুগলী, ১নং দাতা বিগত ইং 19/08/2008 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-0216/2008 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **১)শ্রী নরেন চন্দ্র দাস** পিতা ৺ব্রজেন্দ্র নাথ দাস **২)শ্রী সুদীপ সাহা** পিতা শ্রী গোপাল চন্দ্র সাহা উভয়ের সাকিম নমাজগড়, পোঃ এ্যাডকোনগর, থানা মগরা, জেলা হুগলী মহাশয়গণকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, এবং **২)শ্রীমত্যা সন্ধ্যা সাহা** স্বামী ৺শৈলেন্দ্র নাথ সাহা **৩)শ্রীমতী সুমিতা সাহা** স্বামি শ্রী মৃত্যুঞ্জয় সাহা **৪)শ্রীমতী মৌসুমী সরকার** স্বামী শ্রী স্বপন সরকার, **৫)রেশমী সাহা** পিতা ৺শৈলেন্দ্র নাথ সাহা, ২ ও ৫ নং এর সাকিম গ্রীন পার্ক (মুখার্জ্জী বাগান), পোঃ ব্যান্ডেল, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, ৩নং এর সাকিম ৫'ডি/৪০' শ্রীনগর পল্লী, 'ডি'জোন, পোঃ বেনাচিটি, জেলা বরধমান(দুর্গাপুর-১৩), ৪নং এর সাকিম সি/২সি-এসিয়াটিক কমপ্লেক্স ১১৭/এ, আন্দুল রোড, পোঃ বি-গার্ডেন, থানা শিবপুর, জেলা হাওড়া, ২-৫নং দাতাগণ বিগত ইং 18/06/2008 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-0159/2008 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **১)শ্রী কালী চরন দাস** পিতা ৺গোপাল দাস **২)শ্রী তপন দাস** পিতা ৺হাজারী লাল দাস উভয়ের সাকিম নমাজগড়, পোঃ এ্যাডকোনগর, থানা মগরা, জেলা হুগলী মহাশয়গণকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত দুইটি আমমোক্তারনামা বলে আমমোক্তার গ্রহীতাগণ নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 13/08/2010 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-7760/2010 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেলগণ **১)শ্রী রাজীব সাউ ২)শ্রী মনোজিৎ সাউ** উভয়ের পিতা শ্রী রতন সাউ, উভয়ের সাকিম শিবপুর হাজরা পাড়া, পোঃ ত্রিবেণী, থানা মগরা, জেলা হুগলী, মহাশয়দ্বয়কে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিক্রয় করেন। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা নমাজগড়, 51 নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. 49 ও 169 নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. 82 নং দাগে শুনা জমি 02 কাঠা 00 ছটাক 15 বর্গফুট আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, ১)শ্রী রাজীব সাউ ২)শ্রী মনোজিৎ সাউ উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)মর্জিনা খাতুন মহিউদ্দিন সেখ স্বামী মরহুম মহিউদ্দিন সেখ ওরফে মহঃ মহিউদ্দিন **২)মহম্মদ মফিক মহিউদ্দিন** সেখ পিতা মরহুম মহিউদ্দিন সেখ ওরফে মহঃ মহিউদ্দিন সেখ উভয়ের সাকিম রুম নং-২ জোহরা ভাই, চাউল গলিবার, মসজিদ গলি, সান্তা ক্রুজ, মুম্বাই, মহারাষ্ট্র- ৪০০০৫৫, বিগত ইং 30/07/2019 তারিখে জয়েন্ট সাব রেজিষ্ট্রার অন্ধেরী নং ৬, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-8266/2019 নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে আমাকে **(সফিক মহিউদ্দিন সেখ** পিতা মরহুম মহিউদ্দিন সেখ ওরফে মহঃ মহিউদ্দিন সাকিম রুম নং-২ জোহরা ভাই, চাউল গলিবার, মসজিদ গলি, সান্তা ক্রুজ, মুম্বাই, মহারাষ্ট্র-৪০০০৫৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং **৩)হাজেরা মহিউদ্দিন সেখ ৪)মহম্মদ ফারুক মহিউদ্দিন সেখ ৫)ওহিদা আরাফত ইসমাইল চৌধুরী ৬)সামসুন নিহার রবিউল হক ৭) সাবিরা সাইফুদ্দিন সেখ** ৩ নং এর স্বামী ও ৪-৭ নং এর পিতা মরহুম মহিউদ্দিন সেখ ওরফে মহঃ মহিউদ্দিন সকলের সাকিম রুম নং-২০৬, হালিম ভাই, চাউল গলিবার, মসজিদ গলি, সান্তা ক্রুজ, মুম্বাই, মহারাষ্ট্র-৪০০০৫৫, বিগত ইং 19/09/2019 তারিখে জয়েন্ট সাব রেজিষ্ট্রার অন্ধেরী নং ৬, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-8275/2019 নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে আমাকে **(আব্দুল রহিম মহিউদ্দিন সেখ** পিতা মরহুম মহিউদ্দিন সেখ ওরফে মহঃ মহিউদ্দিন সাকিম রুম নং-২০৬, হালিম ভাই, চাউল গলিবার, মসজিদ গলি, সান্তা ক্রুজ, মুম্বাই, মহারাষ্ট্র-৪০০০৫৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত দুইটি আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমরা **লুৎফননেশা নাসির মহম্মদ সেখ** স্বামী মহঃ নাসির সাকিম দাবড়া, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৫২ মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছি।

<u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত, প্রসাদপুর মৌজায়, ৮৫ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ২৯৬/৩ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল ৩৭৫৪ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩৭ শতক তন্মধ্যে উত্তরদিক হইতে ০.৫০০০ অংশে ১৯ শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **লুৎফননেশা নাসির মহম্মদ সেখ** স্বামী মহঃ নাসির উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি-

সফিক মহিউদ্দিন সেখ
আব্দুল রহিম মহিউদ্দিন
আমমোক্তারদ্বয়

TO WHOM IT MAY CONCERN

It is certify that Mr. RATHA CHANDRA DAS Son of Late Bachia Das residing at Dairy Farm, West Dhobi Ghat, P.O. Kharagpur, P.S. Kharagpur (Town), Dist. Paschim Medinipur, West Bengal, Pin Code: 721301 has purchased a property/ land lying and situated at Dist. Paschim Midnapore, P.S. Kharagpur (Local). A.D.S.R. Office: Kharagpur. Gram Panchayat: Gopali, Mouza: Mirpur, J.L. No. 240, L.R Khatian No: 3518. R.S. Plot No: 341, L.R. Plot No:383, Area of Land: 04 (Four) Decs. Out of 48 Decimal.Raiyati Satta- by way of Deed of Sale being No:101001011 for the year 2024, Registered in Book-1. Volume No: 1010-2024. Page from 21468 to 21481 from Mr. ANAND KUMAR Son of Late Mr. Shambhu Puri residing at Saidabah, P.O. Raghunathpur, P.S. Raghunathpur, Dist. Patna, Bihar, Pin Code 801104 now residing at Taljuli, Jhapetapur, P.O. Kharagpur, P.S. Kharagpur(Town), Dist. Paschim Medinipur, West Bengal, Pin Code: 721301 as a constituted attorney for Mr. RAMPRATAP SINGH Son of Late Baghrasan Singh residing at Arasini, P.O. Balarampur,P.S. Kharagpur (Local), Dist. Paschim Medinipur, West Bengal, Pin Code: 721301 by way of General Power of Attorney being No:101009273 for the year 2022, Registered in Book-1 Volume No: 1010-2022, Page from 214182 to 214192 and hence Mr. RATHA CHANDRA DAS has applied for the mutation of the above mentioned property/ land in his name before the office of B.L & L.R.O. Kharagpur -1 so, if anybody has any objection then they can raised objection or communicate within one month before the office of B.L & L.R.O Kharagpur-1.

Niladri Chatterjee
Advocate, Judges Court, Paschim Medinipur

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রীমতী মিতালী ঘোষ স্বামী শ্রী মলয় ঘোষ **২) শ্রীমতী পায়েল ঘোষ** স্বামী শ্রী কিংকর ঘোষ **৩)শ্রীমতী শ্রীমন্তী ঘোষ** স্বামী শ্রী প্রলয় ঘোষ সকলের সাকিম পান্ডুয়া বিবেকানন্দনগর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, দাতাগণ বিগত ইং 16/02/2023 তারিখে পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর. হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-0792/2023 নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে আমাকে **(শ্রী মলয় ঘোষ** পিতা ৺সুবোধ ঘোষ সাকিম পান্ডুয়া বিবেকানন্দনগর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি **১)সাগিরা বেগম খান** স্বামী রিচার্ড খান **২)সরফরাজ খান** পিতা রিচার্ড খান, সাং নতুনগঞ্জ, বর্দ্ধমান, পূর্ব বর্দ্ধমান মহাশয়/ মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছি।

<u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত, দৌলতপুর মৌজায়, ১০৬ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ৫৩০, ৫৩১ ও ৬০২ নং খতিয়ানে, ১)সাবেক তথা হাল ২১৪ নং দাগে শালি বর্তমানে ভিটি ষোল আনায় ৪৫ শতক তন্মধ্যে ৪.৩৪ শতক ২)সাবেক তথা হাল ২১৫ নং দাগে শালি বর্তমানে ভিটি ষোল আনায় ২৯ শতক তন্মধ্যে ০.৭৫০০ অংশে ২১ শতক তন্মধ্যে ৫.৫৬ শতক একুনে মোট দুইটি দাগে ৯.৯ শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)সাগিরা বেগম খান** স্বামী রিচার্ড খান **২)সরফরাজ খান** পিতা রিচার্ড খান, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-মলয় ঘোষ
আমমোক্তার

আমার মক্কেল কাজল রানী মান্না, স্বামী চন্দন কুমার মান্না মহাশয়া গত ইংরাজী ১২/ ০৬/ ১৯৯৬ তারিখে ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসের বুক IV, ভলুম- ৩, পাতা নং-৬৯ থেকে ৭৪, বিয়িং নং- ১৬০ নং আমমোক্তার নামা দলিল বলে শ্রী ভবতোষ ঘোষ, পিতা প্রয়াত প্রভাস ঘোষ দীগরের নিকট হইতে মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, পিতা - ৺প্রফুল্ল কুমার ঘোষ আমমোক্তার গ্রহিত উক্ত সম্পত্তি আমাকে বিক্রয় করিয়াছেন। মৌজা- জগাছা, জে.এল. ৬, থানা-জগাছা, জেলা- হাওড়া, আর.এস. দাগ-৭৬৫, এল.আর. দাগ- ১৯১৭, আর. এস. খতিয়ান-৬৬০, হাল খতিয়ান ১১ ও অন্যান্য। যদি কাহারও কোনও আপত্তি থাকে তিনি বালী জগাছা বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও.অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

জিনিফা হোসেন পিতা জাকির হোসেন সাকিম নমাজগ্রাম পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, বিগত ইং 29/01/2024 তারিখে পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর. হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-405/2024 নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে আমাকে **(জাকির হোসেন** পিতা মরহুম সেখ ফরহাদ আলি সাকিম নমাজগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি, **রিচার্ড খান** পিতা মরহুম কুববাত খান, সাং পীরবাহারাম, নতুনগঞ্জ, বর্দ্ধমান, পূর্ব বর্দ্ধমান মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি।

<u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত, দৌলতপুর মৌজায়, ১০৬ নং জে. এল. ভুক্ত, ১)হাল এল.আর ৬৩৬ ও ৬৩৫ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল ২১৬ নং দাগে শালি বর্তমানে ভিটি ষোল আনায় ৭০ শতক তন্মধ্যে ০.৬৭৬৭ অংশে ৪৭ শতক তন্মধ্যে ৩.১২ শতক ২)হাল এল.আর ৬৩৪ ও ৬২৯ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল ২১৪ নং দাগে শালি বর্তমানে ভিটি ষোল আনায় ৪৫ শতক তন্মধ্যে ০.২৬৫৩ অংশে ১২ শতক তন্মধ্যে ৭.৯ শতক একুনে মোট দুইটি দাগে ১১.০২ শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **রিচার্ড খান** পিতা মরহুম কুববাত খান উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। **ইতি-জাকির হোসেন**
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রী বাবলু দাস ওরফে বাবলু বাউরী ২)শ্রী কৃষ্ণ দাস ওরফে কৃষ্ণ বাউরী উভয়ের পিতা ৺নগেন দাস ওরফে নগেন বাউরী উভয়ের সাকিম গোপালপুর ঝেড়ো, পোঃ গোপালপুর, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫১৩, মহাশয়গণ বিগত ইং ১০/০১/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, সদর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-367/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ও **৩)শ্রী সাগর বাউরী** পিতা ৺বিশ্বনাথ বাউরী ও **৪)শ্রীমতী পিঙ্কী বাউরী** স্বামী শ্রী চন্দন মন্ডল উভয়ের সাকিম গোপালপুর ঝেড়ো, পোঃ গোপালপুর, থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫১৩, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ১৫/১২/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, সদর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-11321/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, একুনে মোট দুইটি আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রীমত্যা চম্পা বাউরী** স্বামী ৺বিশ্বনাথ বাউরী মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উপরোক্ত দুইটি আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 22/01/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, সদর, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-651/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী অভিজিৎ পাল** পিতা শ্রী অরুন কৃষ্ণ পাল সাকিম + পোঃ + থানা কল্যানী, জেলা নদীয়া, পিন 741235 মহাশয়কে কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করেন। <u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা দক্ষিণ গোপালপুর, 128 নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. 20 নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. 326 নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১১০ শতকের মধ্যে ১৪ শতক তন্মধ্যে ১১.৬৬ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী অভিজিৎ পাল** পিতা শ্রী অরুন কৃষ্ণ পাল উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও বলাগড় ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

হুগলী জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়াস্থিত
<u>ম্যাট স্যুট নং ৩৯৭/২০২২</u>
শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা দাস (মজুমদার)
...দরখাস্তকারিনী
বনাম
শ্রী সুব্রত মজুমদার...প্রতিপক্ষ

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারিনী **শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা দাস (মজুমদার)** স্বামী-শ্রী সুব্রত মজুমদার, পিতা- শ্রী সুধাংশু দাস, সাং বিশপাড়া ২নং, পোঃ- নয়াসরাই, থানা-মগরা, জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২৫১৩। তার স্বামী **শ্রী সুব্রত মজুমদার**, পিতা-শ্রী সুনীল কুমার মজুমদার, সাং-আনোয়ার বেড়িয়া, বিদ্যাসাগর পল্লী পোঃ- মানিকতলা, থানা-হাবড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, পিন নং- ৭৪৩২৬৩ বিরুদ্ধে অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন। অত্র সংবাদ পত্রের দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে ৩০ দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং কিংবা আপনার আইনজীবির দ্বারা আদালতে হাজির হইবেন, নতুবা একতরফা আদেশ হইবে ।

দরখাস্তকারিনীর পক্ষে
ইশিতা সাধুখাঁ (এ্যাডভোকেট)

আদেশানুসারে,
শ্রী চরণ সিং (সেরেস্তাদার)
হুগলী জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

// জেলা—হুগলীর সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন ২য় আদালত চুঁচুড়া //
<u>২০২০ সালের ১০৬ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা।</u>
<u>বাদী</u>: গুরুপদ সাহা
<u>বিবাদী</u>: কৃষ্ণচন্দ্র সাহা

এতদ্বারা জেলা-হুগলী, পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত নাকসী মহল্ল্যা, পাণ্ডুয়া স্টেশন রোড সাকিমের বাসিন্দা ৺কালিপদ সাহার পুত্র **কৃষ্ণচন্দ্র সাহা** কে অবগত করানো হইতেছে যে, জেলা- হুগলী, পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত নাকসী মহল্ল্যার সাকিমের বাসিন্দা তথা বর্তমানে জেলা-হুগলী, থানা-চন্দননগর অন্তর্গত ৩২ নং বিষহরিতলা সাকিমের বাসিন্দা **গুরুপদ সাহা** জেলা-হুগলীর পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত, পান্ডুয়া মৌজাস্থিত হাল- ১৩৪৯ নং দাগের ০১ শতক ভিটি, হাল– ১৩৫১ নং দাগে ০৫ শতক বাস্তু, হাল- ১৭২৫ নং দাগের ০১ শতক ভিটি, হাল-১৮৪০ নং দাগের ০৫ শতক বাস্তু, হাল- ১৮৪১ নং দাগের ০৪ শতক ডাঙ্গা হাল- ১৭২৩ নং দাগে-০৫ শতক বাঁশ বাগান, হাল- ১৭২৬ নং দাগে ০৫ শতক ভিটি, হাল- ১৭২৭ নং দাগে ০৫ শতক ডোবা, হাল- ১৭৪০ নং দাগের ০৪ শতক পুকুর, হাল-১৮৪২ নং দাগের ০৫ শতক পুকুর এবং জেলা-হুগলীর পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত পুরুষোত্তমপুর মৌজাস্থিত হাল-৭৬৯ নং দাগের ৩৩ শতক পুকুর, হাল- ৪১৪ নং দাগের ৪২ শতক শালি, হাল- ৭৬৩ নং দাগে- ০৬ শতক শালি, হাল- ৮৩৫ নং দাগে ৪৯ শতক শালি সম্পত্তির বিভাগ বণ্টন ও স্বত্ব সাব্যস্ত বাবদ ও অন্যান্য প্রার্থনায় জেলা-হুগলীর পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত নাকসী মহল্ল্যার, পান্ডুয়া স্টেশন রোড সাকিমের বাসিন্দা ৺কালিপদ সাহার পুত্র **কৃষ্ণচন্দ্র সাহার** বিরুদ্ধে জেলা-হুগলীর সিভিল জর্জ সিনিয়র ডিভিশন ২য় আদালত চুঁচুড়ায় ২০২০ সালের ১০৬ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা দাখিল করা হইয়াছে। যদি উপরি উক্ত মোকর্দ্দমায় আপনার কোন বক্তব্য থাকে, তাহা হইলে আপনি স্বয়ং কিম্বা আপনার নিযুক্তীয় উলিবাবুর মারফৎ হজুর আদালতের নিকট আসিয়া অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের –৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপনার বক্তব্য পেশ করিবেন। অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমায় আপনার বিরুদ্ধে একতরফা বিচার হইবে ।

বাদীর পক্ষে নিযুক্ত
তন্ময় মুখার্জ্জী (উকিলবাবু)

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রীচরণ সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলীর সিভিল জজ সিনিয়র ভিনিশন,
২য় আদালত, চুঁচুড়া

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)কাজী আব্দুল বসির ২)কাজী আব্দুল হাফিজ ৩)কাজী আব্দুস সাবীর ৪) আরেফা খাতুন ১-৪ এর পিতা মরহুম কাজী আব্দুল খবির, সকলের সাং নীরোদগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, **৫)মমতাজ বেগম** স্বামী নূর হাবিব হালদার, পিতা মরহুম কাজী আব্দুল খবির, সাং বালিকুখাড়ী, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, **৬)জেসমিন আরা বেগম** স্বামী মরহুম কাজী আব্দুল সামাদ, **৭)মহঃ সামিম আকতার** পিতা পিতা মরহুম কাজী আব্দুস সামিম, ৬-৭ নং এর সাং নীরোদগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, **৮)কাজি আব্দুল মনির, ৯) কাজি আব্দুল সাল্লাম, ১০)কাজি আব্দুল নাজির, ১১) কাজি আব্দুল নাসির, ১২) কাজি আব্দুল মান্নান, ১৩) তানজিলা খাতুন** ৮-১৩ নং এর পিতা মরহুম আব্দুল কাদের, **১৪)আমিনা বেগম** স্বামী মরহুম আব্দুল সাত্তার, **১৫)কাজী আমিনুল ইসলাম ১৬)কাজী হাসিবুর রহমান** ১৫-১৬ নং এর পিতা মরহুম কাজী আব্দুল সাত্তার, **১৭)ফতেমা জিন্না** পিতা মরহুম আব্দুল সাত্তার, স্বামী ইরফান আলী, **১৮)খাদিজা খাতুন,** পিতা মরহুম আব্দুল সাত্তার, **১৯)নাসিমা ইয়াসমিন,** পিতা মরহুম আব্দুল সাত্তার, স্বামী জুলফিকার খোন্দেকার, সর্ব সাং নীরোদগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, ১-৭ নং দাতাগন বিগত ইং ৩০/০৭/২০১৯ তারিখে পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর. হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-169/2019 নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে ও ২) ৮-১৯ নং দাতাগন বিগত ইং ২৬/১২/২০১৭ তারিখে পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর. হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-476/2017 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে একুনে মোট দুইটি আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(মহঃ সাহিদ** পিতা মহঃ ইসলাম সাকিম কোটালপুকুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯)- কে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি **সেখ সাত্তার** পিতা সেখ জাফর, সাং কোটালপুকুর, পান্ডুয়া, হুগলী- ৭১২১৪৯ মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি।

<u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত, মটুকপুর মৌজায়, ১০৫ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ৯২৯ নং দাগে শালি জমি, ১)হাল এল.আর ১৪১ নং খতিয়ানে ষোল আনায় ৫১ শতকের মধ্যে ১.৩৩ শতক ২) হাল এল.আর ১১৬ নং খতিয়ানে ষোল আনায় ৫১ শতকের মধ্যে ১.৩৩ শতক ৩) হাল এল.আর ৮৫১ নং খতিয়ানে ষোল আনায় ৫১ শতকের মধ্যে ১.৩৪ শতক। একুনে মোট ৪ শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **সেখ সাত্তার** পিতা সেখ জাফর, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মহঃ সাহিদ**
আমমোক্তার

আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১) শ্রীমতী গীতারানী সামন্ত, সাং- পূর্ব গোবিন্দপুর, জাঙ্গীপাড়া, ২) শ্রীমতী সবিতা গুছাইত, সাং- সাহানা, চন্ডীতলা, ৩) শ্রীমতী মায়া মন্ডল, সাং- রতনপুর, সিঙ্গুর, ৪) শ্রীমতী সুচিত্রা দাস, সাং- পাঁচঘড়া, চন্ডীতলা, সকলের পিতা ৺তারাপদ কোলে, বিগত ইং ৩০.০১.২০২৪ তারিখে সিঙ্গুর এ.ডি.এস.আর., হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৯৬/ ২০২৪ নং. আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল ১. শ্রী সব্যসাচী কোলে, পিতা- ৺শৈলেন্দ্র নাথ কোলে, ২. শ্রীমতী মঞ্জু কোলে, স্বামী- ৺শৈলেন্দ্র নাথ কোলে, উভয়ের সাং-রতনপুর, পোঃ- ডিহি রতনপুর, থানা- সিঙ্গুর, হুগলী মহাশয় দ্বিগকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল ইং ১৬.০২.২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. সিঙ্গুর, হুগলী অফিসে ৭২১/ ২০২৪ নং. দলিল মূলে শ্রীমতী অপর্না সামন্ত, স্বামী- শ্রী দেবকুমার সামন্ত, সাং-রতনপুর, পোঃ - ডিহি রতনপুর, থানা-সিঙ্গুর, হুগলী মহাশয়াকে বিক্রয় করেন।

তপশীল-জেলা হুগলী, থানা সিঙ্গুর, মৌজা- রতনপুর, জে.এল.-৪৯, হাল এল.আর. ২২০ খতিয়ানে, বিক্রয়কৃত ৭২১/২০২৪ নং দলিল মূলে এল.আর. ৬৬৬ নং দাগে ৯৭ শতক শালি জমি এর মধ্যে ৬.০৬ আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয়কৃত হইতাছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত খরিদা সম্পত্তি শ্রীমতী অপর্না সামন্ত, স্বামী-শ্রী দেবকুমার সামন্ত নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. সিঙ্গুর অফিসে আবেদন করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাস মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

নিবেদক
জগন্নাথ কোলে
অ্যাডভোকেট

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

<u>হুগলি</u>

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

<u>নদিয়া</u>

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

<u>পূর্ব মেদিনীপুর</u>

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

<u>পশ্চিম মেদিনীপুর</u>

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

<u>মুর্শিদাবাদ</u>

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

<u>বীরভূম</u>

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

অতিরিক্ত সংরক্ষিত কামরা দিচ্ছে পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ট্রেনের নিত্যযাত্রীরা বিশেষত যারা অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ বা ব্যবসার কাজে রোজই বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কলকাতা বা সংলগ্ন অঞ্চলে যাতায়াত করতে হয়। যদিও ইন্টার-সিটি ট্রেনে যাত্রী ভিড়ের জন্য অধিকাংশ সময়ে সংরক্ষিত আসনের টিকিট পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তাই এই সকল যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে, তাদের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ করতে একাধিক স্বল্প দূরত্বের ইন্টার-সিটি এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিতে অতিরিক্ত সংরক্ষিত কামরা অন্তরভূক্তি করতে চলেছে পূর্ব রেল। আর এই সিদ্ধান্তের জেরে বহু যাত্রীদের যাতায়াত আরও সুগম হয়ে উঠবে। রাজ্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেরও সহায়ক বলে বলেই মনে করছে পূর্ব রেল।

পূর্ব রেলের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী আপাতত পাঁচটি ট্রেনে এই অতিরিক্ত সংরক্ষিত কামরার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। হাওড়া -বোলপুর শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস, হাওড়া-ধানবাদ কোলফিল্ড এক্সপ্রেস, হাওড়া- আসানসোল অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস, হাওড়া-মালদা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস এবং হাওড়া-রামপুরহাট বিশ্বভারতী ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলিতে যুক্ত হবে অতিরিক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর চেয়ার কার। এই অতিরিক্ত কোচের সংযোজন ২৭ থেকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যেই উভয় প্রান্ত থেকে কার্যকর হবে বলেই পূর্ব রেল জানিয়েছে।

এছাড়াও, হাওড়া -দেওঘর ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেসে লাগছে একটি অতিরিক্ত সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর সংরক্ষিত কামরা। এই ট্রেনে অতিরিক্ত কামরার সংযুক্তি হাওড়া থেকে ৩০ নভেম্বর এবং দেওঘর প্রান্ত থেকে ১ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হবে বলেই পূর্ব রেল জানিয়েছে। হাওড়া-সিউড়ি হুল এক্সপ্রেসে যাত্রীদের জন্য সুখবর জানিয়েছে পূর্ব রেল। এই ট্রেনটিতে একটি অতিরিক্ত এসি ৩ টায়ার কোচের সংযোজন করা হচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত এই ট্রেনের যাত্রীরা কেবলমাত্র বসেই যাতায়াত করতে পারতেন। এই প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন, ' নিত্যযাত্রীদের চাহিদা পূরণে পূর্বরেল সর্বদাই সচেষ্ট। সময়বিশেষে দ্বিতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত কোচ সংযোজনের ফলে সাধারণ যাত্রীরা সাশ্রয়কারী যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে রেলের উপর বিশেষ নির্ভরশীল। এর দ্বারা যাত্রীরা উপকৃত হবে। '

হিন্দুস্থান ক্লাবের ম্যারাথন, রেইজিং দ্য ডাস্ট সিজন ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: হিন্দুস্থান ক্লাব লিমিটেড ঘোষণা করল অত্যন্ত প্রত্যাশিত 'হিন্দুস্থান ক্লাব ম্যারাথন, রেইজিং দ্য ডাস্ট'র দ্বিতীয় সিজন। এই অনুষ্ঠানটি রবিবার ৮ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। এটি কলকাতার প্রাণবন্ত দৌড়ানোর সংস্কৃতিকে উদযাপন করে। যা শহরের ফিটনেস, ঐক্য এবং উদ্দীপনাকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে। অংশগ্রহণকারীদের জন্য এক্সক্লুসিভ টি-শার্ট, সুন্দর ডিজাইনের মেডেল এবং রেস বিবস দেওয়া হবে। এই উপাদানগুলি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলে কঠোর পরিশ্রম ও প্রতিশ্রুতিকে এবং প্রতিযোগী ও দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি করে।

ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার উদ্যোগে আয়োজিত হল মুখের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনে অনুষ্ঠিত শিবিরে প্রায় ৫০০টি শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ইন্ডিয়ান ডেন্টাল এসোসিয়েশনের সদস্যরা। সংগঠনের সম্পাদক ডঃ রাজু বিশ্বাস জানান, ভবিষ্যতে এই সমস্ত শিশুদের চিকিৎসার দায়িত্বভার এসোসিয়েশন রাজ্য সরকার গ্রহণ করবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর ২০২৪, ১১ অগ্রহায়ণ, বুধবার

বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর সঙ্গে সাক্ষাৎ আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা'র

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের ভয়াবহ ঘটনার পর পেরিয়ে গিয়েছে ৪ মাস। চিকিৎসক তরুণীকে ধর্ষণ-খুন কাণ্ডের বিচার এখনও চলছে। এবার মেয়ের সুবিচারের আর্তি নিয়ে বিধানসভায় গেলেন নির্যাতিতার বাবা মা। মঙ্গলবার দুপুরে বিজেপি নেতা সজল ঘোষের সঙ্গে বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গেও দেখা করেন তাঁরা। সূত্রের খবর, সংবিধান দিবস উপলক্ষে বিরোধী বিধায়কদের কাছে তারা বিচার চাইতে এসেছেন। বিধানসভায় পৌঁছে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে আরজি কর কাণ্ডের সুবিচারের দাবিতে পথে নেমে আন্দোলন জারি রাখতে অনুরোধ করেন নির্যাতিতার বাবা-মা। এদিন আইএসএফ বিধায়ক

নওশাদ সিদ্দিকির সঙ্গেও দেখা করেন অভয়ার বাবা-মা।

বিধানসভা সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে ঘড়ির কাঁটায় তখন ১০টা বেজে ১৫ মিনিট। বিজেপি নেতা সজল ঘোষের সঙ্গে বিধানসভায় পৌঁছন আর জি করের নির্যাতিতার বাবা-মা। সরাসরি শুভেন্দু অধিকারীর ঘরে গিয়ে দেখা করেন তাঁরা। সেখানে কান্নায় ভেঙে

পড়েন। নির্যাতিতার বাবার চোখের জল মুছিয়ে দেন শুভেন্দু। অভয়ার বাবা-মা বলেন, 'সবাই আমাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে। আগামীতে আপনাদেরও আমার পাশে চাই। আমার মেয়েটা কী এমন অপরাধ করেছিল, কেন ওকে এমন নির্মমভাবে মারা হল।' সঙ্গে ফের এদিন তাঁদের গলায় শোনা যায় একই খেদোক্তি, 'আজও জানতে পারলাম না সেদিন রাতে আমার মেয়ের সঙ্গে কী হয়েছিল।'

সূত্রে খবর, এদিন শুভেন্দু অধিকারী নির্যাতিতার বাবা-মায়ের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। জানা গিয়েছে, সুবিচারের দাবিতে আগামী ১০ ডিসেম্বর শান্তিপূর্ণভাবে বিধানসভার বাইরে ও ভিতরে বিধায়করা ধরনা করবেন। পাশাপাশি একইদিনে অভয়ার বাবা-মাকে নিয়ে রাজভবন যাবেন শুভেন্দু। উল্লেখ্য, একইদিনে অপরাজিতা আইন প্রণয়নের দাবিতে পথে নামবে তৃণমূল।

শহিদ সম্মানির ৫০ হাজার টাকা গায়েব উঠল 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' রব

নিজস্ব প্রতিবেদন: শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে নানা ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ আগে উঠেছে। এবার আরও বড় অভিযোগ উঠল রামনগর থেকে। এই অভিযোগ শহিদকে সম্মান প্রদর্শনে যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংসদ তহবিলের তরফ থেকে অর্থ প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয় তা বেমালুম নাকি গায়েব করে দিয়েছেন ওই রামনগরেরই তৃণমূল ঘনিষ্ঠরা, এমনটাই অভিযোগ এই শহিদ পরিবারের এক সদস্যের।

ঘটনার সূত্রপাত শহিদ ভীমচরণ দাস মহাপাত্রর পরিবারকে নিয়ে। ১৯৪২-এ ভারত ছাড়ো আন্দোলনে বেলবনিতে ইংরেজদের গুলিতে প্রাণ যায় এই ভীমচরণ দাস মহাপাত্রর। একইসঙ্গে প্রাণ গিয়েছিল আরও সাতজনের। এই আটজনকে সম্মান জানাতে রামনগরের বেলবনি এলাকার প্রায় ২৫ একর জায়গায় তৈরি হয় এক মেমোরিয়াল বা শহিদ বেদি। যা এলাকার লোকেরা জানেন শহিদ তীর্থ নামেই। এই শহিদ তীর্থকে হেরিটেজ স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি তোলা হয় এলাকার বাসিন্দাদের তরফে। তারই সূত্র ধরে ২০২৩-এর ৪ জুন তাঁর 'নবজোয়ার' কর্মসূচিতে আসেন এই বেলবনিতেই। এখানে এসে এই শহিদ পরিবারদের সম্মান জ্ঞাপন করতে তিনি ৫০ হাজার টাকা নিজের সাংসদ তহবিল থেকে প্রদানের কথাও ঘোষণা করেন। এরপর এই ৫০ হাজার টাকা শহিদ পরিবারদের হাতে তুলে দেওয়ার সময়েই বাধে গণ্ডগোল। প্রয়াত ভীমচরণ দাস মহাপাত্রের নাতি উৎপলেন্দু দাস মহাপাত্র জানিয়েছেন, শহিদদের সম্মানস্বরূপ এই ৫০ হাজার টাকা যখন প্রদান করা হয়, তখন ভীমচরণ দাস মহাপাত্রর পরিবারের কোনও সদস্যের হাতে সে টাকা না তুলে দিয়ে, দেওয়া হয় এলাকার প্রভাবশালী নেতা শুভাশিস দাস মহাপাত্রর হাতে। সঙ্গে উৎপলেন্দুবাবু এও জানিয়েছেন, যে অনুষ্ঠানে এই অর্থ তুলে দেওয়া হয়েছিল এই শহিদ পরিবারের সদস্যদের হাতে সেদিন ভীমচন্দ্র দাস মহাপাত্রর পরিবারের তরফে অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছিল এই শুভাশিস দাস মহাপাত্রকেই। এরপর এই ঘটনা লিখিত ভাবে উৎপলেন্দুবাবু জানান বিডিওকে। শুধু তাই নয়, অভিযোগ জানানো হয় আইসি রামনগরকেও। তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এরপর বাধ্য হয়ে ডিএম-এর শরণাপন্নও হন উৎপলেন্দুবাবু।

এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে উৎপলেন্দু বাবু এও জানান, যে অর্থ শহিদ পরিবারকে সম্মানজ্ঞাপক হিসেবে রাজ্য সরকারের তরফে দেওয়া হয়েছে তার জন্য তিনি একেবারেই লালায়িত নন। আর এই প্রসঙ্গে তিনি এও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর পিতা অর্থাৎ শহিদ ভীমচরণ দাস মহাপাত্রর পুত্র কালীপদ দাস মহাপাত্রও একজন শহিদ। তাঁকে ভারত সরকারের তরফ থেকে তাম্রপত্র দিয়ে বিশেষ সম্মানও জানানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে এই ৫০ হাজার টাকা পাওয়া এই পরিবারের হকের মধ্যেই পড়ে। সেই কারণেই তিনি চাইছেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। এই ৫০ হাজার টাকা পেলে তিনি বা তাঁর পরিবার কোনও কাজে তা ব্যায় করতে পারেন। আর সেই কারণে শহিদ ভীমচরণ দাস মহাপাত্রর পরিবার থেকে যেন উঠছে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'-এর রব।

বুকে ব্যথা সুজয়কৃষ্ণর, এলেন না আদালতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতির একাধিক অভিযুক্তের মুখে শোনা গিয়েছে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের নাম। তারপরই তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তবে গ্রেপ্তার হওয়ার পর শারীরিক অসুস্থর কারণ দেখিয়ে দীর্ঘ সময় এসএসকেএম হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগেই কেটেছে তাঁর। পরবর্তীতে জেলে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। এবার তাঁকে হেফাজতে নিতে চায় সিবিআই। সেই কারণে মঙ্গলবার তাঁকে সশরীরে আদালতে হাজির করার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই ফের বুকে ব্যাথা শুরু হয়ে গিয়েছে সুজয়কৃষ্ণের।

আদালত সূত্রে খবর, প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজয়কৃষ্ণের প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট চেয়ে আবেদন করেছে সিবিআই। সেই আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। মঙ্গলবারই তাঁকে সশরীরে তোলার কথা ছিল আদালতে। কিন্তু এদিন ফের তাঁর বুকে ব্যাথা শুরু হয়েছে বলে জেলের তরফে জানানো হয়েছে। তাই এদিন আদালতে উপস্থিত হতে পারবেন না তিনি। যেহেতু প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট মঞ্জুর করেছে আদালত, তাই এদিন জরুরি ছিল তাঁর উপস্থিতি।

উল্লেখ্য, জেল হেফাজতে থাকাকালীন বারবার অসুস্থ হয়েছেন সুজয়কৃষ্ণ। এমনকী জেলে থাকাকালীন বাইপাস সার্জারিও করানো হয়েছে তাঁর। এবার সিবিআই হেফাজতে নিলে নতুন করে বিপাকে পড়তে পারেন তিনি। এদিকে এদিনই নিয়োগ মামলার আর এক অভিযুক্ত শান্তনুকে জামিন দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

শিয়ালদা-মেট্রো টানেল পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি, কেএমআরসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনুজ মিত্তল এবং কেএমআরসিএল-এর অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা শিয়ালদার মেট্রো রেলের টানেলের কাজ পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি মঙ্গলবার গ্রিন লাইনের এসপ্ল্যানেড সেকশনে বাউবাজারে পূর্বগামী এবং পশ্চিমগামী টানেলের ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের টানেল রিট্রোফিটিং কাজের অগ্রগতি, চলমান ট্র্যাক ওয়ার্ক ও অন্যান্য সিস্টেম কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। শিয়ালদা-এসপ্ল্যানেড সেকশনের ভারসাম্যমূলক কাজগুলি সময়মতো সমাপ্ত করায় বদ্ধপরিকর মেট্রো রেল দপ্তর বলে জানান মেট্রো রেল কর্তারা।

জামিনের আবেদনে হাইকোর্টের দ্বারস্থ টালা থানার প্রাক্তন ওসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার জামিনের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। আদালত সূত্রে খবর, বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়ের করেছেন তিনি। সঙ্গে এ খবরও মিলছে যে, চলতি সপ্তাহে টালা থানার প্রাক্তন ওসির জামিনের আবেদনের শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ৯ অগাস্ট আরজি করের সেমিনার হল থেকে এক জুনিয়র ডাক্তারের দেহ উদ্ধার হয়। 'অভয়া'-র নৃশংস পরিণতির প্রতিবাদে আন্দোলনে নামেন জুনিয়র ডাক্তাররা। সরব হন সাধারণ মানুষ। ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কিন্তু, পুলিশি তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠে। কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়। হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্তভার হাতে নেয় সিবিআই। একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদের পর গত ১৪ সেপ্টেম্বর অভয়াকাণ্ডে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। অভয়াকাণ্ডের সময় একজন আরজি করের অধ্যক্ষ ছিলেন। অন্যজন ছিলেন টালা থানার পুলিশ। সিবিআই জানায়, প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে ওই দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সেই গ্রেপ্তারির পর প্রায় আড়াই মাস অতিবাহিত। এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন টালা থানার প্রাক্তন ওসি। জামিনের আবেদন জানালেন। কলকাতা হাইকোর্ট তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে কি না, সেটাই দেখার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, টালা থানার প্রাক্তন ওসি জামিন পেলে চাপ বাড়বে সিবিআইয়ের উপর। কারণ, সিবিআইয়ের তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠেছে। সিবিআইয়ের চার্জশিট নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে জুনিয়র ডাক্তারদেরও।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন শান্তনুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন পেলেন অন্যতম অভিযুক্ত শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়। ইডি-র মামলায় জামিন পেলেন শান্তনু। মঙ্গলবার এই জামিন মঞ্জুর করেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। ১০ লক্ষ টাকার বন্ডে জামিন মঞ্জুর। তবে এখনই বাইরে যেতে পারবেন না। তাই পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে। এমনকি ইডি আদালতের এলাকায় থাকতে হবে তাকে। মঙ্গবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে নিয়ে আসা হয় শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়কে। জামিনের পর ফের প্রাথমিক মামলায় ট্যাগ

করা নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'এটাই এক্সপেক্টেড ছিল।'

এদিকে, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়কে মঙ্গলবার আদালতে তোলে সিবিআই। এস গাঙ্গুলি নামে একজনকে কোটি কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল কুন্তল ঘোষের নির্দেশে। এমনটাই অভিযোগ ছিল অয়ন শীলের।

সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই সিবিআই সোমবার গ্রেফতার করে সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়কে। প্রাথমিক শিক্ষক দুর্নীতির তদন্তে সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়কে নিজেদের হেফাজতে চায় সিবিআই।

পথদুর্ঘটনায় মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরে ফের বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু। আলিপুর চিড়িয়াখানার কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে সোমবার গভীর রাতে। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন গভীর রাতে কোঠারি হাসপাতালের দিক থেকে ধর্মতলায় দিকে যাচ্ছিল বাইকটি। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘটে যায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইক আরোহীর। পুলিশ সূত্রের খবর, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় রবি সাহা নামে ১৯ বছর বয়সি ওই যুবকের। জানা গিয়েছে, বাইক আরোহীর সঙ্গে একজন ছিলেন বাইকটিতে। তিনিও আহত হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আলিপুর থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত, সোমবার সকালে রুবির মোড়ের কাছে ঘটে যায় আরও একটি দুর্ঘটনা। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় এক ব্যক্তিকে। পরে পুলিশ জানায় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অতনু বন্দ্যোপাধ্যায় নামে বছর ৩৯-র যুবকের।

প্রিয়াঙ্গু পান্ডের ওপর হামলার চার্জশিট পেশ এনআইএ'র

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডের ওপর হামলার ঘটনায় মঙ্গলবার ১২ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট জমা দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। উক্ত চার্জশিটে উল্লেখ, গত ২৮ অগস্ট সকালে ভাটপাড়ার অ্যাঙলো ইন্ডিয়া জুটমিলের তিন নম্বর স্টাফ গেটের কাছে ঘোষপাড়া রোডের ওপর প্রিয়াঙ্গু পান্ডের ওপর হামলা চালানো হয়েছিল। তাঁর গাড়ির চালক রবি বর্মা এবং সহযোগী রবি সিং গুলিতে আহত হয়েছিলেন। সেই ঘটনায় মহম্মদ আবেদ খান ওরফে বান্টি, মহম্মদ আরিফ, ওয়াসিমউদ্দিন আনসারি ওরফে ভুমা, মহম্মদ নাসিম, ফিরদৌস ইকবাল, মহম্মদ তানভীর, সঞ্জয় সাউ, মহম্মদ চাঁদ,

আকাশ সিং, মহম্মদ শোয়েব আকতার, মহম্মদ আকবর ও সাগর সিংয়ের বিরুদ্ধে এদিন চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে। এই চার্জশিট নিয়ে ভাটপাড়ার বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডের প্রতিক্রিয়া, তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ ১২ জনের নাম বিরুদ্ধে প্রথম চার্জশিট আদালতে দাখিল করেছে। তাঁর দাবি, যারা তাকে খুনের চক্রান্ত করেছিল। তারা কেউ রেহাই পাবে না। প্রিয়াঙ্গুর অভিযোগ, যেদিন আদালতে চার্জশিট জমা পড়ল, সেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনার মূল ষড়যন্ত্রকারীকে পাশে নিয়ে বড়মার কাছে পুজো দিলেন। প্রিয়াঙ্গুর দাবি, বড়মা অসুর নিধন করবেন। এমনকি তাঁর ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত মূল চক্রীকেও বড়মা নিশ্চয়ই শাস্তি দেবেন। মুখ্যমন্ত্রীও তাঁকে বাঁচাতে পারবেন না। তাঁর কথায়, কে, কেন তাঁকে খুনের চক্রান্ত করেছিল, তা এনআইএ নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখবে।

প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছতে বদ্ধপরিকর রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৫ সালের এপ্রিলের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছতে দিতে হবে। শুধু পাইপলাইন পৌঁছলেই হবে না। ওই সময়ের মধ্যে যাতে প্রতিটি পরিবার পরিশুদ্ধ পানীয় জল পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। মঙ্গলবার রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে এবিষয়ে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশাসনিক সূত্রের খবর বৈঠকে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া প্রশাসনের দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়ে। সেখানে কোনওরকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না।

এদিনের বৈঠকে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে রাজ্যে জল জীবন মিশন প্রকল্পের অগ্রগতি বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর প্রকল্পের কাজে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি। বৈঠকে পিএইচই-র কর্তাদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছতে প্রশাসন দায়বদ্ধ।

পাইপ যাওয়া মানেই জল সরবরাহ নয়। যে সব বাড়িতে জলের পাইপ লাইন গিয়েছে সেখানে সত্যি জল পড়ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে।' এজন্য সংশ্লিষ্ট কানেকশনগুলি রি-চেক করারও নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্য সচিব কেন নিয়মিত কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে বলেন। ২০২৫ সালের এপ্রিলের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে ১ কোটি ৭৭ লক্ষ বাড়িতে জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার কথা। ইতিমধ্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাজ্যজুড়ে সেই কাজও চলছে। পিএইচই-র দাবি ইতিমধ্যে ৯০ শতাংশ বাড়িতে সংযোগ পৌঁছে গেছে। যদিও তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

সচিব স্তরে রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: সচিব স্তরে বেশ কিছু রদবদল করল রাজ্য সরকার। প্রশাসনিক সূত্রের খবর রাজ্যের একজন সিনিয়র সচিব কেন্দ্রীয় সরকারের কাজে যোগ দেওয়ার ফলে এই রদবদল অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।

জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রকের সচিব হয়ে দিল্লি চলে যাচ্ছেন সিনিয়ার আইএএস আধিকারিক সুব্রত গুপ্ত। তিনি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও জৈব প্রযুক্তি দপ্তর এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব ছিলেন। তাঁর জায়গায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিবের দায়িত্বে এলেন খলিল আহমেদ।

এরসঙ্গে জিটিএ প্রধানসচিবের অতিরিক্ত দায়িত্বও তিনি পালন করবেন। জিটিএ,এর প্রধান সচিব ছিলেন বিজয় ভারতী। তিনি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও জৈব প্রযুক্তি দফতরের সচিব হলেন। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও জৈব প্রযুক্তি দফতরের বিভাগীয় সচিব ছিলেন স্মারকি মহাপাত্র। তিনি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দপ্তরের সচিব হলেন।

আর্থিক দুর্নীতিকাণ্ডে ফের সক্রিয় ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর্থিক দুর্নীতিকাণ্ডে ফের সক্রিয় ইডি। প্রতারণার অভিযোগে বারবার শিরোনামে আসা প্রয়াগ চিটফান্ড কেলেঙ্কারি নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে। এই চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে কয়েকশো কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট কলকাতা এবং আশেপাশে বেশ কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালায়।

ইডি আধিকারিকরা মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ কলকাতার নিউ আলিপুর এলাকার সাহাপুর কলোনিতে অভিযান চালান। এখানে প্রয়াগ চিটফান্ড গোষ্ঠীর অন্যতম দুই ডিরেক্টর, বাসুদেব বাগচি এবং তাঁর ছেলে অভীক বাগচির ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালানো হয়। এই ফ্ল্যাট থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি এবং তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। ফ্ল্যাটে তল্লাশির পাশাপাশি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জোকা এলাকায় ডায়মন্ড হারবার রোডের পাশে একটি রিসর্টে অভিযান চালানো হয়। এটি ছাড়াও বেহালা ও আরও দু'টি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়।

প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের মার্চ মাসে প্রয়াগ গোষ্ঠীর কর্ণধার বাসুদেব বাগচি এবং তাঁর ছেলে অভীক বাগচিকে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন গ্রেপ্তার করে। চিটফান্ড ব্যবসার নামে বিপুল পরিমাণ টাকা প্রতারণার অভিযোগে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযোগ, হাজার হাজার সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছিল। চিটফান্ড কেলেঙ্কারি মূলত নির্দিষ্ট কিছু সংস্থার মাধ্যমে ঘটে, যারা মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে সেই অর্থ লগ্নি করার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়। প্রয়াগ গোষ্ঠীও এই কৌশলে প্রতারণা চালায়। সংস্থাটি উচ্চ মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলেছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা যায়, লগ্নিকারীদের টাকার কোনো সঠিক হদিস নেই। ২০১৭ সালে সিবিআই তদন্তের পাশাপাশি, ইডি এই চিটফান্ড কেলেঙ্কারির আর্থিক দিকটি তদন্ত করার দায়িত্ব পায়। তদন্তে জানা যায়, প্রয়াগ গোষ্ঠী সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সংগৃহীত বিপুল পরিমাণ টাকা সঠিকভাবে বিনিয়োগ না করে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। ইডি-র সাম্প্রতিক তল্লাশি মূলত এই টাকার উৎস এবং কোথায় কোথায় তা ব্যয়িত হয়েছে, সেই তথ্য বের করতেই পরিচালিত হচ্ছে। ইডি-র সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবারের তল্লাশি অভিযান থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার হয়েছে। এই নথি থেকে অর্থ লেনদেনের বিভিন্ন তথ্য, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং সংস্থার অন্যান্য লেনদেনের খতিয়ান পাওয়া যেতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। তদন্তকারীরা প্রয়াগ গোষ্ঠীর সম্পদ এবং অর্থের উৎস চিহ্নিত করার চেষ্টা করছেন। এ ছাড়াও, এই চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে আর কারা জড়িত, তাদেরও চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। বাসুদেব বাগচি এবং অভীক বাগচির বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণা এবং বেআইনি অর্থ সংগ্রহের গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা বিপুল পরিমাণ টাকা বেআইনিভাবে আত্মসাৎ করেছেন। তাঁরা উচ্চ মুনাফার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলে সেই অর্থ নিজেদের বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য ব্যয় করেছেন।

সব থানাকে রাফ-রেজিস্টার আপডেটের নির্দেশ লালবাজারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবাকাণ্ডের পর জোড়াবাগানে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার পর নড়েচড়ে বসল লালবাজার। এবার কলকাতার প্রত্যেকটি থানার 'রাফ রেজিস্টার' আপডেট করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে লালবাজারের তরফ থেকে। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, কোন কোন এলাকায় কতজন দাগি গুণ্ডা বা দুষ্কৃতী রয়েছে, তাদের সবার নাম যাতে 'রাফ রেজিস্টার'-এ নথিভুক্ত করা থাকে, সেরকমই নির্দেশ দিয়েছেন লালবাজারের পুলিশকর্তারা। একইসঙ্গে লালবাজারের তরফে স্পষ্ট নির্দেশ, কসবায় কাউন্সিলরের উপর হামলার ঘটনার পর থেকে প্রত্যেক থানাকে আরও সতর্ক হতে বলা হয়েছে। তল্লাশি চালিয়ে অস্ত্র উদ্ধারের ব্যাপারে আরও গুরুত্ব দিচ্ছে লালবাজার। এর মধ্যেই রবিবার উত্তর কলকাতার

জোড়াবাগানে এক যুবককে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা হয়। এই ঘটনায় গ্রেপ্তারও হয় তিনজন। কলকাতার প্রত্যেক থানায় থাকে 'রাফ রেজিস্টার'। এই খাতায় নথিভুক্ত করা থাকে সংশ্লিষ্ট এলাকার দুষ্কৃতীদের নাম ও অন্যান্য বিবরণ। কী মামলায়, কবে সে গ্রেপ্তার হয়েছিল, তা-ও নথিভুক্ত করা থাকে।

সম্প্রতি লালবাজারের গোয়েন্দারা জানতে পারেন, ওই 'রাফ রেজিস্টার' আপডেট করেনি বহু থানা। এর মধ্যে বহু এলাকায় নতুন দুষ্কৃতীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাদের নাম নেই ওই তালিকায়। সেই কারণে প্রত্যেকটি থানাকে এবার লালবাজারের নির্দেশ, চলতি মাসেই 'রাফ রেজিস্টার' আপডেট করতে হবে। কোন থানা এলাকায় কতজন দাগী দুষ্কৃতী রয়েছে, তাদের নামের তালিকা নতুন করে তৈরি করতে হবে। ওই তালিকা অনুযায়ী দুষ্কৃতীদের কার্যকলাপের উপর নজরদারি করতে হবে। প্রয়োজনে তল্লাশি চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তারও করতে হতে পারে বলেও জানানো হয়েছে লালবাজারের তরফ থেকে।

সম্পাদকীয়

এরাজ্যে কেন্দ্রীয় কর ও মাশুল সমীকরণের সংস্কার অতি অবশ্যই জরুরি হয়ে পড়েছে

কেন্দ্রীয় করের পুনর্বণ্টনের ক্ষেত্রে আমূল সংস্কারের প্রয়োজন। করের অনুভূমিক হস্তান্তরের সংস্কারের একটা উপায় বণ্টনের অনুপাত নির্ণয়ে জনসংখ্যার গুরুত্ব একটু কমিয়ে, জনসংখ্যা কমানোর কৃতিত্ব এবং তার সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক সূচকের গুরুত্ববৃদ্ধি। অথচ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিম্নগতি নিয়ে উদ্বেগ বিশেষত এই রাজ্যে। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় করের পুনর্বণ্টনের সংস্কার নয়, মাসুল সমীকরণে সংস্কার খুব জরুরি এই রাজ্যের পক্ষে। অন্যান্য রাজ্যের পণ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যে লোহা, কয়লায় মাসুল সমীকরণে বৈষম্য এনেই ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বহু দিন ধরে পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি এই নিয়ে সরব হলেও কেন্দ্রে বন্ধু বা বিরোধী কোনও সরকারই কর্ণপাত করেনি। তথ্য অনুযায়ী, ২০৩৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে অর্ধেকের বেশি জনসংখ্যা কর্মক্ষম বয়সের মানুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। ফলে কর্মক্ষম মানুষের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো প্রয়োজন। তার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কাজের বাজার-সহ অন্যান্য আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো বাড়ানো প্রয়োজন। আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে যদি জোর দেওয়া হয়, তবে হয়তো কর্মক্ষম মানুষের উপর চাপ কমবে, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটাতে হবে। সে ক্ষেত্রে পরিবেশের উপর পূর্বের চেয়েও বেশি চাপ পড়বে। তাতেও বিপদ কম নয়। এক সময়ে গ্রামাঞ্চলে দরিদ্রদের জন্মহার বেশি ছিল। সেটা শুধুমাত্র তাঁদের অশিক্ষার জন্য নয়। একান্নবর্তী পরিবারে উপার্জনক্ষমের সংখ্যা বাড়লে রোজগার বাড়ে এবং নির্ভরশীলদের অনুপাত কমে আপাতভাবে দারিদ্রের কিছুটা সুরাহা হয়। দরিদ্র মানুষের কাছে সেটা একটা বড় কথা। তখন অবশ্য পরিবেশ সঙ্কট আজকের মতো প্রকট ছিল না। সুতরাং, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভাবনায় সাবধানি হতে হবে। সব রাজ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার সমান না হওয়ায় এত বছরে প্রতি রাজ্যের আসনপিছু ভোটার ব্যবধান যথেষ্ট হওয়ার কথা। সে ক্ষেত্রে রাজ্যপিছু আসন-সংখ্যা সমান হারে বাড়ালে ব্যবধান হয়তো ঘুচবে না, কিন্তু অনেকটাই কমবে। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে আসনপিছু ভোটার সংখ্যা সর্বত্র সমান নয়। তা ছাড়া ভোটের সংখ্যার নিরিখে সাংসদের ওজন নেওয়া নেহাতই সংখ্যার প্রতি অতিদুর্বলতা। তার জন্যে গণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে দেওয়া যায় না।

শব্দবাণ-১১৪

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. জলের তোড় বা স্রোত ৪. পৃথিবী ৫. আভরণ, অলংকার ৭. পত্নী ৯. পুকুর ১১. সৌভাগ্যের উদয়।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.সুদখোর, কুসীদজীবী ২. স্বামী ৩. ব্যাপকভাবে দোকানপাট বন্ধ করা, ধর্মঘট ৬. ফেরার ৮. বিখ্যাত, মশহুর ১০. কপাল, ললাট।

সমাধান: শব্দবাণ-১১৩

পাশাপাশি: ১. নৌকাবিহার ৩. গহন ৫. বাসন ৭. বরশা ৮. রকম ১০. গড়পড়তা।

উপর-নীচ: ১. নৌবাহ ২. হাটবাজার ৩. গরিব ৪. নকশাপাড় ৬. নরম ৯. কড়তা।

জন্মদিন

আজকের দিন

বাপ্পি লাহিড়ী

১৮৭৮. *বিশিষ্ট কবি ও লেখক যতীন্দ্রমোহন বাগচির জন্মদিন।*
১৯৩৩ *বিশিষ্ট কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৫২ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ও সুরকার বাপ্পি লাহিড়ীর জন্মদিন।*

কেন ‘ওয়াকফ আইন,১৯৯৫’ সংশোধন করা ভীষণ জরুরী

বিনয়ভূষণ দাশ

অতি সম্প্রতি কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকারের ওয়াকফ ও পর্যটন দফতরের মন্ত্রী জামির আহমদ খাঁ এক ভিডিও বার্তায় তাঁর দফতরের সমস্ত আধিকারিক, ভূমি রাজস্ব দফতর, সংখ্যালঘু কল্যাণ দফতর ও ওয়াকফ বোর্ডকে নির্দেশ দেন রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তি উদ্ধার করার বিজ্ঞপ্তি জারী করে কৃষকদের ওই জমি ছেড়ে দেবার (উদ্ধার করার নামে) নোটিস জারী করেন। উক্ত ভিডিওতে জামির উল্লেখ করেন যে, তিনি মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়ার নির্দেশেই এই নোটিস জারী করেছেন। এই বিষয়টি সংবাদে প্রকাশ হতেই রাজ্যের বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী এম পি রেনুকাচার্য এই নির্দেশের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে নির্দেশটি প্রত্যাহার করার অনুরোধ করেন। তিনি আরও দাবী করেন, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়ার সমর্থনেই জামির কৃষক ও বিভিন্ন মন্দিরের জমি ওয়াকফের নামে দখলের চক্রান্ত করেন। কিন্তু এই দখলদারী নোটিশের বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় জনমনে। রাজ্যব্যাপী এই বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ায় এবং রাজ্যে ১৩ তারিখ অনুষ্ঠেয় উপ- নির্বাচনে সম্ভাব্য ফলাফলের কথা ভেবে শনিবার ২ নভেম্বর কৃষকদের কাছে পাঠানো সমস্ত নোটিস প্রত্যাহার করার নির্দেশ জারী করতে বাধ্য হন। উপনির্বাচনের মুখে রাজ্যের কংগ্রেস সরকারের এই পিছিয়ে যাওয়া নিঃসন্দেহে এক অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলেছে সিদ্ধারামাইয়া তথা কংগ্রেস সরকারকে। আসলে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস এবং ইন্ডি-জোট কর্ণাটক এবং কেরালা রাজ্যকে তাঁদের যাবতীয় দেশ বিরোধী কার্যকলাপের পরীক্ষা-নিরীক্ষার গবেষণাগারে পরিণত করেছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত ‘ওয়াকফ আইন’ সংশোধনেই, ২০২৪ এর প্রবল বিরোধী এই কংগ্রেস এবং ইন্ডি-জোট। তাঁরা এই কার্যকলাপের মাধ্যমে মুসলিম মানসিকতার ধাঁচটা বুঝে নিতে চাইছে। তাই কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়ার ইশারাতেই তাঁর মন্ত্রী জামির আহমদ খাঁ এমন নির্দেশিকা জারী করতে সাহস পান। রাজ্যের সাধারণ মানুষ এবং কৃষকেরা অবশ্য মুখের মত জবাব দিয়েছে সিদ্ধারামাইয়াকে। কেরালার পিনারাই বিজয়নের সিপিএম সরকারও একই ধরণের ওয়াকফ কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছে। রাজ্যের মুনাম্বম ওয়াকফ জমি বিতর্ক এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সম্প্রতি কেরালার উপকূলবর্তী এর্ণাকুলাম জেলার ৬১০ টি পরিবারের জমি তাঁদের বলে দাবী করে ওয়াকফ বোর্ড বিজ্ঞপ্তি জারী করেছে। এমনকি ক্যাথলিক খ্রিস্টান সম্প্রদায়ও প্রকাশ্যে ওয়াকফ বোর্ডের এই দখলদারীর বিরোধিতা করেছে। এখানে এটাও উল্লেখ্য যে, কেরালার ক্যাথলিক চার্চ গোষ্ঠী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত ওয়াকফ সংশোধন বিলকে সমর্থন করেছে। ৬১০টি পরিবারের বিষয়টি বর্তমানে কেরালা উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিচারাধীন। আবার জেপিসিতে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতলামি করে কাঁচের গ্লাস ভাঙ্গাও সেই ওয়াকফ আইনকে কেন্দ্র করেই। যাইহোক, এখানে বিশেষভাবে বলার কথা হল, ওয়াকফ আইনের মাধ্যমে হিন্দু, খ্রিস্টান নির্বিশেষে সমস্ত অমুসলিম সম্প্রদায়ের জমি, সম্পত্তি অবৈধভাবে কুক্ষিগত করার হাতিয়ার হল এই ওয়াকফ আইন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, ওয়াকফ আইনটি কি এবং আইনটি সংবিধান বহির্ভূত এত ক্ষমতাই বা পেল কিভাবে। ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫ একটি প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠার দলিল। ফলে এই প্রবন্ধের মাধ্যমে আমি আইনটির বিশেষ দিকগুলি, যেগুলি দেশের বেশিরভাগ নাগরিকদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে সেগুলিই আলোচনা করব। আইনটি প্রথমে ভারতবর্ষে চালু করেন তথাকথিত প্রগতিশীলতার নামাবলী গায়ে চড়ানো কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। আইনটি চালু করা হয় মুসলিমদের মসজিদ, কবরখানা, দরগা ইত্যাদি যথাযথ পরিচালনার ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে। এই আইনটির স্থানে পরবর্তীকালে ‘ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫, চালু করা হয় কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিংহ রাওয়ের আমলে। ওয়াকফ আইনের এই সংশোধনের মাধ্যমে ওয়াকফ বোর্ডকে সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী করে দেওয়া হয়। ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫ এর ঘোষিত উদ্দেশ্য হল, ওয়াকফ সম্পত্তির যথাযথ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করা। এই আইন বলে একটি কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিল, রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডসমূহ, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ও ওয়াকফ বোর্ডসমূহের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়। উল্লেখ্য যে, ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান সহ সদস্যই কেবলমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের হয়। আবার ২০১৩ সালে এই আইনটি সংশোধন করে ওয়াকফ বোর্ডগুলিকে যে কারও সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়ার সীমাহীন অধিকার দেওয়া হয়। আর ওয়াকফ বোর্ডের এই দখলদারিত্ব দেশের কোন বিচারালয়ে ‘চ্যালেঞ্জ’ করাও যাবে না। এমনকি এই আইনের বলে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার দিল্লীর ১২৩ টি মহার্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তি দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডকে ‘ভেট’ দেয়। আর এই কালো আইনের সাহায্যে হিন্দুদের মালিকানাধীন হাজার হাজার একর জমি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এমনকি, সম্প্রতি তামিলনাড়ু ওয়াকফ বোর্ড ওই রাজ্যের ৬ টি গ্রামসহ একটি ১৫০০ বছরের পুরাতন হিন্দু মন্দিরকে ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করেছে। এমনকি, আমাদের এই রাজ্যের মুর্শিদাবাদসহ কয়েকটি জেলার হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে বেশ কিছু সরকারী সম্পত্তিকে ভূমি রাজস্ব দফতরের রেকর্ডে কোন অদৃশ্য হাতের অঙ্গুলিহেলনে ওয়াকফ এবং মসজিদের জমি হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে।

আসলে এসব সঠিকভাবে জানতে হলে আমাদের ইতিহাস ঘাঁটা ছাড়া উপায় নেই। কিভাবে ওয়াকফ বোর্ড এই সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী হল ? আসলে, যে সমস্ত হিন্দুরা দেশভাগের পরে পাকিস্তান থেকে বিভক্ত দেশের এই অবশিষ্ট অংশে এল তাঁদের উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত সমস্ত ফেলে, সেই সমস্ত সম্পত্তি পাকিস্তান তথা অধুনা বাংলাদেশের সরকার ও মুসলমানেরা দখল করে নেয়; অনেকটা গণিমতের মালের মত। কিন্তু আমাদের দেশের মহান ধর্মনিরপেক্ষ, মহানুভবতার ভেকধারী জওহরলাল নেহরুর কংগ্রেস সরকার ভারতে পরিত্যক্ত মুসলিম সম্পত্তি ওয়াকফ বোর্ডকে সমর্পণ করে। আগেই উল্লেখ করেছি, ওয়াকফ বোর্ড আইন, ১৯৯৫ এর মাধ্যমে ওয়াকফ বোর্ডকে যে কারও সম্পত্তি কেবলমাত্র মৌখিক ঘোষণার দ্বারাই ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে ঘোষনার সীমাহীন অধিকার দেওয়া হয়। এর ফলে ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তিও অনেক বেড়ে যায়। Management System of India র প্রদত্ত এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, বর্তমানে ভারতে ওয়াকফ বোর্ডের মোট সম্পত্তি ৮৫৪৫০৯টি। আর এই সম্পত্তিগুলি মোট আট লাখেরও বেশী একর জমির উপর ছড়িয়ে আছে। আর অবাক করার বিষয় হল, এই পরিমাণ জমি দেশে সৈন্য বিভাগ ও রেল বিভাগের পরেই। আরও স্তম্ভিত হওয়ার বিষয় হল, বর্তমান পাকিস্তানের মোট জমির আয়তনের থেকেও অনেক বেশী জমি ভারতে ওয়াকফ বোর্ডের এক্তিয়ারে আছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, ভারতের মধ্যেই পাকিস্তানের চেয়েও একটি বড় পাকিস্তান অবস্থান করছে। ২০০৯ সালের একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ওয়াকফ সম্পত্তি চার লাখ একরেরও বেশী জমির উপর ছড়িয়ে আছে। আর সেই জমির পরিমাণ এরই মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। অথচ, দেশের মোট জমির পরিমাণ একই আছে। তাহলে কোথা থেকে ওয়াকফ বোর্ডের অধীন জমির পরিমাণ দ্বিগুণ হল? আসলে, ওয়াকফ বোর্ড যে কোন সম্পত্তি, তা সে সরকারের হোক, অথবা কোন হিন্দু বা খ্রিস্টানের হোক, মৌখিক ঘোষণার মাধ্যমে তা ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে তা ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে অধিকার করে নিচ্ছে। কখনও ওয়াকফ বোর্ড কবরখানার সংলগ্ন সরকারী বা হিন্দুদের জমি ঘিরে নিয়ে তাকে ওয়াকফ হিসেবে দেখাচ্ছে; আবার কখনও ভগ্ন দেবালয় বা মসজিদ মৌখিক ঘোষণার মাধ্যমে ওয়াকফ হিসেবে চিহ্নিত করে নিচ্ছে। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর সংলগ্ন অঞ্চলেও এই ধরণের ঘটনা ঘটছে। সাধারণ মানুষ এটাকে জবরদখল বললেও ওয়াকফ বোর্ডের কিন্তু অধিকার রয়েছে এই অবৈধ দখলদারিত্বে।

ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫ এর সেকশন ৩ এ বলা হয়েছে, যদি ওয়াকফ বোর্ড ভাবে যে, কোন জমি কোন মুসলমানের, তাহলে সেই জমি স্বাভাবিকভাবেই ওয়াকফ সম্পত্তি। আর এ ক্ষেত্রে ওয়াকফ বোর্ডএর ভাবাটাই যথেষ্ট, কোন প্রমাণের দরকার নেই। যদি ওয়াকফ বোর্ড ভাবে যে, আপনার সম্পত্তি আপনার নয়, ওয়াকফের; তাহলে সেটি ওয়াকফের বলেই গন্য হবে, আপনি এমনকি কোন আদালতেও যেতে পারবেন না; আপনাকে যেতে হবে সেই ওয়াকফ বোর্ডের কাছেই, যারা আপনার জমি বা সম্পত্তি ‘ অবৈধভাবে ওয়াকফ’ হিসেবে ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ, তাঁদেরই দয়ার উপর আপনাকে নির্ভর করতে হবে।

আবার ওয়াকফ আইনের ৮৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, যদি আপনি ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালে প্রমাণ করতে না পারেন যে জমিটি আপনার তাহলে আপনাকে জমিটি খালি করে দিতে হুকুম দেবে ওয়াকফ বোর্ড। আর এক্ষেত্রে ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। কোন বিচারালয়, এমনকি সুপ্রিম কোর্টও ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের ওই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারবে না। অর্থাৎ, ওয়াকফ বোর্ড যদি কোন জমি তাঁদের বলে ঘোষণা করে, তাহলে ওয়াকফ বোর্ডই সেই জমির মালিক বনে যাবে।

এখানে ভাববার বিষয় হল, ভারতের মত একটি কথিত ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ওয়াকফ আইনের মত একটি Draconian law বা কালা কানুন প্রযুক্ত হতে পারে? আর প্রশ্ন হল, এই দেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, বা খ্রিস্টানদের জন্য কেন এই ধরণের আইন নেই? শুধু মুসলিমদের জন্যই বা কেন? আর মজার ব্যাপার হল, এই আইন ভারতেও থাকলেও বিভিন্ন মুসলিম দেশ যেমন তুরস্ক, লিবিয়া, মিশর, সুদান, লেবানন, সিরিয়া, জর্ডন বা ইরাকের মত দেশে কিন্তু কোন ওয়াকফ বোর্ড বা ওয়াকফ আইন নেই। একজন বিশ্লেষক তো বলেই দিয়েছেন, ওয়াকফ বোর্ডের কাজই হল, ইসলামিক সাম্রাজ্যবাদকে সম্প্রসারণ করা। আর উক্ত কারণ সমূহের জন্যই দেশের বর্তমান বিজেপি সরকার ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫ সংশোধন করতে চেয়ে প্রস্তাবিত ওয়াকফ (সংশোধন) বিল, ২০২৪ সংসদে পেশ করেছে। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আফতাব আলম এক প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন, ওয়াকফ বোর্ডে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে না, ওয়াকফ বোর্ডের প্রশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থা অত্যন্ত বেহাল এবং তা দ্রুত সংশোধন করা প্রয়োজন। তিনি এটাও স্বীকার করেছেন, ওয়াকফ বোর্ড দেশের তৃতীয় বৃহত্তম জমি মালিক। প্রস্তাবিত আইনে ৪৪ টি সংশোধনী আনা হয়েছে। সরকারী তরফে বলা হয়েছে, প্রস্তাবিত আইনটির উদ্দেশ্য হল ওয়াকফ বোর্ডের ৮.৭ লক্ষের বেশী ওয়াকফ সম্পত্তির কাজে স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতা আনা। এ ছাড়া ওয়াকফ বোর্ডকে দুর্নীতিমুক্ত করা। বিলটিতে অমুসলিমকেও ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে। কোন সম্পত্তিকে ‘ওয়াকফ’ ঘোষণা করা হবে সেই ব্যাপারে ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের জায়গায় জেলা কালেক্টরকে প্রভুত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কোন সরকারী সম্পত্তি ওয়াকফ হিসেবে ঘোষিত হয়ে থাকলে সেটা প্রস্তাবিত আইনে আর ওয়াকফ সম্পত্তি থাকবে না। প্রস্তাবিত আইনে ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫ এর ৪০ নং অনুচ্ছেদটি যাতে ওয়াকফ বোর্ডকে যে কোন সম্পত্তি ওয়াকফ হিসেবে ঘোষণা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তাও রদ করার কথা বলা হয়েছে। এই আইনটির মাধ্যমে প্রায় ৭৩,১৯৬টি বিবাদাস্পদ সম্পত্তি ওয়াকফ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। মৌখিক ঘোষণার মাধ্যমে ওয়াকফ ঘোষণার অনুচ্ছেদটিও বাতিল করা হবে। তাছাড়া এক বিশাল পরিমাণ ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে যার কোন বৈধ দলিলপত্তর নেই, যেগুলি বিভিন্ন সময়ে জোর করে ওয়াকফ বলে দখল করা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনে বৈধ ওয়াকফনামা না থাকলে তাকে (সেই সম্পত্তিকে) বিবাদিত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হবে এবং এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা জেলা কালেক্টরকে দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনে আরও নানা সংস্থান রাখা হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই রে রে করে উঠেছে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড, জামায়েত-উলেমা- ই-হিন্দসহ আরও কিছু উগ্রপন্থী মুসলিম সংগঠন। তাঁরা এই বিলটি প্রত্যাহার করার দাবি করেছে। তাছাড়া ভারতে মুসলিম স্বার্থের তল্পিবাহক কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম সহ সমস্ত রাজনৈতিক দল প্রস্তাবিত এই আইনের বিরোধিতায় যুথবদ্ধ হল্লাবুলায় নেমেছে। যাইহোক, প্রস্তাবিত আইনের খসড়া বিলটি এখন জেপিসির স্ক্রুটিনিতে আছে। জেপিসির চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পাল বলেছেন, বিলটির স্ক্রুটিনি সম্পন্ন হয়েছে এবং তা সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের মধ্যেই স্পিকারের কাছে জমা দিয়ে দেওয়া হবে। এই আবহের মধ্যেই অতি সম্প্রতি এন ডি এ মহারাষ্ট্রে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ক্ষমতায় ফিরে আসছে। সুতরাং আশা করা যায়, বিলটি সংসদের শীতকালীন অধিবেশনেই পেশ করা হবে এবং প্রস্তাবিত বিলটি সংসদে অধিক সংখ্যক সদস্যের সমর্থনে পাশ হয়ে আইনে পরিণত হবে।

> আইনটি প্রথমে ভারতবর্ষে চালু করেন তথাকথিত প্রগতিশীলতার নামাবলী গায়ে চড়ানো কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। আইনটি চালু করা হয় মুসলিমদের মসজিদ, কবরখানা, দরগা ইত্যাদি যথাযথ পরিচালনার ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে। এই আইনটির স্থানে পরবর্তীকালে ‘ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫, চালু করা হয় কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিংহ রাওয়ের আমলে। ওয়াকফ আইনের এই সংশোধনের মাধ্যমে ওয়াকফ বোর্ডকে সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী করে দেওয়া হয়। ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫ এর ঘোষিত উদ্দেশ্য হল, ওয়াকফ সম্পত্তির যথাযথ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করা। এই আইন বলে একটি কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিল, রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডসমূহ, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ও ওয়াকফ বোর্ডসমূহের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়। উল্লেখ্য যে, ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান সহ সদস্যই কেবলমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের হয়। আবার ২০১৩ সালে এই আইনটি সংশোধন করে ওয়াকফ বোর্ডগুলিকে যে কারও সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়ার সীমাহীন অধিকার দেওয়া হয়। আর ওয়াকফ বোর্ডের এই দখলদারিত্ব দেশের কোন বিচারালয়ে ‘চ্যালেঞ্জ’ করাও যাবে না। এমনকি এই আইনের বলে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার দিল্লীর ১২৩ টি মহার্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তি দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডকে ‘ভেট’ দেয়। আর এই কালো আইনের সাহায্যে হিন্দুদের মালিকানাধীন হাজার হাজার একর জমি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

আনন্দকথা

“লোকশিক্ষা দেওয়া কঠিন। — ভগবানকে দর্শনের পর যদি কেউ তাঁর আদেশ পায়, তাহলে লোকশিক্ষা দিতে পারে।”

(অবিদ্যা স্ত্রী — আন্তরিক ভক্তি হলে সকলে বশে আসে)

কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর উত্তরের বারান্দায় পশ্চিমাংশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মণি কাছে দাঁড়াইয়া। ঠাকুর বারবার বলিতেছেন, “বিবেক-বৈরাগ্য না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।” মণি বিবাহ করিয়াছেন, তাই ব্যাকুল হইয়া ভাবিতেছেন, কি হইবে! বয়স ২৮, কলেজে পড়িয়া ইংরেজী লেখাপড়া কিছু শিখিয়াছেন। ভাবিতেছেন, বিবেক-বৈরাগ্য মানে কি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ?

মণি (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — স্ত্রী যদি বলে, আমায় দেখছ না, আমি আত্মহত্যা করব, তাহলে কি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (গম্ভীরস্বরে) — অমন স্ত্রী ত্যাগ করবে, যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন করে। আত্মহত্যাই করুক, আর যাই করুক।

“যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন দেয়, সে অবিদ্যা স্ত্রী।”

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল, নং ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১
শাখা : হাইড রোড ১০৪/৪ সত্যেন রায় রোড বেহালা, কলকাতা - ৭০০০৩৪

পরিশিষ্ট ৪ (রুল ৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ০৫.০৯.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতা : শ্রী শম্ভু ভট্টাচার্য, ঠিকানা ২/৪৩, আদর্শ পল্লী ৩য় তল ফ্ল্যাট (রোডের ধারে উত্তর পূর্ব দিকে) বসবাসের শাখা (এ/সি নং - ৭০৯১২৭৭৬৪৬) নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৯,২৪,৭৮৮.০০ টাকা (উনিশ লাখ চব্বিশ হাজার সাতশ অষ্টআশি টাকা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ফেরত দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা ঐ পরিমাণ আদায়করণে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিবরিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল নিয়েছেন **২১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে সাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা যেন কোনওভাবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওপ্রকার লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট **১৯,২৪,৭৮৮.০০ টাকা (উনিশ লাখ চব্বিশ হাজার সাতশ অষ্টআশি টাকা)** ২১.১১.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য চার্জ সহ ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী আদায়যোগ্য সাপেক্ষে।
এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়করণ সাপেক্ষে জামিনদার সম্পদ পুনঃ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির বিস্তারিত	সীমানা
বন্ধকদত্ত সম্পদ : সারসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০৫৯৫২৮২৭১, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৫৯০৯১৬৬৪। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট তিনতলায় (উত্তর পূর্ব কোণে রাস্তার দিকে), ২/৪৩, আদর্শপল্লী, কলকাতা : ৭০০০৯২, পরিমাণ ৭৪০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি, ২ বেডরুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং তথা কিচেন, ২ টয়লেট, ১ ব্যালকনি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির সমানুপাতিক যথাযথ অংশ জমির এবং সংশ্লিষ্ট সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত মৌজা : রাইপুর, জেএল নং ৩৩, ইপি নং ৩৬, এসপি নং ২১২ (অংশ), প্রেমিসেস নং ৫৫/৭১, রাইপুর, কলকাতা : ৭০০০৯২, থানা : নেতাজি নগর, ওয়ার্ড নং ৯৯, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, বরো ১০, অ্যাসেসি নং ২১০৯৯০৪২৯৩৭৬, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তি শ্রী শম্ভু ভট্টাচার্য -এর নামে।**	**সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** সড়ক; **পূর্বে :** আর ৫১ ; **পশ্চিমে :** আর ৫১ ; **ফ্ল্যাট : উত্তরে :** খোলা জায়গা; **দক্ষিণে :** ফ্ল্যাট; **পূর্বে :** খোলা জায়গা; **পশ্চিমে :** সিঁড়ি এবং ফ্ল্যাট।

তারিখ : ২১.১১.২০২৪, স্থান : কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কুলপি: পাঁচ দিনের আবাসিক চারুকলা প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপির পথের সাথীতে। মঙ্গলবার এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত চারুকলা পর্ষদের আয়োজনে এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য চারুকলা পর্ষদের নির্বাহী আধিকারিক ও সদস্য সচিব সৌমেন খামরুই, উপদেষ্টা মণ্ডলের সদস্য চয়ন রায়, দীপঙ্কর দত্ত, প্রশিক্ষক রিনা মুস্তাফি, সুব্রত পাল ও উমেশ জানা। মোট ৪০ জন ছাত্রছাত্রী এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার শিবিরে অংশগ্রহণ করেছেন।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
নং ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১

সংশোধনী

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল, নং ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থতল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১ এর ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ বিজ্ঞাপন এই সংবাদপত্রের ২৪.১১.২০২৪ সংস্করণে প্রকাশিত হয়। **ক্রম নং ১, শ্রীমতি চঞ্চলা ঠাকুর (ঋণগ্রহীতা), ৪র্থ স্তম্ভ, সংরক্ষিত মূল্য এবং ইএমডি পরিমাণ পড়তে হবে ১৬,২১,০০০.০০ এবং ১,৬২, ১০০.০০ টাকা** - ১৮,৪৯,০০০.০০ এবং ১,৮৪, ৯০০.০০ টাকার পরিবর্তে। অন্যান্য সকল বিস্তারিত অপরিবর্তিত থাকবে। ত্রুটির জন্য দুঃখিত।
তারিখ : ২৬.১১.২০২৪ স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

STATE BANK OF INDIA
STRESSED ASSETS RECOVERY BRANCH, BURDWAN

সংশোধনী

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অধীনে আমাদের বিজ্ঞাপন **ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং একদিন পত্রিকার ২৫.১০.২০২৪** তারিখের সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল। **ক্রম নং ১ :** ঋণগ্রহীতার নাম : **মেসার্স কৃষি মঙ্গল, স্বত্বা : শ্রী মনোজ কুমার দাস। ২৭.১১.২০২৪** তারিখে অনুষ্ঠিতব্য স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, এসএআরবি বর্ধমান দ্বারা ই-নিলাম অনিবার্য কারণ বশত প্রত্যাহার করা হল। পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

ইউকো ব্যাঙ্ক UCO BANK
ইউকো ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, কলকাতা
৫ লালা লাজপত রায় সরণি, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০২০

লকার ভেঙে খোলার নোটিশ

ইউকো ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত সারণিতে উল্লিখিত মতে লকারধারীদের জন্য সেফ ডিপোজিট লকারের ব্যবস্থা দিয়েছিল। দীর্ঘ সময় লকারের ভাড়া মেটানো হয়নি ফলে বিলম্বে/প্রদান না করায় বহু পরিমাণ বকেয়া পড়েছে। সংশ্লিষ্ট লকারধারীদের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কের তরফে নোটিশ পাঠানো হয়েছে ভাড়া প্রদানের জন্য কিন্তু সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত কোনও ভাড়া দাখিল করা হয়নি।

ক্রম নং	শাখার নাম (এসওএল আইডি)	লকার নং	লকার অধিগ্রহণকারীর নাম	বকেয়া পরিমাণ (টাকা জিএসটি বহির্ভূত)	বকেয়া হইতে
১	এপিসি রোড (১০৫৪)	AA012	সোমা মুখার্জি	১৪২১৬	০১.০৬.২০২০
২	এপিসি রোড (১০৫৪)	AA076	অনন্যা, অঞ্জলি নিয়োগী এবং রাহুল রায়	৪১৫৯৭	২৯.১০.২০১১
৩	এপিসি রোড (১০৫৪)	AA078	সুজিত কুমার দে	৯৬১১	০১.০৪.২০২১
৪	এপিসি রোড (১০৫৪)	AA088	আখি অধিকারী	২২৩০২	১৫.০২.২০১৫
৫	এপিসি রোড (১০৫৪)	BA158	এ.কে. আগরওয়াল	২৩০৪৬	০৫.০৭.২০১২
৬	এপিসি রোড (১০৫৪)	BA162	বিজয় কুমার আগরওয়াল	১৭৫৭৪	১৫.০৭.২০২০
৭	এপিসি রোড (১০৫৪)	DA289	দেবাশিস বিশ্বাস	২২৫৫৯	০৬.১২.২০১২
৮	বেলভেদর রোড (০৯২৯)	AA033	শিবনাথ মিশ্র ও অনুপমা মিশ্র	১৩৮৩৪	১৯.০৩.২০১৫
৯	বেলভেদর রোড (০৯২৯)	Ac063	কণিকা খান্ডেলওয়াল	২০২৫৫	১২.০৪.২০২১
১০	বেলভেদর রোড (০৯২৯)	Ba019	দীনেশ খেমানি	১৫৯১১	৩০.০৩.২০১৮
১১	বেলভেদর রোড (০৯২৯)	Ba071	কুসুম দেবী শাহ ও রাঘব শাহ	১৬৮৪৩	০১.০১.১৯৯৯
১২	বেলভেডেরে রোড (০৯২৯)	Bc012	প্রমোদ কুমার সরাফ ও জগদীশ প্রসাদ সরাফ	৫২১৫৪	২৩.০৩.২০১৩
১৩	বেলভেদর রোড (০৯২৯)	CA015	সুমন কাজরিয়া ও যোগেশ কাজরিয়া	১৪৮৫৭	০২.০৬.২০১৮
১৪	বেলভেদর রোড (০৯২৯)	Dc012	তারা মণি নাঙ্গালিয়া ও ওম প্রকাশ নাঙ্গালিয়া	২১৪২৫	১৮.১২.২০২০
১৫	বেলভেদর রোড (০৯২৯)	ED003	সুদীপ্ত বর্মন	৬২৯৮৩	১৭.১১.২০১৮
১৬	বেলভেদর রোড (০৯২৯)	Ed016	সুশীলা নাঙ্গালিয়া	৩২৮৩১	০৮.১১.২০২০
১৭	বেলভেদর রোড (০৯২৯)	Ed017	সঞ্জয় চোপড়া	৪৪৩৯০	২১.০৩.২০২০
১৮	বেলভেদর রোড (০৯২৯)	Fd027	রিশব বাফনা	৩৫৯০২	১০.১২.২০২০
১৯	বেলভেদর রোড (০৯২৯)	Ga028	মঞ্জুলা বাজাজ	৮৭৬২	২৮.০৪.২০২১
২০	বেলভেদর রোড (০৯২৯)	Ga049	রবীন্দ্র নাথ আগরওয়ালা/মিনা আগরওয়ালা	১৪০৭৮	২৬.০৯.২০১৯
২১	বেলভেদর রোড (০৯২৯)	GA079	রবীন্দ্র নাথ আগরওয়ালা/মিনা আগরওয়ালা	১৩৫৯৩	২৬.০৯.২০১৯
২২	বউবাজার (০৯৪৫)	AA034	রমা সেনগুপ্ত	১৪৩৬৫	০২.০৯.২০১৭
২৩	বউবাজার (০৯৪৫)	Aa041	কল্পনা দাস	১৩১৫৯	১৮.১১.২০১৫
২৪	বউবাজার (০৯৪৫)	Aa067	নারায়ণ মিত্র	৮৯১১	০১.০৪.২০২১
২৫	বউবাজার (০৯৪৫)	Ba035	গণেশ চন্দ্র দত্ত	৮৪৯৭	২৭.০৮.২০২১
২৬	বউবাজার (০৯৪৫)	Ca005	প্রভাত মুখোপাধ্যায়	১০৬৫৮	০৬.১১.২০১৭
২৭	বউবাজার (০৯৪৫)	Ca006	অসীমা ঘোষ	১৭৩২৯	১৭.০৮.২০১১
২৮	বউবাজার (০৯৪৫)	Ca030	অপূর্ব কৃষ্ণ দাঁ	১২৫৫৬	২৫.০৫.২০১৬
২৯	বউবাজার (০৯৪৫)	Ca067	ভবানী শংকর ঘোষ	৯২১৪	১৫.০১.২০১৯
৩০	বউবাজার (০৯৪৫)	Ca068	পারমিতা বসু	১৩০২২	২৩.১২.২০১৫
৩১	বউবাজার (০৯৪৫)	Ca071	বিশ্বনাথ দত্ত	১৪০৮৯	১৩.০১.২০১৫
৩২	বউবাজার (০৯৪৫)	Ca118	রেখা রমেশ দোশী	১৪৭৮৩	৩০.০৪.২০২১
৩৩	বউবাজার (০৯৪৫)	Ca133	নীতা দত্ত	১৪৪২০	১৯.০৭.২০১৭
৩৪	শরৎ বোস রোড (১৪৮১)	Aa0073	মায়া পাল ও অঞ্জন পাল	২৬৯৬৬	০৭.১১.২০১৩
৩৫	শরৎ বোস রোড (১৪৮১)	Bc0013	রিনি বসু	৫৮৪৯৪	০১.০১.১৯৯৯
৩৬	শরৎ বোস রোড (১৪৮১)	Ca0007	ভাস্কর মুখার্জি ও স্মৃতি মুখার্জি	২৬২১৩	০২.১১.২০০৯
৩৭	শরৎ বোস রোড (১৪৮১)	CA0010	ময়ূখ চৌধুরী	১৭০৪১	৩০.০১.২০২০
৩৮	শরৎ বোস রোড (১৪৮১)	Ca0032	মরুত চ্যাটার্জী, গীতা চ্যাটার্জি ও পিউ চ্যাটার্জি	২২৮০৭	০৪.০২.২০১৩
৩৯	শরৎ বোস রোড (১৪৮১)	Ca0040	তপতী বসু	২৩১৯৭	১৩.০৮.২০১২
৪০	শরৎ বোস রোড (১৪৮১)	Da0061	মহাশ্বেতা সেন ও তরুণ কুমার সেন	২৬০৯৩	২৫.১১.২০০৯
৪১	শরৎ বোস রোড (১৪৮১)	Eb0025	রত্না ব্যানার্জি	৪২১৮১	২০.০৩.২০১৩
৪২	শরৎ বোস রোড (১৪৮১)	Eb0038	সুমন ব্যানার্জী ও পারমিতা ব্যানার্জী	৪৬১৮৯	০৬.০২.২০০৯
৪৩	শরৎ বোস রোড (১৪৮১)	Eb0048	রানা গুহ ও নন্দিনী গুহ	৪০৭৬০	১৫.০৫.২০১৩
৪৪	শরৎ বোস রোড (১৪৮১)	Ga0021	অমিতাভ সেন গুপ্ত	২২৮৮৫	১১.১২.২০১২
৪৫	শরৎ বোস রোড (১৪৮১)	Ga0051	জয়ন্ত চৌধুরী ও জুঁই চৌধুরী	১৮২২১	২৮.০১.২০২০
৪৬	শরৎ বোস রোড (১৪৮১)	Ga0055	অনুভা দে ও উর্বি দে	১২৯১১	১০.০৯.২০২০
৪৭	শরৎ বোস রোড (১৪৮১)	Ga0065	মীরা সিংহ রায় ও দেবাশীষ সিংহ রায়	১৭২১২	১৬.০৫.২০২০

লকারধারীদের ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে অনীহার কারণে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট লকারগুলি ০৪.১২.২০২৪ তারিখের পর ভেঙে খুলে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। লকারের মধ্যে থাকা সামগ্রি, যদি কিছু থাকে, অংশত/সমুদয় নিলাম করা হবে ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা অনুযায়ী বকেয়া পরিশোধের জন্য আবশ্যক মতে। লকারে থাকা অবশিষ্ট সামগ্রি, যদি কিছু থাকে, ব্যাঙ্কের হেফাজতে রাখা হবে সংশ্লিষ্ট লকারধাকীদের ঝুকি, দায়িত্ব এবং ব্যয়ে। কোনও কারণে লকারে থাকা সামগ্রির দ্বারা ব্যাঙ্কের বকেয়া উশুলের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত হলে লকারধারীরা বকেযা প্রদানের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ থাকবেন। আগ্রহী লকারধারীগণ তাদের লকার পুনরায় ব্যবহার করতে চাইলে, অনুগ্রহ করে ০৩.১২.২০২৪ তারিখের মধ্যে শাখায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ : ২৭.১১.২০২৪, স্থান : কলকাতা **ইউকো ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, কলকাতা**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ব্রাঞ্চ,
১১৩/১বি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৭৩
মেল - cravenue.kolkata@indianbank.co.in

দাবি নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

১. শ্রী হরি কৃশান পিতা শ্রী মান ফুল সিং এবং সুনীতা চৌধুরী স্বামী শ্রী হরি কৃশান, ফ্ল্যাট -৩০১, ৪র্থতল, বালি, থানা : নিশ্চিন্দা, ষষ্ঠীতলা, জেলা : হাওড়া -৭১১২২৭

আপনাদের হাউসিং লোন অ্যাকাউন্ট ৫০৫১২০০৬২৫৯ (এইচবিএল-টিএল) , ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) চিত্তরঞ্জন এভিনিউ শাখা, কলকাতা -৭০০০৭৩
আপনারা লোন অ্যাকাউন্টে সম্পদ জামিন অধীনে বন্ধকের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা।
আপনাদের অনুরোধ আগ্রহে ব্যাঙ্কের ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ায় নিম্নোক্ত সুবিধাদি মঞ্জুর করা হয় এবং আপনারা সুবিধা গ্রহণ করেছেন (পরবর্তীতে বর্ধিত/নবীকরণ/অতিরিক্ত ঋণ, এর ক্ষেত্রে বিস্তারিতভাবে তা নির্দিষ্ট আকারে সংযুক্ত হয়েছে)

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা
১. এইচবিএল (টিএল)	১৩,৮১,০০০ টাকা

আপনি উল্লিখিত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন -

সুবিধার প্রকৃতি	নথিতথ্যাদির ধরণ
১. এইচবিএল (টিএল)-	১. অনুমোদন পত্রের স্বীকৃতি
	২. ডিমান্ড প্রমিসারি নোট
	৩. সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত
	৪. ঋণ স্বীকৃতি

নিম্নোক্ত তপশিলে প্রদত্ত সম্পত্তি(সমূহের) বন্ধকের মাধ্যমে জামিনে উক্ত ঋণ পরিশোধযোগ্য বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও আপনারা যৌথভাবে বা সামগ্রিকভাবে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে ঋণখেলাপী করেছেন। সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্ট **নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে ৩০.০৪.২০২৪** তারিখ থেকে শ্রেণিভুক্ত হয়েছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু করা নির্দেশিকা/নির্দেশাবলি অনুযায়ী।
বকেয়া পরিমাণ ২৯.১০.২০২৪ অনুযায়ী প্রদেয় আপনাদের দ্বারা নিম্নোক্ত মতে :

অ্যাকাউন্ট নং	বুক ব্যালান্স	২৯.১০.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া সুদ	জরিমানা	মোট
৫০৫১২০০৬২৫৯	১৪০৯৪২৬.০০	১৩০৭৭৮.০০	৩৭৭.০০	১৫৪০৫৮১.০০

আর্থিক সম্পদের নিরাপত্তা ও পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা সুদের আইন ২০০২-এর অধীনে ঋণগ্রহীতা যে কোনও ব্যক্তি যাকে ব্যাঙ্কের দ্বারা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে বা যিনি কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য নিরাপত্তা হিসাবে কোনও বন্ধক/দায়বদ্ধ।
অতএব, আপনাকে এবং প্রত্যেককে **২৯.১০.২০২৪ তারিখে** বকেয়া পরিমাণ **১৫৪০৫৮১.০০ টাকা (পনের লাখ চল্লিশ হাজার পাঁচশ একাশি টাকা)** টাকা পরিশোধ করার জন্য এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে। এই তারিখ থেকে সুদ সহ ১৩(২) ধারা অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত। যা ব্যর্থ হলে উক্ত আইনের অধীনে আপনার কাছে আর কোনো উল্লেখ ছাড়াই ব্যাঙ্ক নিরাপত্তা সুদের প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধাগ্রস্ত হবে। আপনি যদি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আপনার দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাঙ্ক আইনের ধারা ১৩ (৪) এর অধীন এই তফসিলে দেওয়া সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে তার প্রয়োগকারী অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হলে এবং আপনার দাবি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।
অনুগ্রহ করে নোট করুন যে সেক এর বিধান অনুযায়ী. আইনের ১৩ (১৩) বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোন উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের কোন স্থানান্তর (এখানে তফসিল দেওয়া হয়েছে), ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে করা হবে না।
উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের প্রতি বিরূপতা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ডিআরটি/ডিআরএটি/আদালতের ডিআরটি/আরও-এর সমীপে বিচারাধীন থাকা এবং প্রাপ্ত আদেশ/ডিক্রির বাস্তবায়নের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের অধিকারের প্রতি কোনো ক্ষতি না করেই জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে বকেয়া বিল ছাড়, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবং আপনার পক্ষে ইস্যু করা এবং প্রতিষ্ঠিত ক্রেডিট লেটারগুলির পাশাপাশি অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায়গুলির অধীনে উদ্ভূত দায়গুলি পরিশোধ করার জন্য ব্যাঙ্ক আপনাকে আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
"আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে আপনার সিকিউরিটিজ থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত"।
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

তপশিল
জামিনদত্ত সম্পদের নির্দিষ্ট বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :
বন্ধকদত্ত সম্পদ : সম্পত্তি নং ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ভবন -শ্রী হরি কৃষাণ পিতা শ্রী মান ফুল সিং এবং সুনীতা চৌধুরী স্বামী শ্রী হরি কৃষাণ, ফ্ল্যাট -৩০১, ৪র্থতল, অবস্থিত আরএস দাগ নং ৭৫৬৬, এলআর দাগ নং ২৪৪৭৬, সিএস খতিয়ান নং ৪১৭১, খতিয়ান নং ৮৭১১, জেএল নং ১৪, মৌজা : বালি, থানা : নিশ্চিন্দা (বালি), বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : হাওড়া।

চৌহদ্দি	বিক্রয় দলিল অনুযায়ী
উত্তরে	খোলা জায়গা
দক্ষিণে	সকলের ব্যবহারের সিঁড়ি
পূর্বে	খোলা জায়গা
পশ্চিমে	ফ্ল্যাট নং ৩০২

তারিখ : ২৯.১০.২০২৪, স্থান : কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

বোরোদা ব্যাঙ্ক Bank of Baroda

সোনারপুর শাখা
আচার্য প্রফুল্ল নগর, এপিএস লাইব্রেরির বিপরীতে, পোস্ট ও থানা- সোনারপুর, জেলা- ২৪ পরগনা (দঃ), পিন- ৭০০১৫০
ইমেল: rajpwb@bankofbaroda.com

পরিশিষ্ট রুল-[৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সোনারপুর শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৩.০৯.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক, ঋণগ্রহীতা- **শ্রী পলাশ খাটুয়া, ঠিকানা-রবীন্দ্রপল্লী, কামদেবপুর, পাথরপ্রতিমা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ -৭৪৩৩৭১** কে আহ্বান জানিয়ে নোটিশে উল্লিখিত **৩১,২০,৯৯৮.০৩ টাকা (একত্রিশ লক্ষ কুড়ি হাজার নয়শো আটানব্বই টাকা এবং তিন পয়সা মাত্র)** বকেয়া০২.০৯.২০২৪ অনুযায়ী সেইসঙ্গে অনাদায়ী সুদ এবং চার্জ ইত্যাদি উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ফেরত দিতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, এখানে নিম্নে বিবৃত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **২৫ শে নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে** উক্ত রুলস-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত এক্ট-এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **৩১,২০,৯৯৮.০৩ টাকা (একত্রিশ লক্ষ কুড়ি হাজার নয়শো আটানব্বই টাকা এবং তিন পয়সা মাত্র) বকেয়া০২.০৯.২০২৪** অনুযায়ী সেইসঙ্গে অনাদায়ী সুদ এবং চার্জ ইত্যাদি **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সোনারপুর** শাখার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

জমি ও বিল্ডিং-বাড়ির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, জরিপ নম্বর সহ- জমিতে অবস্থিত, বর্গফুট, বিল্ড আপ এরিয়া ৮০০, কার্পেট এরিয়া ৭০০, যা কামদেবপুর মৌজায় অবস্থিত, থানা - পাথরপ্রতিমা, অচিন্ত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৩৮৩, এলআর খতিয়ান নং - ২২৮৫, এলআর দাগ নং ১২৯৩, ১২৯৪, তৌজি নং - ২৯১৩, জেএল - নং - ৫৯, কামদেবপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৩৮৩। **দলিল নং আই-২৩২১/২০২০ পৃষ্ঠা ৫২৫৭৮ থেকে ৫২৫৯৬ পর্যন্ত। সম্পত্তিটি শ্রী পলাশ খাটুয়ার নামে আছে।**
সম্পত্তিতিটির চৌহদ্দি : উত্তর- মালিকের শালী জমি দাগ নং ১২৯৪, খালি জমি দ্বারা। **দক্ষিণ:** গুরুপদ দোলুই ও কল্পনা দোলুই-এর শালি জমি, খালি জমি দ্বারা। **পূর্ব:** আঙ্গুরবালা সাহার শালী জমি, মালিকদের অন্যদের সম্পত্তি দ্বারা। **পশ্চিম :** ১৩ ফুট চওড়া সরকারি রাস্তা দ্বারা।

তারিখ: ২৫.১১.২০২৪, **অনুমোদিত অফিসার,**
স্থান: সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**

সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড ১০২ ধারা অধীন)
শ্রীমতি সুপর্ণা ভট্টাচার্য, ব্যক্তিগত জামিনদাতা "মেসার্স বসুন্ধরা গ্রিন পাওয়ার লিমিটেড)
(বর্তমানে ভ্রামরী দেবী কৃষি উদ্যোগ লিমিটেড নামে পরিচিত)"-এর
বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	**শ্রীমতী সুপর্ণা ভট্টাচার্য**
২.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	৪৭/১, বিন্দুবাসিনী রোড, ৪, জগদ্দল উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭৪৩১২৩
৩.	নির্দেশের বিস্তারিত এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতার ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	C.P. (IB)/102(KB)2024 (NCLT, Kolkata Bench) অর্ডার তারিখ ২১.১১.২০২৪
৪.	প্রস্তাবক পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদার এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং :	শ্রী আনন্দ কুমার জৈন, আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP P02819/2023-2024/14323
৫.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাবক পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	এ৫/২, কালিন্দি হাউজিং এস্টেট, ১ম তল, কালিন্দি কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮৯ ইমেল : akj0608@gmail.com
৬.	প্রস্তাবক পেশাদারগণের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল :	অফিস - মৌসুমী কো. অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি ১ম তল, ১৫বি, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা - ৭০০০১৯ ইমেল : suparnabhattacharya.ibcpg@gmail.com
৭.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	১৮.১২.২০২৪
৮.	সংশ্লিষ্ট দাবি বিস্তারিত উপলব্ধ	"ফর্ম বি" Web link : https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা, শ্রীমতি সুপর্ণা ভট্টাচার্য, ব্যক্তিগত জামিনদাতা মেসার্স বসুন্ধরা গ্রিন পাওয়ার লিমিটেড (বর্তমানে ভ্রামরী দেবী কৃষি উদ্যোগ লিমিটেড নামে পরিচিত) ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ ২১.১১.২০২৪।
শ্রীমতি সুপর্ণা ভট্টাচার্য, ব্যক্তিগত জামিনদাতা মেসার্স বসুন্ধরা গ্রিন পাওয়ার লিমিটেড (বর্তমানে ভ্রামরী দেবী কৃষি উদ্যোগ লিমিটেড নামে পরিচিত)-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৮.১২.২০২৪ তারিখে প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ৬ -এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড ডাকে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

শ্রী আনন্দ কুমার জৈন
প্রস্তাবক পেশাদার
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP P02819/2023-2024/14323
তারিখ : ২৭.১১.২০২৪ এএফএ বৈধ ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত

AGI GREENPAC

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড
CIN : L51433WB1960PLC024539
রেজিস্টার্ড অফিস : ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : +৯১ ৩৩-২২৪৮ ৭৪০৭/৫৬৬৮
ইমেল : agiinvestors@agigreenpac.com
ওয়েবসাইট : www.agigreenpack.com

কোম্পানির সদস্যগণের অবগতির জন্য পোস্টাল ব্যালট নোটিশ

এতদ্বারা সদস্যগণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ২০১৩ সালের ('আইন'), কোম্পানি আইনের ১১০ ধারা এবং ১০৮ ধারা, ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০ এবং ২২ এবং উক্ত আইনের অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ('এমসিএ সার্কুলারস') ইস্যুকৃত সংশ্লিষ্ট সার্কুলারগুলি, ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৪ ('লিস্টিং রেগুলেশনস') এবং ইন্সটিটিউট অব কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া (আইসিএসআই) কর্তৃক ইস্যুকৃত সেক্রেটারিয়েল স্ট্যান্ডার্ডস অন জেনারেল মিটিংস (এসএস-২) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন এবং রেগুলেশনস, সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে (যেকোনও বিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) অথবা পুনরায় প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট সময়ের ক্ষেত্রে এবং তা রূপায়ন এবং তার অধীনে কোম্পানি বিশেষ প্রস্তাব যা পোস্টাল ব্যালট নোটিশ তারিখ ৭ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ অনুযায়ী এবং বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন ('নোটিশ') এর অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যগণের দ্বারা বৈদ্যুতনি মাধ্যমে (অর্থাৎ ই-ভোটিং) নিম্নোক্ত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে সম্পাদনের জন্য প্রেরণ করেছে :

দফা নং	বিবরণ
	বিশেষ প্রস্তাব মাধ্যমে :
১	**ডা. লেভিশ ভান্ডারীর নিয়োগ(ডিন : ০০৬৯৩৮৮৪) কোম্পানির স্বাধীন ডিরেক্টর হিসেবে।**
২	**শ্রী নন্দ গোপা ইখাইতান এর নিয়োগ (ডিন : ০০০২০৫৮৮) কোম্পানির নন-এগজিকিউটিভ নন-ইনডিপেনডেন্ট ডিরেক্টর হিসেবে।**

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে :
(ক) উপরে উল্লিখিত বিধান এবং এমসিএ সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, কোম্পানি মঙ্গলবার ২৬ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি, ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ, (**'কাট-অফ তারিখ'**) শুক্রবার ২২ নভেম্বর ২০২৪, ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে প্রেরণ সম্পন্ন করেছে। সেই সমস্ত কোম্পানির সদস্যদের কাছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত হয়েছে।
(খ) ই-ভোটিং সময়কাল বুধবার, ২৭ নভেম্বর ২০২৪ সকাল ৯.০০টা (আইএসটি) শুরু হবে।
(গ) ই-ভোটিং সময়কাল বৃহস্পতিবার, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪ বিকাল ৫.০০টায় (আইএসটি) শেষ হবে। তারপরে ভোট দেওয়ার জন্য ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে।
(ঘ) ই-ভোটিং অধিকার শুধুমাত্র সকল সদস্যদের শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের উপর গণনা করা হবে যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা উপকারী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কাট-অফ তারিখে। কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার নন এমন যেকোন ব্যক্তি কাট-অফ-তারিখ অনুযায়ী পোস্টাল ব্যালট নোটিশ ব্যবহার করবেন।
(ঙ) রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য বিশদ নির্দেশাবলী নোটিশের নোটে দেওয়া আছে।
(চ) কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ শ্রী প্রবীণ কুমার ড্রলিয়া, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (সদস্য নং এফ২৩৬৬, সিপি নং ১৩৬২) কে রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং ই-এর মাধ্যমে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ ভোটদান ব্যবস্থা দেওয়ার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করেছে।
(ছ) এমসিএ-এর সার্কুলার অনুসারে, নোটিশের প্রকৃত কপি, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড ব্যবসায়িক উত্তর খাম পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বিতরন করা হয়েছে এবং সদস্যরা শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন। কোম্পানি তার সমস্ত সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে অনুমোদিত সংস্থা হিসাবে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (**'সিডিএসএল'**) এর পরিষেবাগুলিকে নিযুক্ত করেছে।
(জ) যে সদস্যরা নোটিশ পাননি তারা mdpldc@yahoo.com-এ লিখতে পারেন এবং ইমেলের মাধ্যমে এটি পেতে পারেন বা কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.agigreenpack.com বা সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.evotingindia.com থেকে ডাউনলোড করতে পারেন।
(ঝ) ই-ভোটিং সুবিধার সাথে যুক্ত সমস্ত অভিযোগের জন্য, সদস্যরা শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, সিডিএসএল, এ উইং, ২৬ তম তলা, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পেরেল (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০১৩ এর কাছে জানাতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ইমেল পাঠান বা ০২২-২৩০৫৮৭৩৮/৮৫৪২/৪৩ বা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ নম্বরে কল করুন। এই পোস্টাল ব্যালট সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ/প্রশ্নগুলি কোম্পানির আরটিএ-তে mdpldc@yahoo.com-এ জানাতে পারেন।
(ঞ) সংশ্লিষ্ট নোটিশ পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.agigreenpack.com বা সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.evotingindia.com থেকে।
(ট) পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে শনিবার ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ এবং স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ এবং তা এক্সচেঞ্জগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.agigreenpack.com এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এ পাওয়া যাচ্ছে।

পরিচালন পর্ষদের আদেশক্রমে
এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
ওমপাল
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং : A30926
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৬ নভেম্বর ২০২৪

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
নং ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১

দাবি নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

১. শ্রী কার্তিক বসাক পিতা শ্রী ললিত বসাক, নওরা পঞ্চাননতলা, জেরেরধর, চন্দননগর, হুগলি, পিন : ৭১২১৩৬।
২. শ্রী কার্তিক বসাক পিতা শ্রী ললিত বাসক, দিয়া লিটল টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং সি-৩ (পূর্ব-পশ্চিম দিকে) রাম চন্দ্র পথ, চুনড়িপাড়া, কাঁটাধর, ইছাপুর, উত্তর বারাকপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১৩১৪৪।
৩. কার্তিক বসাক, স্বত্বা : ভাগ্য লক্ষ্মী ঘি, ব্যবসায়িক ঠিকানা : প্রেমিসেস নং ১৩১৬, নওরা, পঞ্চাননতলা, জেরেরধর, পিন : ৭১২১৩৬, ওয়ার্ড নং ৮।
৪. শ্রী মৃত্যুঞ্জয় দাগ পিতা প্রহ্লাদ দাস, বড়গাছিয়া, ভবানীপুর, ভুখাদা, হাসনাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩৪২৬।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক যোধপুর পার্ক শাখায় আপনার হোম লোন অ্যাকাউন্ট নং.৭৬৬৪৩৬৬৪৮২ - রেজি.
আপনার মধ্যে ১ম, ২য় এবং ৩য় ব্যক্তি একজন ব্যক্তি/মালিকানাধীন উদ্বেগ/অংশীদারী ফার্ম/কোম্পানী। আপনার মধ্যে ১ম ও ২য় ও ৩য় এখন বা সব বস্তুগত সময়ে ঋণগ্রহীতা। আপনার মধ্যে ৪ তম জন আপনার প্রথমটি দ্বারা নেওয়া লোন অ্যাকাউন্টের গ্যারান্টার। আপনার মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয়টি হল বন্ধকদার(গুলি) যারা আপনার উভয়ের দ্বারা নেওয়া ঋণ অ্যাকাউন্টে তাদের সম্পদকে নিরাপত্তা হিসাবে প্রদান করেছে। আপনাদের উভয়ের অনুরোধে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসার সময়, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং আপনারা উভয়েই তা গ্রহণ করেছিলেন।

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা
টার্ম লোন (এ/সি নং ৭৬৬৪৩৬৬৪৮২)	২০.০০ লাখ টাকা

আপনি উল্লিখিত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন -

সুবিধার প্রকৃতি	নথিতথ্যাদির ধরণ
হোম লোন অ্যাকাউন্ট ৭৬৬৪৩৬৬৪৮২	১. মঞ্জুরিকৃত টিকেট তারিখ ২৮.১১.২০২৩ এবং মঞ্জুরিকৃত টিকেটের নিয়ম এবং শর্তাদি স্বীকৃতির তারিখ ২৮.১১.২০২৩।
	২. ডিমান্ড প্রমিসরি নোট ২০.০০ লাখ টাকার জন্য তারিখ ২৮.১১.২০২৩।
	৩. হোম লোন তারিখ ২৮.১১.২০২৩ এর জন্য ডি-১২৮ মেয়াদি ঋণ চুক্তি।
	৪. মৃত্যুঞ্জয় দাসের জামিনের ডি-৫৭ চুক্তি।
	৫. সংশ্লিষ্ট পক্ষের দ্বারা ব্যাঙ্কের নিকট সমপরিমাম বন্ধক সৃষ্টির নিশ্চিতকরণের ডি-৩২ তারিখ ২৮.১২.২০২৩।
	৬. ডি-৬৭ বন্ধক দলিল তারিখ ২৮.১২.২০২৩।

উল্লিখিত ঋণের পরিশোধ করা সম্পত্তি (সমূহ) বন্ধক/হাইপোথেকেশন দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়েছে হোল্ডিং নম্বর ২৪৬, রণ চন্দ্র পথ, ওয়ার্ড নং-১৩, থানা - নোয়াপাড়া, উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভা জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩১৪৪-এর অধীনে। প্রাঙ্গণের নাম 'দিয়া লিটল টাওয়ার' জি-৩ তলা আবাসিক ভবন ৪র্থ তলা, ফ্ল্যাট নং সি-২ (পূর্ব-পশ্চিম দিকে)
বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনাকে সুদের সাথে একত্রে অর্থ প্রদানের আহ্বান জানানো হয়েছে; আপনারা সবাই এবং আপনারা যারা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ তারা প্রত্যেকেই বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ডিফল্ট করেছেন। ২১/১০/২০২৪ থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা সম্পদের শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে ঋণ অ্যাকাউন্টটিকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

***০৬.১১.২০২৪ তারিখে আপনার দ্বারা প্রদেয় বকেয়া নিম্নরূপ -

অ্যাকাউন্ট নং	বুক ব্যালান্স	সুদ	মোট
৭৬৬৪৩৬৬৪৮২	১৯,৬১,০৬২.০০ টাকা	৭০,৭৩০.০০ টাকা	২০,৩১,৭৯২.০০ টাকা
	মোট		২০,৩১,৭৯২.০০ টাকা

আর্থিক সম্পদের নিরাপত্তা ও পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা সুদের আইন ২০০২-এর অধীনে ঋণগ্রহীতা যে কোনও ব্যক্তি যাকে ব্যাঙ্কের দ্বারা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে বা যিনি কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য নিরাপত্তা হিসাবে কোনও বন্ধক/দায়বদ্ধ।
অতএব, আপনাকে এবং প্রত্যেককে **২১.১০.২০২৪ তারিখে** বকেয়া পরিমাণ **২০,৩১,৭৯২.০০ টাকা (কুড়ি লাখ একত্রিশ হাজার সাতশ বিরানব্বই টাকা)** টাকা পরিশোধ করার জন্য এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে। এই তারিখ থেকে সুদ সহ ১৩(২) ধারা অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত। যা ব্যর্থ হলে উক্ত আইনের অধীনে আপনার কাছে আর কোনো উল্লেখ ছাড়াই ব্যাঙ্ক নিরাপত্তা সুদের প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধাগ্রস্ত হবে। আপনি যদি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আপনার দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাঙ্ক আইনের ধারা ১৩ (৪) এর অধীন এই তফসিলে দেওয়া সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে তার প্রয়োগকারী অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হলে এবং আপনার দাবি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।
অনুগ্রহ করে নোট করুন যে সেক এর বিধান অনুযায়ী. আইনের ১৩ (১৩) বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোন উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের কোন স্থানান্তর (এখানে তফসিল দেওয়া হয়েছে), ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে করা হবে না।
উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের প্রতি বিরূপতা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ডিআরটি/ডিআরএটি/আদালতের ডিআরটি/আরও-এর সমীপে বিচারাধীন থাকা এবং প্রাপ্ত আদেশ/ডিক্রির বাস্তবায়নের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের অধিকারের প্রতি কোনো ক্ষতি না করেই জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে বকেয়া বিল ছাড়, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবং আপনার পক্ষে ইস্যু করা এবং প্রতিষ্ঠিত ক্রেডিট লেটারগুলির পাশাপাশি অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায়গুলির অধীনে উদ্ভূত দায়গুলি পরিশোধ করার জন্য ব্যাঙ্ক আপনাকে আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
"আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে আপনার সিকিউরিটিজ থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত"।
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে।
জামিন প্রদত্ত সম্পদের নির্দিষ্ট বিস্তারিত তপশিল নিম্নোক্ত মতে
- বন্ধকদত্ত সম্পদ :-**সেরাসাই সম্পদ আইডি : ২০০০৮২৪৬৯৮৪০ : সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৮০৭২৯৩০৩।**
- সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ং সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং সি-৩, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে (মধ্য অংশে) চতুর্থ তলে, পরিমাণ কমবেশি ৬৪০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং স্পেস, এক কিচেন, এক ব্যালকনি, দুই টয়লেট, মার্বেল মেঝে, লিফট সুবিধা এবং এক বারান্দা/ব্যালকনি এবং অবিভক্ত অবিচ্ছেদ্য অংশ জমির।
- সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট হোল্ডিং নং ২৪৬, ওয়ার্ড নং ১৩-উত্তর বারাকপুর পুরসভা অধীন, রাম চন্দ্র পথ, থানা : নোয়াপাড়া, জেলা : উত্তর বারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১৪৪।
- চৌহদ্দির বিস্তারিত :-
- উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া রাম চন্দ্র পথ
- দক্ষিণে : গঙ্গা পদ পারা এর সম্পত্তি
- পূর্বে : নীরেশ গোস্বামী এর সম্পত্তি
- পশ্চিমে : ঋষিকেশ চক্রবর্তীর সম্পত্তি।

তারিখ : ০৬.১১.২০২৪, স্থান : কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে, এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002]-এর অধীনে এল&টি ফাইনানাস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **"যেখানে যেমন ভিত্তিতে"** এবং **"যেখানে যেমন অবস্থায় আছে"** এমন অবস্থায় **"পাবলিক অকশন"** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর (গুলি)	শারীরিক দখল নেওয়া	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	সর্বমোট বকেয়া আছে 25.11.2024 অনুসারে	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইনস্পেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
1) অমূল্যরতন পাণ্ডা 2) মণিবালা পাণ্ডা 3) মেসার্স অভীক এন্টারপ্রাইস (সহ-ঋণগ্রহীতা) (ইহার মালিক অমূল্য পাণ্ডা মাধ্যমে)	**অনুসূচি-I** সমস্ত খণ্ড ও অংশ সম্পত্তির ঠিকানা : "দীপালি" হিসাবে পরিচিত G+4 আবাসনিক ইমারতের প্রায় 850 বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ আয়তন পরিমাপের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে (5 বছরের পুরনো), একটা সেল্ফ কন্টেণ্ড, ইনডিপেণ্ডেন্ট, ভিটিফ্রাইড টাইলস ফিনিশড আবাসনিক ফ্ল্যাট নং G-1 আছে এবং যেটা অবস্থিত এখানে - প্লট নং 31, কালিন্দী হাউসিং স্কীম, থানা লেকটাউন, কোলকাতা 700089, হোল্ডিং নং বি-24, কোলকাতা-যশোর রোড, কালিন্দী - বি, সার্কেল নং IV, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 19, মৌজা কালিদহ, এ.ডি.এস.আর. বিধাননগর, সল্টলেক সিটি, কোলকাতা, যেটা দক্ষিণ দমদম পৌরসভার পৌরসভা সীমার মধ্যেই, জেলা - উত্তর 24 পরগণা, যা একত্রে অবিভক্ত, নিরপেক্ষ আনুপাতিক জমির ভাগীদারি। জমির সীমানা: উত্তর - প্লট নং 25; দক্ষিণ - পৌরসভার 30 ফুট চওড়া রাস্তা; পূর্ব - প্লট নং 32; পশ্চিম - প্লট নং 30	KOLHL18000141 KOLHL19000254 H047140711220944 52 KOLHL18000143	01/10/2024	টাঃ 2,46,330/-	টাঃ 33,86,888.42/-	টাঃ 24,63,300/-	আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট সহ সমস্ত কাজের দিন সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা 30 পর্যন্ত	19.12.2024 থেকে বেলা 12টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. ই-অকশন সেল পরিচালিত হবে অনলাইনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/ - এ SARFAESI অহিনের বর্ধনের অধ নে সাহায্যের সাথে এবং পাবলিক ই-অকশনের মোড়ে।
2. পাবলিক ই-অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন ভিত্তিতে"** এবং **"যেখানে যেমন অবস্থায় আছে"** এমন অবস্থায়।
3. পাবলিক ই-অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র **18/12/2024**-এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক ই-অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক ই-অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. "এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড"-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা **19/12/2024**-তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, ই-অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল **20/12/2024**, যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনুসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শনের জন্য বা আরও তথ্য জানার জন্য, সম্ভাব্য দরদাতা অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন যার **নাম - আশীষ সাহা, যোগাযোগ নং. 9800868054 এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, 15তম তলা, PS সৃজন টেক পার্ক, প্লট 52, ব্লক DN, সল্টলেক সেক্টর V, কলকাতা 700091, পশ্চিমবঙ্গ এবং সন্তোষ তিওয়ারি, যোগাযোগ নং. 992068054, এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, অফিস: 6ষ্ঠ তলা, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই - 400 098.** ই-অকশনের যে-কোনও স্তরে অনুমোদিত আধিকারিক নিলামটি বা অফার টি স্বীকার করতে বা প্রত্যাখান করতে বা সংশোধন করতে বা বাতিল করতে বা স্থগিত রাখতে পারেন ই-অকশন কোনও কারণ না দেখিয়ে এবং কোনও পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিশ্চিত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীন, উপরে উল্লেখিত পাবলিক ই-অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত ই-অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

তারিখ: 27.11.2024
স্থান: কলকাতা
স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

কুড়ি টাকা চেয়ে না পেয়ে মাকে কুপিয়ে খুনের অভিযুক্ত ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গুটকা খাওয়ার জন্য কুড়ি টাকা মায়ের কাছে চেয়ে না পাওয়ায় বৃদ্ধা মাকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার দুপুরে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে হবিবপুর থানার মধ্যমকেন্দুয়া গ্রামে। এই ঘটনার পর পাড়া-প্রতিবেশীরা ক্ষিপ্ত হয়ে অভিযুক্ত যুবককে আটকে রেখে ব্যাপক গণপিটুনি দেন। পরে হবিবপুর থানা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় অভিযুক্ত ছেলে চয়ন সিংহকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত বৃদ্ধার নাম আরতি সিংহ (৫৬)। তাঁর স্বামী রবি সিংহ দীর্ঘদিন আগেই মারা গিয়েছেন। পরিবারে একমাত্র ছেলে চয়নকে নিয়ে থাকতেন ওই বৃদ্ধা। চয়ন পেশায় দিনমজুরের কাজ করেন। গত দেড় মাস ধরে কাজ না থাকায় বাড়িতে বসে ছিলেন তিনি। এদিন দুপুরে মার কাছে গুটকা খাওয়ার জন্য কুড়ি টাকা নেওয়ার বায়না ধবেন তিনি। অভিযোগ, সেই টাকা দিতে না পারায় বাড়িতে রাখা কুড়ুল দিয়েই বৃদ্ধা মায়ের মাথায় এলোপাথাড়ি আঘাত করেন ওই যুবক। আর এতেই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধার।

মৃতের এক দিদি বন্দনা সিংহ বলেন, ভাগ্নে চয়ন সিংহ যে এমন কাজ করবে ভাবতেই পারেননি। ওদের পরিবারটি গরিব। চয়নের হাতে কাজ ছিল না বলে দেড় মাস ধরেই বাড়িতে ছিল। সে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছিল। তবে বিভিন্ন ধরনের নেশা করত চয়ন। এদিন কুড়ি টাকার জন্য দিদির সঙ্গে ভাগ্নের কথা কাটাকাটি হয়। সেই টাকা দিতে না পারার কারণেই কুড়ুল দিয়ে মাথায় কোপ মেরে দিদিকে খুন করেছে ভাগ্নে চয়ন।

হবিবপর পুলিশ জানিয়েছে, বিভিন্ন ধরনের নেশায় আসক্ত ছিল ওই যুবক। কাজ না থাকার কারণে মানসিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এদিন গুটকা খাবে বলেই মার কাছে কুড়ি টাকার বায়না ধরে। ওই বৃদ্ধা সেই টাকা দিতে পারেননি বলেই এভাবে কুড়ুল দিয়ে হামলা চালিয়ে মাকে খুন করে ছেলে। এরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন।

ট্যাব কাণ্ডে চোপড়া থেকে গ্রেপ্তার মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: ট্যাব জালিয়াতি কাণ্ডে চোপড়া থেকে সোমবার রাতে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করল বনগাঁ থানার পুলিশ। ধৃত মহিলাকে ট্রানজিট রিমান্ডের জন্য ইসলামপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে বনগাঁ থানার পুলিশ ও চোপড়া থানার পুলিশ সোনাপুর গ্রামে যৌথ ভাবে অভিযান চালিয়ে আনোয়ারি খাতুন নামে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত মহিলা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ভাড়া দিয়েছেন বলে পুলিশ তদন্তে জানতে পেরেছে। ধৃত মহিলার মায়ের দাবি, স্থানীয় এক যুবক তাঁর মেয়েকে সরকারি শৌচালয় পাওয়ার টাকা দেওয়া হবে বলে অ্যাকাউন্ট নম্বর নিয়েছিল। তার খোঁজে পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে।

২৪ ঘণ্টায় দত্তপুকুর খুনের কিনারা, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, দত্তপুকুর: দত্তপুকুরে মিষ্টির দোকানের কর্মী খুনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কিনারা করল পুলিশ। মূল অভিযুক্ত ওই মিষ্টির দোকানের আর এক কর্মী বিশ্বজিৎ দাসকে বর্ধমানের পূর্বস্থলী এলাকা থেকে সোমবার রাতেই গ্রেপ্তার করেছে দত্তপুকুর থানার পুলিশ। মঙ্গলবার তাঁকে বারাসত আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। দত্তপুকুরের ওই মিষ্টির দোকানে কর্মরত পরিতোষ পান্ডের দেহ সোমবার সকালে উদ্ধার করে দত্তপুকুর থানার পুলিশ। পরিতোষের দেহের মাথায় এবং গলায় কাটা দাগ ছিল। তদন্ত করতে নেমে দেখা যায় পরিতোষ যে মিষ্টির দোকানে কাজ করতেন সেই মিষ্টির দোকানে কর্মরত অন্য কর্মী মিসিং আছে সকাল থেকে। সন্দেহ তৈরি হয় পুলিশের। এরপরেই তদন্তে নেমে বর্ধমানের পূর্বস্থলী এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে সোমবার রাতে দত্তপুকুর পুলিশ।

পুলিশের দাবি, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে বিশ্বজিৎ দাস স্বীকার করেছেন, রবিবার রাতে তাঁরা দু'জনে একসঙ্গে পরিতোষের বাড়িতে বসে মদ খাচ্ছিলেন। সেই সময় পরিতোষ বিশ্বজিতের বউ সম্পর্কে কটু মন্তব্য করেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে দু'জনের মধ্যে গণ্ডগোল হয়। প্রতিবাদ করায় পরিতোষ তাঁকে মারধর করেন। সেই সময় বাড়ির বটি দিয়ে বিশ্বজিৎ পরিতোষের গলায় আঘাত করেন এবং বাড়ির ভেতরে লোহার রড দিয়ে মাথা আঘাত করেন। এরপরই তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান। লোহার রডটি স্থানীয় একটি পুকুরে ফেলে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন বিশ্বজিৎ। তবে শুধু কি বউয়ের প্রতি কুমন্তব্য নাকি টাকা পয়সা সংক্রান্ত কোনও জটিলতা আছে, সমস্তটাই দেখছে দত্তপুকুর থানার পুলিশ।।

ছাত্রের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কলকাতায় আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় মালদার বিএসসি তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাস্থলে টেকনো সিটি থানার পুলিশ গিয়ে দেহটিকে উদ্ধার করে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃতীয় বর্ষের ওই ছাত্রের নাম আবদুল রহমান(২৪) তাঁর বাড়ি মালদার বৈষ্ণবনগর থানার শাহাবানচক গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিনগর গ্রামে। সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে টেকনো সিটি থানার পুলিশ আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক থেকে। মৃত ছাত্রের বাবা এজাবুল মিঞা জানিয়েছেন, ছোটবেলা থেকে মেধাবী ছাত্র ছিল সে। বৈষ্ণবনগররের ভগবানপুর হাইস্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করে কলকাতার আলিয়াতেই লেখাপড়া করেছে। ওখান থেকেই এবারে এমএসসি সম্পূর্ণ করে আব্দুর। গত দু' মাস আগে ওর এমএসসি কমপ্লিট হয়েছে। মালদায় চলে আসার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই আব্দুরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। পরিবারের দাবি, ওকে খুন করা হয়েছে।

গুপ্তিপাড়ার শিশু খুন মামলায় ধৃতদের চুঁচুড়া আদালতে পেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রবিবার সকালে যে ভাবে শৌচাগার থেকে চার বছরের স্বর্ণাভ সাহার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে, তাতে চমকে গিয়েছে গোটা এলাকা। সারারাত ড্রোন, স্নিফার ডগ দিয়ে খোঁজার পর যে ভাবে হঠাৎ বাথরুমের দরজা খুলে ঠাকুরদা বলে ওঠেন, 'এটা কার বাচ্চা!', তাতে অবাকই হচ্ছেন পাড়া-প্রতিবেশীরা। ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হয়েছেন সেই ঠাকুরদা অর্থাৎ শম্ভু সাহা। ঠাকুমা চায়না সাহা ও জ্যেঠিমা টুম্পা মজুমদার সাহা কিন্তু কে খুন করল স্বর্ণাভকে?

হুগলির গুপ্তিপাড়ায় গত শনিবার আচমকা নিখোঁজ হয়ে যায় ওই শিশু। পুলিশ চিরুনি তল্লাশি চালালেও কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না। রবিবার সকালে শিশুর ঠাকুরদা শৌচালয়ের দরজা খুলে সবাইকে ডাকেন ও দেখান ভিতরে পড়ে রয়েছে এক শিশু। উদ্ধার করা হয় স্বর্ণাভকে, হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সে বাঁচেনি। সেই মামলায় ধৃতদের চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয়।

তদন্তে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, শিশুকে তার দাদুই খুন করে লুকিয়ে রেখেছিলেন! পরে সুযোগ বুঝে পুলিশের নজর এড়িয়ে তাকে শৌচালয়ে ফেলে দেন বলে সন্দেহ পুলিশের। আরও জানা গিয়েছে, সবাই যখন স্বর্ণাভকে খুঁজছে, তখন ঘণ্টা দুয়েকের জন্য ঠাকুরদা বেরিয়ে যান। ফিরে এসে জানান, নাতি কোথায় আছে জানার জন্য তান্ত্রিকের কাছে গিয়েছিলেন তিনি।

পুলিশ তিনজনকে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার করে। কান পাতলেই ধৃত ঠাকুরদা শম্ভু সাহা সম্পর্কে অনেক কথা শোনা যাচ্ছে। জানা যাচ্ছে, শম্ভু ছিলেন বদমেজাজি। ছোট বউমা অর্থাৎ স্বর্ণাভর মাকে পছন্দ করতেন না একেবারেই। শুধু তাই নয়, তিনি নাতিকেও দেখতে পারতেন না বলে শোনা যায়। নিজের স্ত্রীকেও মারধর করতেন বলে অভিযোগ। তবে আদালতে যাওয়ার পথে তিনজনই জানান যে তাঁরা খুন করেননি।

যূনিয়ন বৈংক ऑफ इंडिया भारत सरकार का उपक्रम | Union Bank of India | A Government of India Undertaking

অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা
১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০১
কর্মরত : যমুনা ভবন, ১ম ফ্লোর, ৫৫/৫৮, এজরা স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০০১
ই-মেইল : ubin0554731@unionbankofindia.bank

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য মেগা ই-নিলাম (সারফেসি আইন অধীনে)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের অস্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৬(২) এবং স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৮(৬) বিধানের সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীন অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে বন্ধকীকৃত/দায়বদ্ধ/অঙ্গীকারকৃত/চার্জকৃত অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তিসমূহ **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** / নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট যা **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নির্ধারিত ঋণদাতার সংশ্লিষ্ট শাখার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক গঠনমূলক/বাস্তবিক দখলীকৃত **১৩.১২.২০২৪** তারিখে বিক্রয় করা হবে **''যেখানে যে অবস্থায় আছে'', ''যেখানে যা আছে''** এবং **''যেখানে যেভাবে আছে ভিত্তিতে'' ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** বকেয়া পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য।

সংরক্ষিত মূল্যের বিস্তারিত এবং ইএমডি প্রতিটি জামিনদত্ত সম্পত্তি (সমূহ)-র জন্য। বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে ওয়েব পোর্টালে প্রদত্ত অনুযায়ী। বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে ওয়েবসাইট **https://ebkray.in** এবং **www.unionbankofindia.co.in** প্রদত্ত লিঙ্ক অনুযায়ী।

নিম্নোক্ত সম্পত্তি ''অনলাইন ই-নিলাম'' বিক্রি করা হবে ওয়েবসাইট **https://ebkray.in** এবং ই-বিক্রয় ই-কমার্সের ওয়েবসাইট অর্থাৎ **support.ebkray@psballiance.com** মাধ্যমে।

নিলামের তারিখ এবং সময় : ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ দুপুর ১২:০০টা থেকে বিকেল ০৫:০০টা

দর/ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ : ই-নিলাম শুরু বা তার আগে

ইএমডি জমা দেবার ধরন : ডাকদাতা তার ই-বিক্রয় ওয়ালেটের মাধ্যমে ইএমডি জমা দিতে পারেন

লট নং	ক ঋণগ্রহীতার নাম খ. সম্পত্তির বিবরণ গ. স্বত্বাধিকারী/দের নাম ঘ. সম্পত্তি আইডি (ই-বিক্রয় পোর্টালে ইতিমধ্যে আপলোড করা সম্পত্তির ক্ষেত্রে)	ক) সংরক্ষিত মূল্য টাকায় খ) বায়না জমা টাকায়	দর সম্প্রসারণ এবং দর বৃদ্ধির পরিমাণ	বকেয়া ঋণ	ক. দায়বদ্ধতা খ. গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল
১.	ক. শ্রীমতী শিলা মান্না **খ. সম্পত্তি:** তথায় থাকা আবাসিক বাড়ি সহ প্রায় ৬.২০ শতক পরিমাপের বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল বর্তমান জি + ১ আবাসিক বিল্ডিং আরএস দাগ নং- ১৩৮, ১৪৩, ১৪২, ১৪১ যা এলআর দাগ নং ৩৪১,৩৪৮,৩৪৬, ৩৪৫ এর সাথে সম্পর্কিত এল.আর. খতিয়ান নং ৫৯৯৯ এর অধীনে, **শিলা মান্নার নামে,** আরামবাগ পৌরসভার মধ্যে, মৌজা - পশ্চিম কৃষ্ণপুর, জে এল নং ৩৭, ওয়ার্ড নং ৪, হোল্ডিং নং ৫৬, থানা- আরামবাগ, জেলা- হুগলী,গিফট ডিড নং আই-৪৮১১/২০১২ তারিখ- ১৪.০৯.২০১২ গ. শ্রীমতী শিলা মান্না ঘ. UBINKOLARB9767	ক. ৩৫,০০,০০০.০০ টাকা খ. ৩,৫০,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের এক্সটেনশন সহ বিড ইনক্রিমেন্টাল পরিমাণ ৩৫,০০০.০০ টাকা	২০,৯৩,৩৮৬.০০ টাকা ১৩.০৪.২০২১ অনুযায়ী সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	ক) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা খ) প্রতীকী দখল
২.	ক. মেসার্স সোনালী এন্টারপ্রাইজ **খ. সম্পত্তি:** 'রানা ভিলা' নামে পাঁচ তলা বিশিষ্ট আরসিসি ফ্রেমের কাঠামোর আবাসিক বিল্ডিং এর ১ম ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ৪ যার সুপার বিল্ট আপ এলাকার পরিমাপ কমবেশি ৯৪৪.৭৫ বর্গফুট, যার মধ্যে দুটি বেড রুম, একটি থাকার ও ডাইনিং, দুটি টয়লেট এবং একটি রান্নাঘর রয়েছে, সেইসঙ্গে কমবেশি ২ কাঠা ১৩ ছটাক ২১ বর্গফুট জমির এবং বিল্ডিংয়ের সাধারণ এলাকায় আনুপাতিক শেয়ার ও ইন্টারেস্ট। ফ্ল্যাটটি ধলিপাড়ায় তে অবস্থিত, মৌজা - মহিষগোটে, জে এল নং ২০, আর.এস. খতিয়ান নং ৪২৬, এল.আর. খতিয়ান নং ২৯ কৃ, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৩৫৩, পোস্ট ও থানা- রাজারহাট, কলকাতা - ৭০০১৩৫, **শ্রীমতী সহেলী রানার মালিকানাধীন। বিল্ডিং এর চৌহদ্দি:** উত্তরে- আর.এস. দাগ নং ৩৫৩(পি) এর অধীনে প্লট, দক্ষিণে- ৬'-০" প্রশস্ত সাধারণ পথ, পূর্বে- ৮'-০" প্রশস্ত সাধারণ পথ, পশ্চিমে- আরএস দাগ নং ৩৫৩(পি) এর অধীনে প্লট দ্বারা। গ. শ্রীমতী সহেলী রানা ঘ. UBINKOLARB9892A	ক. ২০,৯৭,০০০.০০ টাকা খ. ২,০৯,৭০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের এক্সটেনশন সহ বিড ইনক্রিমেন্টাল পরিমাণ ২১,০০০.০০ টাকা	৫৩,০৪,০৪৬.০০ টাকা ০২.০৯.২০১৯ অনুযায়ী সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	ক) এসএ ৭১৭/২০১৯, ডিআরটি - ৩, কলকাতা খ) বাস্তবিক দখল
৩.	ক. মেসার্স সোনালী এন্টারপ্রাইজ **খ. সম্পত্তি:** 'রানা ভিলা' নামে পাঁচ তলা বিশিষ্ট আরসিসি ফ্রেমের কাঠামোর আবাসিক বিল্ডিং এর ২য় ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ৫ যার সুপার বিল্ট আপ এলাকার পরিমাপ কমবেশি ৯৪৪.৭৫ বর্গফুট, যার মধ্যে দুটি বেড রুম, একটি থাকার ও ডাইনিং, দুটি টয়লেট এবং একটি রান্নাঘর রয়েছে, সেইসঙ্গে কমবেশি ২ কাঠা ১৩ ছটাক ২১ বর্গফুট জমির এবং বিল্ডিংয়ের সাধারণ এলাকায় আনুপাতিক শেয়ার ও ইন্টারেস্ট। ফ্ল্যাটটি ধলিপাড়ায় তে অবস্থিত, মৌজা - মহিষগোটে, জে এল নং ২০, আর.এস. খতিয়ান নং ৪২৬, এল.আর. খতিয়ান নং ২৯ কৃ, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৩৫৩, পোস্ট ও থানা- রাজারহাট, কলকাতা - ৭০০১৩৫, **শ্রীমতী সহেলী রানার মালিকানাধীন। বিল্ডিং এর চৌহদ্দি:** উত্তরে- আর.এস. দাগ নং ৩৫৩(পি) এর অধীনে প্লট, দক্ষিণে- ৬'-০" প্রশস্ত সাধারণ পথ, পূর্বে- ৮'-০" প্রশস্ত সাধারণ পথ, পশ্চিমে- আরএস দাগ নং ৩৫৩(পি) এর অধীনে প্লট দ্বারা। গ. শ্রীমতী সহেলী রানা ঘ. UBINKOLARB9892B	ক. ২০,৯৭,০০০.০০ টাকা খ. ২,০৯,৭০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের এক্সটেনশন সহ বিড ইনক্রিমেন্টাল পরিমাণ ২১,০০০.০০ টাকা	৫৩,০৪,০৪৬.০০ টাকা ০২.০৯.২০১৯ অনুযায়ী সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	ক) এসএ ৭১৭/২০১৯, ডিআরটি - ৩, কলকাতা খ) বাস্তবিক দখল
৪.	ক. মেসার্স সোনালী এন্টারপ্রাইজ **খ. সম্পত্তি:** 'রানা ভিলা' নামে পাঁচ তলা বিশিষ্ট আরসিসি ফ্রেমের কাঠামোর আবাসিক বিল্ডিং এর ২য় ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ৬ যার সুপার বিল্ট আপ এলাকার পরিমাপ কমবেশি ৯৪৪.৭৫ বর্গফুট, যার মধ্যে দুটি বেড রুম, একটি থাকার ও ডাইনিং, দুটি টয়লেট এবং একটি রান্নাঘর রয়েছে, সেইসঙ্গে কমবেশি ২ কাঠা ১৩ ছটাক ২১ বর্গফুট জমির এবং বিল্ডিংয়ের সাধারণ এলাকায় আনুপাতিক শেয়ার ও ইন্টারেস্ট। ফ্ল্যাটটি ধলিপাড়ায় -তে অবস্থিত, মৌজা - মহিষগোটে, জে এল নং ২০, আর.এস. খতিয়ান নং ৪২৬, এল.আর. খতিয়ান নং ২৯ কৃ, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৩৫৩, পোস্ট ও থানা- রাজারহাট, কলকাতা - ৭০০১৩৫, **শ্রীমতী সহেলী রানার মালিকানাধীন। বিল্ডিং এর চৌহদ্দি:** উত্তরে- আর.এস. দাগ নং ৩৫৩(পি) এর অধীনে প্লট, দক্ষিণে- ৬'-০" প্রশস্ত সাধারণ পথ, পূর্বে- ৮'-০" প্রশস্ত সাধারণ পথ, পশ্চিমে- আরএস দাগ নং ৩৫৩(পি) এর অধীনে প্লট দ্বারা। গ. শ্রীমতী সহেলী রানা ঘ. UBINKOLARB9892C	ক. ২০,৯৭,০০০.০০ টাকা খ. ২,০৯,৭০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের এক্সটেনশন সহ বিড ইনক্রিমেন্টাল পরিমাণ ২১,০০০.০০ টাকা	৫৩,০৪,০৪৬.০০ টাকা ০২.০৯.২০১৯ অনুযায়ী সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	ক) এসএ ৭১৭/২০১৯, ডিআরটি - ৩, কলকাতা খ) বাস্তবিক দখল
৫.	ক. মেসার্স অমৃত বায়ো এনার্জি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ **খ. সম্পত্তি:** 'অমৃতধাম' এর মেজানাইন ফ্লোরে এ অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যার ইউনিট নং জি ১, জে এল নং- ৪০, আর.এস. প্লট নং. ৪০২, এল. আর. প্লট নং. ৫১০, আর. এস. খতিয়ান নং. ১৪২, এল. আর. খতিয়ান নং. ১২৭৬, মৌজা- মাকুয়া, থানা- সাঁকরাইল, জেলা - হাওড়া, হাওড়া পৌরসভার মধ্যে, পরিমাপ কমবেশি ১১৬৯ বর্গফুট, **সম্পত্তিটি মেসার্স অমৃত প্রজেক্টস লিমিটেডের মালিকানাধীন।** গ. মেসার্স অমৃত প্রজেক্টস লিঃ ঘ. UBINKOLARB5005A	ক. ১৮,৭০,০০০.০০ টাকা খ. ১,৮৭,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের এক্সটেনশন সহ বিড ইনক্রিমেন্টাল পরিমাণ ২০,০০০.০০ টাকা	৪৪,৮৮,০৪,১০৯.০৬ টাকা (চুয়াল্লিশ কোটি অষ্টআশি লক্ষ চার হাজার একশত নয় টাকা মাত্র) ৩০.০৬.২০২৪ অনুযায়ী সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	ক) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা খ) বাস্তবিক দখল
৬.	ক. মেসার্স অমৃত বায়ো এনার্জি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ **খ. সম্পত্তি:** 'অমৃতধাম' এর মেজানাইন ফ্লোরে অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যার ইউনিট নং এম ১, জে এল নং- ৪০, আর.এস. প্লট নং. ৪০২, এল. আর. প্লট নং. ৫১০, আর. এস. খতিয়ান নং. ১৪২, এল. আর. খতিয়ান নং. ১২৭৬, মৌজা - মাকুয়া, থানা- সাঁকরাইল, জেলা - হাওড়া, হাওড়া পৌরসভার মধ্যে, পরিমাপ কমবেশি ২৪৮৮ বর্গফুট, **সম্পত্তিটি মেসার্স অমৃত প্রজেক্টস লিমিটেডের মালিকানাধীন।** গ. মেসার্স অমৃত প্রজেক্টস লিঃ ঘ. UBINKOLARB5005B	ক. ৩৯,৭০,০০০.০০ টাকা খ. ৩,৯৭,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের এক্সটেনশন সহ বিড ইনক্রিমেন্টাল পরিমাণ ৪০,০০০.০০ টাকা	৪৪,৮৮,০৪,১০৯.০৬ টাকা (চুয়াল্লিশ কোটি অষ্টআশি লক্ষ চার হাজার একশত নয় টাকা মাত্র) ৩০.০৬.২০২৪ অনুযায়ী সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	ক) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা খ) বাস্তবিক দখল
৭.	ক. মেসার্স অমৃত বায়ো এনার্জি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ **খ. সম্পত্তি:** 'অমৃতধাম' এর মেজানাইন ফ্লোরে অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যার ইউনিট নং এম ২, জে এল নং- ৪০, আর.এস. প্লট নং. ৪০২, এল. আর. প্লট নং. ৫১০, আর. এস. খতিয়ান নং. ১৪২, এল. আর. খতিয়ান নং. ১২৭৬, মৌজা- মাকুয়া, থানা- সাঁকরাইল, জেলা - হাওড়া, হাওড়া পৌরসভার মধ্যে, পরিমাপ কমবেশি ৯৩৫ বর্গফুট, **সম্পত্তিটি মেসার্স অমৃত প্রজেক্টস লিমিটেডের মালিকানাধীন।** গ. মেসার্স অমৃত প্রজেক্টস লিঃ ঘ. UBINKOLARB5005C	ক. ১৪,৯৫,০০০.০০ টাকা খ. ১,৪৯,৫০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের এক্সটেনশন সহ বিড ইনক্রিমেন্টাল পরিমাণ ১৫,০০০.০০ টাকা	৪৪,৮৮,০৪,১০৯.০৬ টাকা (চুয়াল্লিশ কোটি অষ্টআশি লক্ষ চার হাজার একশত নয় টাকা মাত্র) ৩০.০৬.২০২৪ অনুযায়ী সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	ক) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা খ) বাস্তবিক দখল
৮.	ক. মেসার্স অমৃত বায়ো এনার্জি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ **খ. সম্পত্তি:** অমৃতধাম' এর মেজানাইন ফ্লোরে অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যার ইউনিট নং এমবি ১, জে এল নং- ৪০, আর.এস. প্লট নং. ৪০২, এল. আর. প্লট নং. ৫১০, আর. এস. খতিয়ান নং. ১৪২, এল. আর. খতিয়ান নং. ১২৭৬, মৌজা - মাকুয়া, থানা- সাঁকরাইল, জেলা - হাওড়া, হাওড়া পৌরসভার মধ্যে, পরিমাপ কমবেশি ১৪২২ বর্গফুট, **সম্পত্তিটি মেসার্স অমৃত প্রজেক্টস লিমিটেডের মালিকানাধীন।** গ. মেসার্স অমৃত প্রজেক্টস লিঃ ঘ. UBINKOLARB5005D	ক. ২১,২৫,০০০.০০ টাকা খ. ২,১২,৫০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের এক্সটেনশন সহ বিড ইনক্রিমেন্টাল পরিমাণ ২২,০০০.০০ টাকা	৪৪,৮৮,০৪,১০৯.০৬ টাকা (চুয়াল্লিশ কোটি অষ্টআশি লক্ষ চার হাজার একশত নয় টাকা মাত্র) ৩০.০৬.২০২৪ অনুযায়ী সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	ক) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা খ) বাস্তবিক দখল
৯.	ক. মেসার্স তারা মা ট্রেডিং কোং. **খ. সম্পত্তি:** শ্রী অমল সাহার দোতলা বিল্ডিং, গ্রাউন্ড ফ্লোর এবং প্রথম ফ্লোরের মোট পরিমাপ ৯১৫ বর্গফুট এবং ৯১৫ বর্গফুট যথাক্রমে, মোট ১৮৩০ বর্গফুট, মৌজা - পানিহারা তে অবস্থিত, জে এল নং ২৪, আরএস নং ১০৮, তৌজি নং ১৪৬, আরএস খতিয়ান নং ৩২৩, দাগ নং ৫৫২ এর অধীনে, এল আর খতিয়ান নং ১৩৫২ এবং মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১১৮, পশ্চিম চন্ডিগড় মেন রোড, থানা- বারাসাত, মধ্যমগ্রাম পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ড, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা তে অবস্থিত। **চৌহদ্দি:** উত্তরে- শ্রী সুভাষ শীলের সম্পত্তি, দক্ষিণে- শ্রী অমল সাহার বাড়ি, পূর্বে- শ্রী নগেন শিল এর সম্পত্তি, পশ্চিমে- ৮ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা। গ. শ্রী অমল সাহা ঘ. UBINKOLARB4295B	ক. ২১,১৫,০০০.০০ টাকা খ. ২,১১,৫০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের এক্সটেনশন সহ বিড ইনক্রিমেন্টাল পরিমাণ ২১,০০০.০০ টাকা	৪৬,৯৪,৪৫৭.০০ টাকা ০১.০৭.২০১৭ অনুযায়ী সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	ক) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা খ) প্রতীকী দখল
১০.	ক. মেসার্স রাহুল প্লাইউড সেন্টার **খ. সম্পত্তি:** সমগ্র ৩য় ফ্লোরের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মোট এলাকা ৩৫৫০ বর্গফুট যা জি + ৩ তলা আরসিসি ফ্রেম কাঠামোর আবাসিক বিল্ডিং-এ অবস্থিত, ঠিকানা-১১৮, রাজা দিনেন্দ্র স্ট্রিট, পোস্ট-শ্যামবাজার, থানা-বড়তলা, কলকাতা , ৭০০০০৪, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পশ্চিমবঙ্গের ১২ নং ওয়ার্ডের এক্তিয়ার এবং পৌর সীমার অধীনে, **মেসার্স মা কারিং কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রীমতী মঞ্জু পান্ডে,** স্বামী- শ্রী অখিলেশ পান্ডে এবং **শ্রীমতী মঞ্জু পান্ডে,** স্বামী- শ্রী সুরেশ পান্ডে **-এর নামে। চৌহদ্দি নিম্নোক্ত মতে:** পূর্ব- প্রেমিসেস নং ৭০/১/২, গৌরী বাড়ি লেন দ্বারা, পশ্চিম- রাজা দিনেন্দ্র স্ট্রীট দ্বারা, উত্তর- প্রেমিসেস নং ১২০-এ, রাজা দিনেন্দ্র স্ট্রীট, দক্ষিণ- অরবিন্দ সরণি দ্বারা। গ. মেসার্স মা কারিং কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড, **শ্রীমতী মঞ্জু পান্ডে,** স্বামী- শ্রী অখিলেশ পান্ডে এবং **শ্রীমতী মঞ্জু পান্ডে,** স্বামী- শ্রী সুরেশ পান্ডে ঘ. UBINKOLARB6786B	ক. ২,০০,০০,০০০.০০ টাকা খ. ২০,০০,০০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের এক্সটেনশন সহ বিড ইনক্রিমেন্টাল পরিমাণ ২,০০,০০০.০০ টাকা	৪,০২,৯৬,৩৩৫.৮৫ টাকা ০৫.১২.২০১৯ অনুযায়ী সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	ক) এসএ নং ৩৮২/২০২৩, ডিআরটি - ৩, কলকাতা খ) বাস্তবিক দখল
১১.	ক. মেসার্স শিব এন্টারপ্রাইজ **খ. সম্পত্তি:** 'মেসার্স মা বৈষ্ণব দেবী কনস্ট্রাকশন' নামে আবাসিক কমপ্লেক্সে বিল্ডিংয়ের ২য় ফ্লোরে গঠিত ফ্ল্যাট নম্বর. ২০১ এর সকল যার পরিমাপ কমবেশি ১১০৪ বর্গফুট যা প্রায় ৩ কাঠা ৯ ছটাক ১৩ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের মোকারারি মৌরাশি বাস্তু জমির সীমানাকৃত অংশ বা অংশের উপর নির্মিত এবং প্রেমিসেস নং ৭/৩, নব কুমার নন্দী লেন, থানা- হাওড়া এবং জেলা - হাওড়া, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ২৭, বিল্ডিং এবং জমিতে সাধারণ এলাকার সুবিধার অধিকার বা ব্যবহারকারীর অধিকার সহ। **সভাবতী দেবী ও রবি প্রজাপতির নামে আছে। প্রেমিসেসটির চৌহদ্দি নিম্নরূপ :** উত্তরে - ৭, নব কুমার নন্দী লেন, দক্ষিণে - ৭/৪, নব কুমার নন্দী লেন, পূর্বে - নব কুমার নন্দী লেন, পশ্চিমে , ফ্ল্যাট নং ২০২, ৭/৩, নব কুমার নন্দী লেন দ্বারা। গ. সভাবতী দেবী ও রবি প্রজাপতি ঘ. UBINKOLARB2113	ক. ২২,৬৫,০০০.০০ টাকা খ. ২,২৬,৫০০.০০ টাকা	১০ মিনিটের এক্সটেনশন সহ বিড ইনক্রিমেন্টাল পরিমাণ ২৩,০০০.০০ টাকা	২২,২৮,৯৩৩.২৯ টাকা ০৯.০২.২০২২ অনুযায়ী সহ অতিরিক্ত সুদ, মূল্য এবং খরচ	ক) এসএ নং ২৪/২০২৩, ডিআরটি - ১, কলকাতা খ) প্রতীকী দখল

কোনও প্রশ্নের জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন :
এএফএম নাজমুল হক (এজিএম), মো.: ৮৩৬৯৬ ৫৪৭৩০, ৯৩৯৮৩ ২০৬৫৫

*** সরকারি রুল অনুযায়ী জিএসটি প্রযোজ্য**
*** সরকারি রুল অনুযায়ী টিডিএস প্রযোজ্য**

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদি বিস্তারিত জানতে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ই-নিলাম ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.unionbankofindia.co.in** এবং ই-বিক্রয় পোর্টাল ওয়েবসাইট **https://www.ebkray.in** দেখুন। ই-নিলামের অংশগ্রহণ এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য ডাকদাতাদের ই-বিক্রয় ইকমার্স ওয়েবসাইট **support.ebkray@psballiance.com** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সকল ডাকদাতাকে আবশ্যিকভাবে কেওয়াইসি নীতি পালন করতে হবে ই-নিলাম পোর্টালের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন এবং অংশগ্রহণের জন্য।
যেকোনও প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ই-বিক্রয় হেল্পডেস্ক ৮২৯১২২০২২০ এবং ইমেল আইডি - support.ebkray@psballiance.com -তে।** পরিচালন / রেজিস্ট্রেশনের অবস্থা জানতে **https://www.ebkray.in** । আর্থিক/ইএমডির অবস্থান জানতে **https://www.ebkray.in**। সহায়ক নম্বরগুলি '৮২৯১২ ২০২২০' দেখুন ই-বিক্রয় পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।

বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) এবং ৮(৬) / রুল ৯(১) অধীনে

সংশ্লিষ্ট নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৬(২) এবং ৮(৬) / রুল ৯(১) অধীনে গণ্য করতে হবে ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদাতা/গণকে উক্ত ঋণ বিষয়ে ই-নিলাম বিক্রয় উক্ত তারিখ অনুযায়ী

ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:

১. **''যেখানে যা আছে''** এবং **''যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে''** এবং **''যেখানে যেমন ভাবে আছে ভিত্তিতে''** বিক্রয় করা হবে, এবং **''অন লাইনে''** পরিচালিত হবে।
২. ই-অকশন বিড ফর্ম, ঘোষণা, অনলাইন নিলাম বিক্রির সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী ওয়েবসাইট **(ক) https://www.unionbankofindia.co.in/auctionproperty/view-auction-property.aspx এবং www.unionbankofindia.co.in (খ) https://www.ebkray.in দরদাতারা https://www.ebkray.in** দেখতে পারেন, যেখানে শিক্ষা বিষয়ক ভিডিও সহ দরদাতার জন্য ''নির্দেশিকা'' পাওয়া যাবে। দরদাতাদের অগ্রিম নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পন্ন করতে হবে :
ধাপ ১:- দরদাতা/ক্রয়কারী নিবন্ধন দরদাতাদের ই-নিলাম অকশন প্ল্যাটফর্মে (উপরে দেওয়া লিংক -এ) তাদের তার মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল আইডি ব্যবহার করে নিবন্ধন করতে হবে। ।
ধাপ ২:- কেওয়াইসি যাচাইকরণ দরদাতার প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। (সম্পূর্ণ কেওয়াইসি নথি পাওয়ার পর এবং তার যাচাইকরণের ৩ দিনের মধ্যে নিবন্ধন সক্রিয় করা হবে) ই নিলাম সফলভাবে সম্পন্ন হলে বিডার কর্তৃক জমা দেওয়া কেওয়াইসি নথি সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে উপলব্ধ করা হবে।
ধাপ ৩:- দরদাতাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি অর্থ স্থানান্তর ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে তৈরি চালান ব্যবহার করে এনইএফটি/ স্থানান্তর ব্যবহার করে অনলাইন/অফলাইন তহবিল স্থানান্তর। ই-নিলামে অংশগ্রহণের আগে ইএমডি পরিমান অর্থ দরদাতার ওয়ালেটে উপলব্ধ হতে হবে যাতে নিলামের পরবর্তী কাজ পরিপূর্ণ হয়।
ধাপ ৪:- নিলামের সময় অংশগ্রহণের জন্য উপরে উল্লিখিত **ই-বিক্রয় পোর্টালে** লগ ইন করতে হবে।
৩. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা শেষ পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে জানা যায় উক্ত সম্পত্তি/গুলির উপর কোন দ্বায়ভার নেই। যদিও ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার পূর্বে নিলামে রাখা উক্ত সম্পত্তির জায়ভার, দাবি/অধিকার/বকেয়া/স্বত্ব এবং যা সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। ই-নিলাম বিজ্ঞাপন ব্যাংকের কোন প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধি গঠন করে বলে গণ্য হবে না। ব্যাংকের কাছে জানা বা অজানা, বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দ্বায়ভার নিয়ে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক /সুরক্ষিত পাওনাদার কোনোভাবেই তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনার জন্য দায়ী থাকবে না। নিলামে বিক্রির জন্য রাখা সম্পত্তি/গুলি সম্পর্কে অনলাইন বিড জমা দেওয়ার পরে কোন দাবী গ্রহণ করা হবে না।
৪. **অনলাইন ই-নিলামের তারিখ ১৩.১২.২০২৪ দুপুর ১২:০০টা থেকে বিকাল ০৫:০০ টার মধ্যে।**
৫. ইএমডি এবং ডকুমেন্ট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় : **দর করার আগে নিলামের সময় শেষ হওয়ার আগে ইএমডি জমা দেওয়া হবে এবং সম্পত্তি আইডির সাথে লিঙ্ক / ম্যাপ করা হবে। কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি এড়াতে সম্পত্তি আইডি সহ ইএমডি পরিমাণ জমা ও লিঙ্ক/ম্যাপ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**
৬. **পরিদর্শনের তারিখ : ১২.১২.২০২৪ তারিখ বিকেল ০৫:০০টা পর্যন্ত।**
৭. শুধুমাত্র অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে।
৮. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তার ওয়ালেটে বিড মূল্য থাকতে হবে। দরদাতাকে সেই সম্পত্তি(গুলির) নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হবে না যার জন্য এই ধরনের ইএমডি পরিমাণ জমা করা হচ্ছে।
৯. দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির বিষয়ে পরিদর্শন ও সন্তুষ্ট হওয়ার ব্যাপারে দায়িত্ব ইচ্ছুক দরদাতাদের। **ই-বিক্রয়** ৩ দিনের মধ্যে ফেরত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।
১০. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট কোন সুদ বহন করবে না। সফল দরদাতাকে সফল বিডের পরিমাণের ২৫% (ক্রয় মূল্যে) (আপনার গ্লোবাল ওয়ালেট থেকে ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি পরিমাণ হিসাবে ১০% রিজার্ভ মূল্য সহ) জমা দিতে হবে অবিলম্বে যেটা নিলামের দিনে বা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে, এবং তার অনুকূলে থেকে ই-নিলামের বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সফল ডাকদাতাকে বিডের অবশিষ্ট ৭৫% পরিমাণ (ক্রয়মূল্য) জমা করতে হবে। নিলাম বিক্রয় ব্যাংকের নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে।
১১. ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ১৯৬১ এর সেকশন ১৯৪-আইএ অনুসারে, টিডিএস @ ১.০০% বিক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে বিক্রয় বিবেচনা ৫০,০০,০০০/-টাকা (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) এবং তার উপরে। সফল দরদাতা/ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্য থেকে টিডিএস কেটে আয়কর দফতরে ফরম নং ১৬-বি-তে জমা দেবে, যাতে ব্যাংকের নাম এবং প্যান নম্বর এএএসিইউ০৫৬৪জি বিক্রেতার হিসেবে থাকবে এবং টিডিএস সার্টিফিকেট এর মূল রশিদ জমা দেবে ব্যাংকে। (কৃষি জমি ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য)
১২. সফল বিডার কর্তৃক অর্থ জমা করার ক্ষেত্রে ডিফল্ট হলে ইতিমধ্যে জমা করা সম্পূর্ণ টাকা বাজেয়াপ্ত হবে, এবং সম্পত্তি পুনরায় নিলামে রাখা হবে এবং খেলাপি দরদাতার সম্পত্তি/পরিমাণের ব্যাপারে কোন দাবি/অধিকার থাকবে না।
১৩. ক্রেতা প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/রেজিস্ট্রেশন ফি/টিডিএস নিলাম মূল্য/অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি বহন করবে এবং সেই সাথে বিধিবদ্ধ/অ -সংবিধিবদ্ধ পাওনা, কর, মূল্যায়ন চার্জ ইত্যাদি।
১৪. অনুমোদিত আধিকারিক কোন কারণ উল্লেখ না করে ই-নিলাম বিক্রয় কার্যক্রম স্থগিত/ বাতিল করতে পারেন। যদি ই-নিলাম বিক্রয় বিক্রির পূর্বনির্ধারিত তারিখ থেকে ১৫ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়, তবে এটি পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে। অনুমোদিত আধিকারিকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, বলবৎ এবং প্রশ্নাতীত।
১৫. বিক্রেতার সার্টিফিকেট অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক সফল বিডারের অনুকূলে সম্পূর্ণ ক্রয় মূল্য/ বিড পরিমাণ জমা করার পরে এবং সমস্ত কর/ চার্জ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে শুধুমাত্র জারি করা হবে এবং অন্য কোনো নামে দেওয়া হবে না।
১৬. পরিবহন, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক চার্জের জন্য প্রযোজ্য আইনি চার্জ নিলাম ক্রেতা বহন করবে।
১৭. সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্ত সাপেক্ষে হবে। বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে /জিজ্ঞাস্য থাকলে প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরে সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
১৮. যে সকল দরদাতা দরপত্র জমা দিয়েছেন, তারা ই-নিলাম বিক্রির শর্তাবলী পড়েছেন এবং বুঝেছেন এবং তাদের দ্বারা আবদ্ধ বলে গণ্য হবে।

বিশেষ নির্দেশনা / সতর্কতা :

ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে শেষ মিনিট/সেকেন্ডর ডাক এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অথবা পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার সংশ্লিষ্ট শেষ সময়ের (ইন্টারেনেট ফেলিওর, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ইত্যাদি) ত্রুটির জন্য দায়ী হবে না সব দায় নিতে হবে ডাকদাতাদের। সংশ্লিষ্ট অসুবিধা এড়ানোর জন্য ডাকদাতাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/বিকল্প ব্যবস্থার যেমন ব্যাক আপ পাওয়ার সাপ্লাই এবং প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাদির মোকাবিলার জন্য ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে সফলভাবে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য।

তারিখ : ২৬.১১.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মাছ চাষে সরকারি পুকুর দখলে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে রণক্ষেত্র গাজোল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মাছ চাষের জন্য সরকারি পুকুর দখলকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল গাজোল থানার আকালপুর এলাকা। এই ঘটনায় ভাঙচুর করা হয়েছে বেশ কয়েকটি বাড়ি। পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তিনটি মোটরবাইক বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার সকাল থেকে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গাজোল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। আগুন নিভাতে মালদা সদর থেকে একটি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছয়। দু'পক্ষের হামলার ঘটনায় জখম হয়েছেন তিনজন। তাদের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। এই হামলার ঘটনায় পুলিশ দু'পক্ষের মোট তিনজনকে আটক করেছে।

পুলিশের স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গাজোলের শ্যামপুর গ্রামে দু'টি মাছের পুকুর রয়েছে। আর এই পুকুরের দখল নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে আকালপুর গ্রামের পরেশ সরকার, বিশ্বনাথ সরকারের দলের সঙ্গে বিবাদ চলছিল শ্যামপুর গ্রামের লালচাঁদ প্রামাণিক, সুরজিৎ প্রামানিকদের। এনিয়ে দু'পক্ষের বিবাদ গড়িয়েছে আদালতে। এরই মধ্যে শ্যামপুর গ্রামের বাসিন্দা লালচাঁদ প্রামানিকের ওপর হামলা চালায় পরেশ সরকারের দলবল। মঙ্গলবার সকালে শ্যামপুর গ্রামের বাসিন্দা সুরজিৎ প্রামানিক ও মনোজ প্রামাণিকের ওপরেও হামলা হয় বলে অভিযোগ। সকালে এই হামলার প্রতিবাদ করে এদিন দুপুরে শ্যামপুর গ্রামের লোকজন আকালপুর গ্রামের পরেশ সরকার ও বিশ্বনাথ সরকারের বাড়িতে হামলা চালায়। বাড়িঘর ভাঙচুর করে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

এদিকে পুরো ঘটনাটি নিয়ে শুরু হয়েছে আর রাজনৈতিক বিতর্ক। বিজেপির জেলার সাধারন সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি বলেন, 'তৃণমূলের দুটি গোষ্ঠীর পুকুর দখলকে ঘিরেই এই সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটেছে। শাসকদল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এমন ভাবে এলাকায় সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে। যেখানে নিজেদের মধ্যে প্রতিটি জায়গায় গণ্ডগোল হচ্ছে। আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, 'এই ঘটনার মধ্যে কোনও দলীয় যোগাযোগ নেই। সম্পূর্ণ গ্রাম্য বিবাদ। দু'পক্ষের মধ্যেই সরকারি পুকুর দখলকে কেন্দ্র করে গোলমাল হয়েছে। গাজোলে বিজেপির বিধায়ক রয়েছেন। ওখানকার এমপি বিজেপির। ওদের দলের মধ্যেই এই গণ্ডগোলের সূত্রপাত নিজেদের দোষ ঢাকতে রাজনৈতিক রঙ দিচ্ছে বিজেপি।' পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। দু' পক্ষের গোলমালের ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে। এলাকায় পুলিশি টহলদারি চালানো হচ্ছে।

এবার জেলার মেডিক্যাল কলেজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: কলকাতার পর জেলার মেডিক্যাল কলেজগুলিতে রাত্রির সাথী প্রকল্পের কাজ সহ অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখছে টেট লেভেল সিকিউরিটি অডিট কমিটির চেয়ারম্যান সুরজিৎ কর পুরকায়স্থর নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের একটি দল। মঙ্গলবার মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার পর স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম এবং সুরজিৎ কর পুরকায়স্থ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও সুপারদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সোমবারই তাঁরা মেদিনীপুর শহরে পৌঁছন। তারপর ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজে যান। দুপুর নাগাদ মেদিনীপুর শহরে ফিরে ঝাড়গ্রাম, তমলুক, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল, সুপার এবং জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নিয়ে জেলাশাসকের কার্যালয়ে নিরাপত্তা অডিট সংক্রান্ত বিষয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক ডঃ সৌম্যশঙ্কর সারেঙ্গীও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

ডঃ সারেঙ্গী জানান, মঙ্গলবার দলটি মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ পরিদর্শন করেন এবং মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজকে নিয়ে বৈঠক হয়। তারপর মেডিক্যাল কলেজ পরিদর্শন করতে পারেন কমিটির চেয়ারম্যান সহ সদস্যরা। তিলোত্তমা কাণ্ডের পর রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলির নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে জোর দেয় রাজ্য সরকার। রাজ্যের প্রাক্তন ডিজি তথা কলকাতার প্রাক্তন নগরপাল সুরজিৎ কর পুরকায়স্থের নেতৃত্বে ৭ সদস্যের একটি দল গড়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। নাম দেওয়া হয়, স্টেট লেভেল সিকিউরিটি অডিট কমিটি।

গত কয়েকদিনে এই কমিটি কলকাতার এসএসকেএম, এনআর এস সহ বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ পরিদর্শন করে নিরাপত্তা বিষয়ক দিকগুলি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এবার তাঁরা জেলায় জেলায় সিকিউরিটি অডিটের কাজ করছেন। রাজ্য সরকারের রাত্রির সাথী প্রকল্পের কাজ কতখানি এগিয়েছে এবং নিরাপত্তা মজবুত করতে আর কী কী প্রয়োজন, সেই বিষয়ে মেদিনীপুরের বৈঠকে তাঁরা খোঁজখবর নিয়েছেন বলে বৈঠকে উপস্থিত এক আধিকারিক জানিয়েছেন। নিরাপত্তা সংক্রান্ত অডিট মিটিংয়ের পর সেই রিপোর্ট চেয়ারম্যান সুরজিৎ কর পুরকায়স্থের নেতৃত্বাধীন দলটি মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য সরকারের কাছে পৌঁছে দেবেন এবং সেই মতো পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

স্কুলের অফিসে ভাঙচুর, সিসি ক্যামেরার হার্ড ডিস্ক খুলে চম্পট

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: স্কুলের অফিসে ভাঙচুর চালিয়ে রহস্যজনক ভাবে একাধিক দরজার তালা ভেঙে স্কুলের অফিসে ঢুকে শুধুমাত্র সিসি ক্যামেরার হার্ড ডিস্ক খুলে নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। রহস্যজনক এই দুষ্কৃতী হামলায় চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়ার অন্যতম নামী সোনামুখী বি জে হাইস্কুলে। ঘটনায় স্তম্ভিত স্কুল কর্তৃপক্ষ পুলিশে খবর দিলে সোনামুখী থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বাঁকুড়া জেলার অন্যতম নামী স্কুল হিসাবে পরিচিত সোনামুখী বিজে হাইস্কুল। স্কুলের নিরাপত্তার স্বার্থে গোটা স্কুল মোড়া রয়েছে সিসি ক্যামেরার নজরদারিতে। মঙ্গলবার সকালে স্কুলের এক কর্মী স্কুল খুলতে এসে দেখেন, স্কুলের একাধিক দরজায় লাগিয়ে রাখা তালা ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। স্কুলের অফিস ঘরে গিয়ে দেখা যায় সেখানের দরজাতেও দেওয়া তালা ভেঙে দুষ্কৃতীরা ভিতরে ঢুকে একের পর এক মোট ৫ টি আলমারির তালা ভেঙে তছনছ করে দিয়ে গিয়েছে।

ঘটনার খবর পেতেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষকরা স্কুলে হাজির হয়ে দেখেন দুষ্কৃতীরা তালা ভেঙে বিভিন্ন নথিপত্র তছনছ করে ফেললেও কোনও গুরুত্বপূর্ণ নথি নিয়ে যায়নি। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দুষ্কৃতীরা স্কুলের অফিস ঘরে ঢুকে আলমারিতে রাখা ১৩০০ টাকা ও রহস্যজনক ভাবে সিসি ক্যামেরার হার্ড ডিস্ক খুলে চম্পট দিয়েছে। সিসি ক্যামেরার হার্ড ডিস্কই কেন দুষ্কৃতীদের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল তা ভেবেই কূল কিনারা পাচ্ছে না স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুলের তরফে বিষয়টি জানানো হয়েছে সোনামুখী থানায়। রহস্যজনক ঘটনার তদন্তে নেমেছে সোনামুখী থানার পুলিশ।

কর্মতীর্থ ভবনে মদের আসর, বিতর্ক গোঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের কর্মতীর্থ ভবন এখন অপরাধীদের 'আঁতুরঘর'! রাত নামলেই হয়ে ওঠে ভাটিখানা। চারিদিকে মদের বোতল। গোঘাট এক নম্বর ব্লকের কর্মতীর্থ ভবনের ভিতরে মদের বোতল গড়াগড়ি খাচ্ছে। একেবারেই বেহাল অবস্থা। অথচ ওই ভবনেই রয়েছে কৃষি দপ্তর থেকে শুরু করে সরকারি ভাবে ধান কেনাবেচার কেন্দ্র এবং স্ব-নির্ভরগোষ্ঠীর মহিলাদের দোকান ঘর। আর এসবের মধ্যেই মদের আড্ডা বসার অভিযোগ। কর্মতীর্থ ভবনের এই অবস্থা দেখে তীব্র কটাক্ষ বিরোধীদের।

বিজেপি নেত্রী দোলন রায়ের কটাক্ষ, দিদি ২৮ টাকার পাউচ করেছেন, আর ভাইয়েরা খাবেন না, এটা তো হয় না। ভাইয়েরা দিব্যি কর্মতীর্থ ভবনে বসে মদ খাচ্ছে। বেশ ধুমধাম করেই শুরু হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প কর্মতীর্থ ভবন। তবে কয়েক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বর্তমানে সেই স্বপ্নে ধরল চিড়! যে স্থানে কর্মতীর্থ গড়ে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল, সেই স্থানটি বর্তমানে অসামাজিক কাজের 'আঁতুড়ঘর' হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ। মদ খেয়ে রীতিমতো সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বিল্ডিং জুড়ে জায়গা পেয়েছে মদের বোতল কিংবা অন্যান্য আবর্জনা।

এই পরিস্থিতির কথা শুনে গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি মনোরঞ্জন পাল রীতিমতো লজ্জিত বলে জানান। তিনি বলেন, 'অনেক কষ্ট করে এলাকার গরিব অসহায় মহিলাদের নিয়ে স্ব- নির্ভরগোষ্ঠী তৈরি করা হয়েছিল। তাদের যাতে কর্মসংস্থান হয় সেই জন্য এই ভবন তৈরি করা হয়। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি দেখে খুবই অপমানিত হচ্ছি।' স্বাভাবিক ভাবেই এই পরিস্থিতিতে শাসকদলের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই ভবন তৈরি হয়েছিল, তা কি বাস্তবায়িত হল। ওখানে যদি মদের আড্ডা বসে তাহলে কি মহিলাদের নিরাপত্তা ওখানে থাকবে। একটা সরকারি অফিস থাকা সত্ত্বেও কিভাবে মদের আসর বসে।

এই বিষয়ে গোঘাট এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সঞ্চিত পাখিরা বলেন, তাদের এই বিষয়টি জানা নেই। তবে যদি এই রকম ঘটনা ঘটে তা হলে প্রশাসনিক ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অপরদিকে গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজয় রায় বলেন, 'যে জায়গায় কর্মতীর্থ ভবন তৈরি হয়েছে সেই জায়গা থেকে বিডিও অফিস অনেক দূরে। তাই ওই ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়নি। তবে এই বিষয়টি নিয়ে বিডিও থেকে শুরু করে থানায় জানাব।'

আবাসের সমীক্ষায় বিক্ষোভের মুখে কাজ না করেই ফিরল সমীক্ষক দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আবাস যোজনার সমীক্ষা করতে গিয়ে ফের প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়তে হল সমীক্ষক দলকে। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার গোগড়া ক্ষেত্রপাল পাড়ায়। বিক্ষোভকারীদের দাবি, যতবারই সমীক্ষা হচ্ছে ততবারই আসল প্রাপকদের বঞ্চিত করে বারংবার বাড়ি পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে সুনির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে।

সারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আবাস সমীক্ষার কাজ শুরু হলেও বাঁকুড়ার তালডাংরা বিধানসভায় উপ নির্বাচন থাকায় আবাস সমীক্ষার কাজ থমকে ছিল বাঁকুড়া জেলায়। উপনির্বাচন শেষ হতেই বাঁকুড়া জেলাজুড়ে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে আবাসের সমীক্ষার কাজ। দ্রুত সমীক্ষার কাজ শেষ করতে জেলাজুড়ে নামানো হয়েছে মোট ৮০০টি দলকে। আর সেই সমীক্ষার কাজ শুরু হতেই বড়সড় ধাক্কা খেল আবাস সমীক্ষা।

মঙ্গলবার বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের চার জন আধিকারিকের একটি সমীক্ষক দল গোগড়া ক্ষেত্রপাল পাড়ায় আবাসের সমীক্ষা করতে গেলে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, বারংবার সমীক্ষা হলেও আসল যাঁদের বাড়ি পাওয়া প্রয়োজন তাঁদের বাড়ি না দিয়ে বারংবার বাড়ি পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে গুটিকয় পরিবারকে। স্বচ্ছভাবে সমীক্ষা না হলে তাঁরা এলাকায় আবাসের সমীক্ষা করতে দেবেন না বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। এদিন বিক্ষোভের মুখে পড়ে ওই সমীক্ষক দল সমীক্ষা না করেই ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

সমীক্ষক দলের দাবি, বাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের কোনও ভূমিকা নেই। তাঁদের আবাসের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে সেই তালিকা ধরেই তাঁরা সমীক্ষা করছেন। কোতুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানও বাড়ি দেওয়ার বিষয়টি তাঁর এক্তিয়ারভুক্ত নয় বলেই দায় এড়িয়েছেন।

জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য আইন লাগু, সমস্ত কৃষি ঋণ বাতিল সহ মোট ১১ দফা দাবিকে সামনে রেখে পূর্ব বর্ধমান জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে মঙ্গলবার বিক্ষোভ দেখায় সংযুক্ত কিষান মোর্চা ও বাম কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির। এদিন বর্ধমানের পার্কাস রোড মোড়ে জমায়েত করেন সংযুক্ত কিষান মোর্চা ও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির কর্মী সমর্থকরা। সেখান থেকে মিছিল করে জেলা শাসকের দফতরের সামনে কার্জন গেটে আসে সেই মিছিল। সেখানেই কৃষাণ মোর্চা ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির কর্মী সমর্থকদের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সারা দেশ জুড়ে কৃষকদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না কৃষকেরা। ঋণের বোঝা বাড়তে বাড়তে কৃষকদের নাভিশ্বাস দশা। ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ বিল, বীজ ও সারের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির ফলে চূড়ান্ত নাকাল হচ্ছে সাধারণ কৃষকেরা। এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে কৃষি ঋণমকুব, সার ও বীজের দাম কমানো, ফসলের ন্যায্য দাম দেওয়া, ৬০ বছরের ওপর প্রতিটি কৃষককে মাসে ১০ হাজার টাকা পেনশন প্রদান সহ মোট ১১ দফা দাবিতে এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলাশাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

কংগ্রেসের সভা: সংবিধান দিবসের ৭৫তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে মঙ্গলবার সকাল ১০ টা থেকে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় কংগ্রেসের। কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লকের কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি পুরব ব্যানার্জি, কংগ্রেসের নেতা মোজাম্মেল হক, ব্লকের সাধারণ সম্পাদক ধর্মেন্দ্র শর্মা, বুদবুদ ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি জয়গোপাল দে সহ অন্যান্যরা। ব্লক সভাপতি জানিয়েছেন, ভারতীয় সংবিধানের ৭৫তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এদিন রাজ্যে জুড়ে সাধারণ মানুষের সামনে সংবিধানের মর্যাদা এবং নাগরিক সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়।

সীমান্তে ৩৬ .৫৬ লক্ষ টাকার সোনা সহ আটক বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্তে ৩৬ .৫৬ লক্ষ টাকার সোনা সহ আটক এক বাংলাদেশি যাত্রী। মঙ্গলবার ৩৬.৫৬ লক্ষ টাকার সোনা সহ ১ বাংলাদেশি যাত্রীকে আটক করল বিএসএফ।

বিএসএফ সূত্রে খবর, বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের ১৪৫তম ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা আইসিপি পেট্রাপোলে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসার সময় এক বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেন। চেকিংয়ের সময় ধৃতের শরীরে ধাতব পদার্থের উপস্থিতি লক্ষ্য করে তার কাছে তল্লাশি চালিয়ে ৪টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করে বিএসএফ। উদ্ধার হওয়া সোনার বিস্কুটগুলির ওজন ৪৭৩ গ্রাম যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৩৬.৫৬ লক্ষ টাকা।

বিএসএফের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে গ্রেপ্তার হওয়া বাংলাদেশি পর্যটক পেশায় একজন কৃষক সে বেশি অর্থ উপার্জনের লোভে পাচারের কাজে জড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশ থেকে এনে এই সোনার বিস্কুট তার কলকাতার বড়বাজারে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল যার জন্য তাকে ৪০ হাজার টাকা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছিল পাচারকারীরা। আটক বাংলাদেশি যাত্রী এবং উদ্ধার করা সোনা পেট্রাপোলের শুল্ক বিভাগের কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিশ নং ইএনজিজি-০৬/২৪-২৫ (ওপেন), তারিখ ঃ ২২.১১.২০২৪। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, উত্তর ২৪ পরগনা, ডাকঘর - কাঁচরাপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩১৪৫ কর্তৃক www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন প্রখ্যাত ঠিকাদার বিশেষভাবে যাঁদের রেলওয়ে/ সিপিডব্লুডি/পিডব্লুডি/এমইএস/ সেচ বা অন্য কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে সমতুল ধরনের কাজ অতীতে সম্পাদন করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ- ক্র. নং. (১); টেন্ডার নং. ডব্লুটি-১৫-২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ কেপিএডব্লু-তে এস/২৯ এ এবং লোকো অ্যান্ড ক্যারেজ-এর বিভিন্ন শপে গ্যান্ট্রি রেল-এর সংস্কার এবং এস/২৯বি/এপিপি-১ -এ গ্যান্ট্রি রেল-এর ওজন বহনক্ষমতার উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য ঃ ৩,৫৩,৫৪,৫২৫;০৭ টাকা; বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন*ঃ ৩,২৬,৮০০.০০ টাকা; টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য; স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ১২ মাস; ক্র. নং. (২); টেন্ডার নং. ডব্লুটি-১৬-২৪-২৫; কাজের বিবরণঃ কেপিএডব্লু-তে ক্যারেজ কমপ্লেক্সে শপ নং ১৮ এবং ২৫-এর জন্য হেভি ডিউটি ফ্লোর। টেন্ডার মূল্য ঃ ৮,১৯,৮৯,৫৮৩.১০ টাকা; বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন*ঃ ৫,৬০,০০০.০০ টাকা; টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য; স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ১৮ মাস; টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ উভয় টেন্ডারের জন্য ১৬.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। *রেলওয়েবোর্ডপত্র নং ঃ ২০২০/ সিই-১/সিটি/৩ই/জিসিপি/পলিসি, তাং. ৩০.১২. ২০২০-তে ৩১.১২.২০২১ তারিখ পর্যন্ত কোনো ওয়ার্কস টেন্ডারের জন্য প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) গ্রহণ করতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু, পরবর্তীকালে আজকের তারিখ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো নির্দেশ প্রদত্ত হয়নি, তাই ইএমডি প্রদানের ব্যবস্থা ফিরে এসেছে। কাজের পরিসর নির্দেশাত্মক মাত্র। যদিও বিশদ রেলওয়ের ই-টেন্ডারিং সাইট (আইআরইপিএস) অর্থাৎ https://www.ireps.gov.in-এ দেখা যাবে। বিজ্ঞাপিত মেয়াদ ঃ যে সময়কালে এই টেন্ডার সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে কিন্তু দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে না। দরপ্রস্তাব দাখিলের মেয়াদকাল ঃ টেন্ডার খোলার তারিখের পনেরো দিন আগে থেকে, টেন্ডারদাতারা তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে পারবেন। টেন্ডার ১৬.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টোয় বন্ধ হবে এবং ওই একই দিনে দুপুর ২টো ৩০ মিনিটের পরে যে কোনো সময়ে খোলার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি এবং ব্যবহারপোযোগী নেট পাওয়া গেলে খোলা হবে।
(MISC-246/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ওএএইচ/২/১/জেনারেল। তারিখ ঃ২৫.১১.২০২৪। ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক সমতুল ধরনের কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/ সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ডিইএন/৪/এইচডব্লু এইচ-এর অধীনে। ক্র.নং.(১); ই-টেন্ডার নং.ঃ ২৭৬_২০২৪-২৫। কাজের বিবরণঃ এবিএসএস-এর অধীনে রামপুরহাট স্টেশনের সম্মুখভাগ, বারান্দার উন্নয়ন, বোলপুর শান্তিনিকেতনে বিদ্যমান ওয়েটিং হল এবং শৌচালয়গুলির আধুনিকীকরণ, বুকিং অফিস ও আসবাবপত্রের সম্পূর্ণ করার কাজ। আনুমানিক মূল্যঃ ৪,৩৪,০৫,৯৩৩.৬১ টাকা; বায়না অর্থঃ ৩,৬৭,০০০.০০টাকা; ক্র.নং. (২); ই-টেন্ডার নং. ২৭৭_২০২৪-২৫; কাজের বিবরণঃ এবিএসএস-এর অধীনে সাঁইথিয়া জংশনের সম্মুখভাগ, বারান্দা, বুকিং অফিস, শৌচালয়, ওয়েটিং হল, দিব্যাঙ্গজনদের সুবিধাবলির পুনরুন্নয়নের কাজ। আনুমানিক মূল্যঃ ৩,৯১,১৬,৯১৬.৬৯ টাকা; বায়না অর্থঃ ৩,৪৫,৬০০.০০ টাকা। টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকায়) ঃ ক্র.নং. ১ ও ২ এর জন্য শূন্য। সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ ক্র.নং. ১ ও ২ এর জন্য স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে বারো (১২) মাস। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ১৬.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টোয়। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে বলা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিং-এর ক্ষেত্রে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য, কেবলমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতেই গ্রহণ করা হবে। দ্রষ্টব্যঃ- আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহূত টেন্ডারের ক্ষেত্রে প্রদেয় বায়না অর্থরূপে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।
(HWH-446/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

পূর্ব রেলওয়ে
সংশোধনী

ই-টেন্ডার নোটিস নং ডিসিপিএম-জিএস-ইএনজি-এসডিএএইচ-০৮-২৪-২৫, তারিখ ঃ ২১.১১.২০২৪-এর সংশোধনী যা ডেপুটি সিপিএম/জিএস ইউ/ইএনজিজি/শিয়ালদহ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে এই কাজের জন্য - শিয়ালদহ ডিভিসন-গতিশক্তি ইউনিট - শিয়ালদহতে নতুন কোচিং কমপ্লেক্স (এনসিসি)-এ এলএইচবি স্টোর বিল্ডিং (জি+১) নির্মাণ। শিডিউল-এ-র একীকৃত জিএসটি অর্থরাশি ২৩,৯০,৯৬৫.৯৯ টাকা রূপে পড়তে হবে। অন্য নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।
(SDAH-251/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Kalikapur-II Gram Panchayat
Vill.-Sahebpur, P.O.-Kalikapur, P.S.-Sonarpur, South 24 PGS, Pin-743330
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **NIT No.:- 2 & 3, Memo No.- 255 & 256/KP-II/ 2024-25, Date : 26.11.2024.** Total Scheme-8 Nos., Fund :- 15th FC (Tied, 1st installment 2024-2025). Date of Publish of Tender: **26.11.2024 from 06:30 PM.** Last Date of Submission: **03.12.2024 up to 12:00 Noon.** Date of Opening of Tender: **06.12.2024 at 12:30 PM.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Kalikapur-II Gram Panchayat

Tender Notice
Following four E-tender and one offline tender notices are hereby invited on behalf of Prodhan, Bahirgachi GP, Post- Hat Bahirgachi, Dt.- Nadia vide **NIT No- 9 (e)/ BGP/15th** CFC/Tied/2024-25, **10 (e)/BGP/15th** CFC/Untied/ 2024-25, **11(e)/BGP/15th** CFC/ Tied/ 2024-25 **and 12(e)/BGP/15th** CFC/Untied/2024-25 **dated- 27.11.2024. Last date of bid submission 06.12.2024**. Details information is available in www.etender.wb.nic.in.
Sd/- Prodhan
Bahirgachi Gram Panchayat
P.O.- Hat Bahirgachi, Nadia

Notice Inviting e-Tender
NIT No.: JOY2/08 of 2024-25, Date: 20.11.2024 & NIT No.: JOY2/09 of 2024-25, Date: 21.11.2024. It is here invited by the BDO/EO, Joynagar-II for e-Tender of 8 nos. of Work vide **Tender Id: 2024_ZPHD_773105_1 to 2024_ZPHD_773105_3 & 2024_ZPHD_773106_1 to 2024_ZPHD_773106_5** and Last Date of Bid Submission is **03.12.2024.** For details visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/-
BDO/EO
Joynagar-II Dev. Block/PS
Nimpith, South 24 Parganas

Kalikapur No-1 Gram Panchayet
Kalikapur, Sonarpur Block, South 24 Parganas.
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **e-NIT No.: Kali-1/111/2024-2025, Date : 27.11.2024.** Total Scheme-7 Nos., Fund :- **15TH CFCG (Untied).** Bid Submission Start Date (Online): **27.11.2024 from 12:00 Noon.** Bid Submission Closing Date (Online): **04.12.2024 up to 04:00 PM.** Technical Bid Opening Date (Online) : **09.12.2024 at 12:30 PM.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Kalikapur No-1 Gram Panchayet

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER 2nd call
N.I.E. ET. No. 16/PW/ Eng/24 Dt. 22.07.24
Visit to website www.wbtenders.gov.in
For details please contact to Tender Cell, AMC
SE,
Asansol Municipal Corporation

Rajhat Gram Panchayat
Bhatua, Rajhat, Bandel, Hooghly
e-Tender Notice
e-Tender are invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 12 nos. different development work vide **NIT No: 452, Date: 21.11.2024**. Bid Submission : **on or before 03.12.2024 up to 02:00 PM**. Bid Opening Date : **03.12.2024 at 03:30 PM.** For detailed information visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Rajhat Gram Panchayat

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Supply of Refreshment Items including Lunch Packet under NUHM Department, Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/PUR/COMM/NIT-006/24-25
Tender ID : 2024_MAD_774311_1
2) Name of the Work: Supply of Training Kit under NUHM Department, Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/PUR/COMM/NIT-006/24-25
Tender ID : 2024_MAD_774311_2
Last Date : 04th December 2024, up to 5:00 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : wbtenders.gov.in **Durgapur Municipal Corporation**

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-35 & 37 of 2024-2025 Dated 25.11.2024
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: wbtenders.gov.in, www.addaonline.in or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

Sapuipara Basukati Gram Panchayat
Sapuipara, Nischinda, Howrah – 711 227
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of **2 nos.** development work vide **Memo No :- 213/NIT/ 5th SFC UNTIED/SB/24-25 & e-NIT No.- WB/HOW/BJ/SBGP/NIT19/ 24-25, Date: 26.11.2024.** Documents Download/Sale & Bid Submission Start Date (Online): **26.11.2024 at 07:00 PM.** Bid Submission End Date (Online): **05.12.2024 up to 06:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **09.12.2024 at 11:00 AM.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Sapuipara Basukati Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/451/24-25 Dated 25.11.2024	REPAIRING & RENOVATION OF J.N BOSE ROAD TO HOSPITAL MORE VIA OLD 16', PETUA CULVERT, NIKUNJA MORE, NABATARA SCHOOL AT WARD NO.- 21 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.19,94,345.00

Bid Submission end date: **12.12.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
আগ্রহের প্রকাশ (ইওআই)
মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা '**কন্ট্যাক্টলেস আরএফআইডি স্মার্ট কার্ড'–এর সামনের দিকে বিজ্ঞাপনের জন্য (বিজ্ঞাপনের জন্য স্থান/প্রতি স্মার্ট কার্ডঃ দৈর্ঘ্য ৮৫.৬ মিমি, প্রস্থ–৫৪ মিমি)** আগ্রহের প্রকাশ(ইওআই) আহ্বান করছে। কোম্পানির নাম এবং লোগো দেওয়ার জন্য স্মার্ট কার্ডের সামনের দিকে সাইড বেল্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। আগ্রহী সংস্থা/এজেন্সীসমূহ উদ্যোগের জন্য সাশ্রয়ী এল/ফি সহ শীঘ্রই আসতে পারেন এবং ডেপুটি সিওএম (কমার্শিয়াল), মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। আরও তথ্যের জন্য টেলিফোন নংঃ ০৩৩–২২৫৫৫২৮৮, ইমেল আইডিঃ dycomcmml@mtp.railnet.gov.in
বন্ধের তারিখঃ ০৩.১২.২০২৪, সময়ঃ বিকেল ৪টে পর্যন্ত।
প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশনস্ ম্যানেজার
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/452/24-25 Dated 25.11.2024	Construction of Class Room of Gorkhara F.P. School, Post Office: Sonarpur, District: South 24 Ward No. 11, Rajpur Sonarpur Municipality, Under 147 Sonarpur Dakshin Ac.	Rs.2,26,605.00

Bid Submission end date: 05.12.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

আইপিএলে দল পেলেন না যেসব তারকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএল ইতিহাসের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার তিনি। করেছেন আইপিএলে সর্বোচ্চ ৬২টি ফিফটি। অধিনায়ক হিসেবে সানরাইজার্স হায়দরবাদকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন। রান আছে সাড়ে ৬ হাজারের বেশি। তবে এত কিছু আইপিএলে ডেভিড ওয়ার্নারের দল পাওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়নি।

আইপিএল নিলামে দুবার নাম ওঠার পরও কোনো দল ওয়ার্নারকে নিয়ে আগ্রহ দেখায়নি। ওয়ার্নারের মতো আরও বেশ কয়েকজন তারকা আইপিএলে এবার দল পাননি। যদিও তারা কেউই ওয়ার্নারের মতো আইপিএল কিংবদন্তি নন!

দল না পাওয়া ক্রিকেটারদের তালিকা করতে গেলে ওয়ার্নারের পরই আসবে কেইন উইলিয়ামসনের। আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও গুজরাট টাইটানসের হয়ে ১০টি মৌসুম খেলেছেন সাবেক এই কিউই অধিনায়ক। ১৮টি ফিফটিতে করেছেন ২১২৮ রান।

তবে এবারও তাঁর প্রতি আগ্রহ দেখায়নি কোনো দল। এর পেছনে উইলিয়ামসনের স্ট্রাইকরেট বড় প্রভাব ফেলতে পারে। আইপিএলে সব মিলিয়ে ১২৫ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করেছেন উইলিয়ামসন। আইপিএলের বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে যা যায় না।

অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি স্টিভ স্মিথও দল পাননি।

আইপিএলে ৯ মৌসুম খেলা এই ব্যাটসম্যানের স্ট্রাইকরেটও ১৩০,এর নিচে। ইংল্যান্ড ব্যাটসম্যান জনি বেয়ারস্টোর দল না পাওয়া অবশ্য কিছুটা অবাক করার মতোই ঘটনা।

আইপিএলে ৫ মৌসুমে ৫০টি ম্যাচ খেলা এই ক্রিকেটারের বড় শট খেলার সামর্থ্য আছে। গত মৌসুমেও ব্যাটিং করেছেন ১৫২ স্ট্রাইকরেটে, যদিও ১১ ম্যাচে রান করেছেন মাত্র ২৯৮। এর আগের মৌসুমেও ১১ ম্যাচ খেলেন, রান করেছেন মাত্র ২৫৩। এই দুই মৌসুমে তাঁর বাজে পারফরম্যান্সের কারণেই হয়তো দলগুলোর আস্থা হারিয়েছেন বেয়ারস্টো।

ইংল্যান্ডের সর্বকালের সেরা বোলার জেমস অ্যান্ডারসনও এবার নিলামে নাম দেন। ৪২ বছর বয়সী এই পেসারের প্রতিও কোনো দল আগ্রহ দেখায়নি। বাংলাদেশের মোস্তাফিজুর রহমানের দল না পাওয়াও বড় ঘটনা। গত মৌসুমে ৯ ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে ১৪ উইকেট নেওয়া এই পেসার এর আগে নিলামে প্রতিবারই দল পেয়েছেন।

নিলামে এমনকি ভারতীয় পেসার শার্দুল ঠাকুরও দল পাননি। ২ কোটি ভিত্তিমূল্যের এই অলরাউন্ডারের দল পাওয়াটাই ছিল প্রত্যাশিত। আইপিএলে ৯৪ উইকেট নেওয়া এই পেসারের দাম কত উঠবে সেটা নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল। তবে নিলামে এসে দেখা গেল পুরো উল্টো চিত্র। দল পাননি ড্যারিল মিচেল, রাইলি রুশোর মতো ক্রিকেটাররাও।

কলকাতার অধিনায়ক হবেন রাহানে?

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের নিলামের শেষ দিকে অজিঙ্ক রাহানেকে দেড় কোটি টাকা দিয়ে কিনে নেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। তাঁকে অধিনায়ক করার জন্য কেনা হল? এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে। নাইটদের সিইও বেঙ্কি মাইসোর জানিয়ে দিলেন তাঁদের পরিকল্পনার কথা।

গত আইপিএলে নাইট অধিনায়ক ছিলেন শ্রেয়স আয়ার। তাঁকে ছেড়ে দিয়েছে কেকেআর। নতুন অধিনায়ক খুঁজছে দল। ২৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা দিয়ে বেঙ্কটেশ আয়ারকে কেনার পর তাঁকে অধিনায়ক করা হতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু অধিনায়ক কে হবেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। বেঙ্কি বলেন, তসত্যি বলতে এটা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। নিলামে দল গোছানো হয়েছে। এ বার পুরো বিষয়টা ভাবতে বসতে হবে। এই বিষয় নিয়ে অনেকের সঙ্গে আলোচনা করার আছে। সকলে এখানে নেই। সকলের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।দ

গত বারের চ্যাম্পিয়ন দল এ বারে স্পেন্সার জনসন, এনরিখ নোখিয়ে, উমরান মালিকের মতো পেসারদের কিনেছে। সেই সঙ্গে রহমানুল্লা গুরবাজ, কুইন্টন ডি'কক, রভমান পাওয়েল, মইন আলির মতো ক্রিকেটারদের নিয়েছে কেকেআর। বেঙ্কি জানিয়েছেন, তাঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ীই দল গড়া হয়েছে। ২০১২ এবং ২০১৪ সালের পর ২০২৪ সালে আইপিএল জিতেছে কেকেআর। আগামী বছরও আইপিএল জিততে চাইবে তারা।

কলকাতার পুরো দল

বেঙ্কটেশ আয়ার (২৩ কোটি ৭৫ লক্ষ), রিঙ্কু সিংহ (১৩ কোটি), বরুণ চক্রবর্তী (১২ কোটি), আন্দ্রে রাসেল (১২ কোটি), সুনীল নারাইন (১২ কোটি), এনরিখ নোখিয়ে (৬ কোটি ৫০ লক্ষ), হর্ষিত রানা (৪ কোটি), রমনদীপ সিংহ (৪ কোটি), কুইন্টন ডি'কক (৩ কোটি ৬০ লক্ষ), অঙ্গকৃশ রঘুবংশী (৩ কোটি), স্পেন্সার জনসন (২ কোটি ৮০ লক্ষ), রহমানুল্লা গুরবাজ (২ কোটি), মইন আলি (২ কোটি) বৈভব আরোরা (১ কোটি ৮০ লক্ষ), অজিঙ্ক রাহানে (১ কোটি ৩০ লক্ষ) রভমন পাওয়েল (১ কোটি ৫০ লক্ষ), উমরান মালিক (৭৫ লক্ষ) মণীশ পাণ্ডে (৭৫ লক্ষ), অনুকূল রায় (৪০ লক্ষ) মায়াঙ্ক মরকন্ডে (৩০ লক্ষ), লভনীত সিসোদিয়া (৩০ লক্ষ)। সব হিসাব টাকায়।

১৯০ বল হাতে রেখে ১০ উইকেটে জিতল পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগের ম্যাচে জিম্বাবুয়ের কাছে উড়ে গিয়েছিল পাকিস্তান। তিন ওয়ানডে সিরিজের বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম ম্যাচে বুলাওয়েতে জিম্বাবুয়ের কাছে ডিএলএস পদ্ধতিতে তারা হেরেছিল ৮০ রানে। জিম্বাবুয়ের ২০৫ রানের জবাবে ব্যাটিংয়ে নেমে ২১ ওভারে ৬ উইকেটে ৬০ রান করেছিল মোহাম্মদ রিজওয়ানের দল।

বুলাওয়েতেই সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে দেখা গেছে উল্টো দৃশ্য। জিম্বাবুয়েকে ১০ উইকেটে হারিয়ে সিরিজে সমতা এনেছে পাকিস্তান। টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে পাকিস্তানের বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতেই পারেননি জিম্বাবুয়ের ব্যাটসম্যানরা, ৩২.৩ ওভারে অলআউট হয়েছেন ১৪৫ রানে। কোনো উইকেট না হারিয়ে ১৯০ বল হাতে রেখে জয় তুলে নিয়েছে পাকিস্তান।

জিম্বাবুয়ের ব্যাটসম্যানদের ভুগিয়েছেন পাকিস্তানের স্পিনাররা। বিশেষ করে লেগ স্পিনার আবরার আহমেদ ও অফ স্পিনার আগা সালমান। দুজনে মিলে নিয়েছেন ৭ উইকেট। আবরার ৮ ওভার বোলিং করে ৪ উইকেট নিয়েছেন ৩৩ রান দিয়ে। সালমান ৭ ওভার বোলিং করে ২৬ রান দিয়ে নিয়েছেন ৩ উইকেট। একটি করে উইকেট অন্য দুই স্পিনার সাইম আইয়ুব ও ফয়সাল আকরাম।

৬ রানে প্রথম উইকেট হারায় জিম্বাবুয়ে, রানআউট হয়ে ফেরেন তাদিওয়ানাশে মারুমানি। এরপর ২৩ রানে দ্বিতীয় উইকেট হারানোর পর ডিওন মায়ার্স ও অধিনায়ক ক্রেইগ আরভিন প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তৃতীয় উইকেট জুটিতে ৩৮ রান তোলার পর আউট হয়ে ফেরেন মায়ার্স। দলের ৬৮ রানে ফেরেন আরভিনও। শেষ ৬ উইকেট জিম্বাবুয়ে হারিয়েছে ৪৮ রানের মধ্যে।

ছোট লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই আগ্রাসী ব্যাটিং করেন পাকিস্তানের ওপেনার সাইম আইয়ুব, করেন ৬২ বলে ১৭ চার ও ৩ ছয়ে অপরাজিত ১১৩ রান। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারেই এটি সাইমের প্রথম সেঞ্চুরি। দেখেশুনে খেলে আবদুল্লাহ শফিক অপরাজিত ছিলেন ৪৮ বলে ৩২ রান করে।

রোনাল্ডোর জোড়া গোল, কাতারের আল গারাফাকে হারাল আল নাসের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আল নাসেরের হয়ে পরের পর ম্যাচে গোল করে চলেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। মঙ্গলবার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে কাতারের আল গারাফার বিরুদ্ধে জোড়া গোল করলেন পর্তুগালের স্ট্রাইকার। তাঁর দাপটে ৩-১ ব্যবধানে জিতল আল নাসের। এই জয়ের ফলে পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল আল নাসের। পাঁচ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১২।

শেষ তিনটি ম্যাচে রোনাল্ডোর পা থেকে এল পাঁচটি গোল। নেশনস লিগের ম্যাচে দেশের হয়ে পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে দু'টি গোল করেছিলেন রোনাল্ডো। তখন থেকেই সেরা ফর্মে রয়েছেন তিনি। তার পর ক্লাবের জার্সি গায়ে আল কাদিসিয়ার বিরুদ্ধেও গোল পান। আবার আল গারাফার বিরুদ্ধে দু'টি গোল করলেন।

ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট ছিল রোনাল্ডোদের। একের পর আক্রমণ তৈরি করতে থাকেন তাঁরা। তবু গোল পেতে কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করতে হল তাঁদের। প্রথমার্ধে গোল করতে পারেননি রোনাল্ডোও। গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয় প্রথম ৪৫ মিনিটের খেলা। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোল পায় আল নাসের। ৪৬ মিনিটে বক্সের মধ্যে বল পান রোনাল্ডো। হেড দিয়ে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। ৬৪ মিনিটে আবার প্রতিপক্ষের বক্সে বল পান সিআর সেভেন। এ বার নিখুঁত শটে প্রতিপক্ষের গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন রোনাল্ডো। এর মাঝে ৫৮ মিনিটে আস নাসেরের পক্ষে দ্বিতীয় গোল করেন অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েল।

৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর আক্রমণের তীব্রতা কিছুটা কমিয়ে দেয় আল নাসের। সেই সুযোগে ৭৫ মিনিটে জোসেলু আল

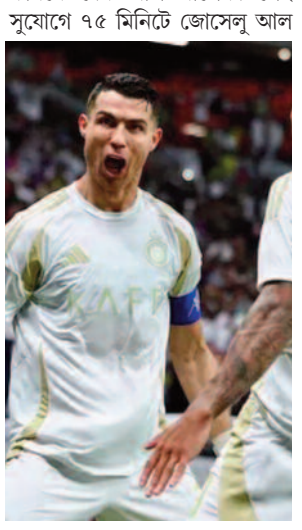

গারাফার হয়ে ব্যবধান কমান। তাতে অবশ্য রোনাল্ডোদের জয় আটকায়নি। ৮৪ মিনিটে আল গারাফার সেদৌ সানো লাল কার্ড দেখেন।

পারিবারিক কারণে হঠাৎ দেশে ফিরছেন কোচ গম্ভীর, দ্বিতীয় টেস্টের আগে উদ্বিগ্ন ভারতীয় শিবির

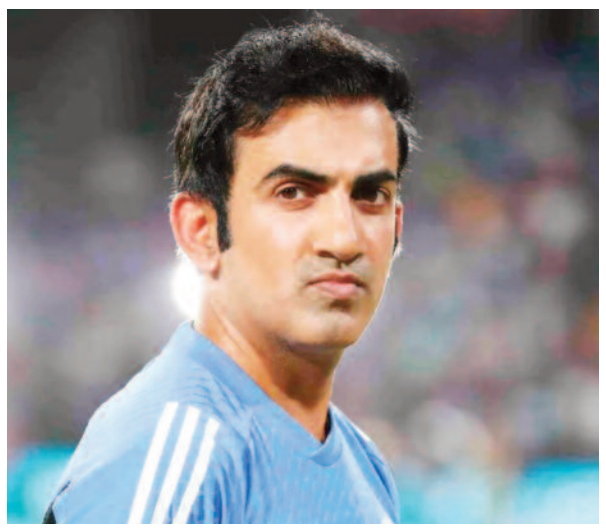

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়া ছাড়ছেন গৌতম গম্ভীর। অনুশীলন ম্যাচ খেলতে ভারতীয় দল ক্যানবেরা যাবে। কিন্তু দলের সঙ্গে যাবেন না ভারতীয় কোচ। তিনি দেশে ফিরছেন। একটি ইংরেজি দৈনিকের খবর অনুযায়ী, পারিবারিক কারণে হঠাৎ দেশে ফিরতে হচ্ছে গম্ভীরকে। দ্বিতীয় টেস্টের আগে তিনি আবার অস্ট্রেলিয়া যেতে পারবেন কি না এখ নও জানা যায়নি।

সোমবার অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ভারত প্রথম টেস্ট জিতে নিয়েছে পার্থে। ২৯৫ রানে জিতেছে ভারত। দ্বিতীয় টেস্ট অ্যাডিলেডে। গোলাপি বলে হবে সেই ম্যাচ। তার আগে ক্যানবেরায় অনুশীলন ম্যাচ খেলবে ভারত। বুধবার সেখানে যাবে দল। শনিবার থেকে শুরু প্রস্তুতি ম্যাচ। কিন্তু দলের সঙ্গে ক্যানবেরা যাবেন না গম্ভীর। তিনি দেশে ফিরে আসছেন।

দ্বিতীয় টেস্টে দলে ফিরবেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তিনি প্রথম টেস্টে খেলেননি। তবে ইতিমধ্যেই অস্ট্রেলিয়া পৌঁছে গিয়েছেন রোহিত। সেখানে গোলাপি বলে অনুশীলনও করছেন তিনি। রোহিতকে পার্থে সাজঘরেও দেখা গিয়েছে। তিনি না থাকায় লোকেশ রাহুল ওপেন করেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল। মনে করা হচ্ছে রোহিত ফেরায় রাহুল আবার মিডল অর্ডারে ফিরবেন। চোট সারিয়ে দ্বিতীয় টেস্টে দলে ফিরতে পারেন শুভমন গিলও। তিন নম্বরে তাঁর জায়গায় খেলেছিলেন দেবদত্ত পাড়িক্কল। তাঁকে পরের টেস্টে বসতে হতে পারে।

প্রথম টেস্টে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেন যশপ্রীত বুমরা। প্রথম ইনিংসে ১৫০ রান অল আউট হয়ে গিয়েছিল ভারত। তার পরেও বুমরাদের দাপটে ৪৬ রানে লিড নেয় ভারত। দ্বিতীয় ইনিংসে যশস্বী এবং বিরাট কোহলির শতরানে ভর করে অস্ট্রেলিয়ার সামনে ৫৩৪ রানের লক্ষ্য রাখে তারা। যা তুলতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। ২৯৫ রানে ম্যাচ জিতে নেয় ভারত। ম্যাচের সেরা অধিনায়ক বুমরা।

যা চেয়েছিলেন, তার ৯০ শতাংশ পেয়েছেন প্রীতি জিনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত আইপিএলের মেগা নিলামে সবচেয়ে বেশি অর্থ নিয়ে নেমেছিলেন প্রীতি জিনতা। তাঁর মালিকানাধীন দল পাঞ্জাব কিংসকে ঢেলে সাজাতে রেখে দিয়েছিলেন ১১০ কোটি ৫০ লাখ টাকা (১৫৬ কোটি ৪৬ লাখ টাকা)।

তবে হাতে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা থাকলেও নতুন আঙিকে পাঞ্জাবকে সাজিয়ে তোলা প্রীতির জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল। কারণ, নিলামের আগে তিনি মাত্র দুজন খেলোয়াড়কে ধরে রেখেছিলেন;ওপেনার প্রভসিমরান সিং ও মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান শশাঙ্ক সিং। তাই তাঁকে নিলাম থেকে অন্তত আরও ১৬ জন খেলোয়াড় কিনতে হতো।

সেই কাজটা এবার বেশ বুঝেশুনেই করেছেন প্রীতি। জনপ্রিয় এই বলিউড অভিনেত্রী সর্বোচ্চ ২৫ খেলোয়াড় নিয়েই দল সাজিয়েছেন। এরপরও তাঁর তহবিলে অবশিষ্ট আছে ৩৫ লাখ রুপি। সব মিলিয়ে এবারের নিলাম থেকে বেশির ভাগ পছন্দের ক্রিকেটার কিনতে পেরে তিনি বেশ খুশি। ৪৯ বছর বয়সী এই তারকার মতে, তিনি যেমন দল চেয়েছিলেন, তার ৯০ শতাংশ আশা পূরণ হয়েছে।

জেদ্দার আবাদি আল-জোহর অ্যারেনায় কাল রাতে মেগা নিলাম শেষে সম্প্রচারকারী চ্যানেল স্টার স্পোর্টস ও ওটিটি প্ল্যাটফর্ম জিও সিনেমাকে প্রীতি বলেছেন, 'আমরা সম্পূর্ণ নতুনভাবে শুরু করতে চেয়েছিলাম। সেটা করতে গিয়ে কিছু জায়গায় সফল হয়েছি, কিছু জায়গায় হতে পারিনি। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যেমন চেয়েছিলাম, তেমনই হয়েছে। নিলাম কখনোই এমন হয় না, যেখানে আপনি ১০০ শতাংশ সফল হবেন, যেসব খেলোয়াড়কে চেয়েছেন তাদেরই পাবেন। যদি ৯০ শতাংশের বেশি (পছন্দের খে লোয়াড়) পান, সেটা আপনার জন্য একটা দুর্দান্ত নিলাম হবে। আমরা যা চেয়েছিলাম, তার প্রায় ৯০ শতাংশ পেয়েছি।'

আইপিএলের সর্বশেষ মৌসুমে শ্রেয়াস আইয়ারের নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। এরপরও আইয়ারকে ধরে রাখেননি প্রীতির অনেক জনপ্রিয় সিনেমার নায়ক শাহরুখ খান। সেই সুযোগ লুফে নিয়েছে প্রীতির পাঞ্জাব। দলটি আইয়ারকে কিনেছে ২৬ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে, যা তাঁকে আইপিএল নিলামের ইতিহাসে সবচেয়ে দামি খে লোয়াড়ের তালিকায় দুইয়ে নিয়ে এসেছে।

ভারতীয় দুই বোলারের পেছনেও বড় অঙ্কের টাকা ঢেলেছে পাঞ্জাব। বাঁহাতি পেসার অর্শদীপ সিং ও লেগ স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল-দুজনকে পেতে তারা ব্যয় করেছে ১৮ কোটি রুপি করে। এ ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার মার্কাস স্টয়নিসকে ১১ কোটি, দক্ষিণ আফ্রিকার মার্কো ইয়ানসেনকে ৭ কোটি রুপিতে কিনেছে পাঞ্জাব। গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকেও তারা দলে ফিরিয়েছে চার বছর পর। তাঁকে পেতে খরচ করতে হয়েছে ৪ কোটি ২০ লাখ রুপি।

পাঞ্জাবের ঘরের ছেলে অর্শদীপের সঙ্গে হারপ্রীত ব্রার ও নেহাল ওয়াধেরাকেও নিয়েছেন প্রীতি। স্থানীয় ক্রিকেটারদের ফেরাতে পেরে রোমাঞ্চিত এই অভিনেত্রী, 'হ্যাঁ, ওরা ফিরে এসেছে। এ কারণে আমি খুব রোমাঞ্চিত। অর্শদীপ সিং অরিজিনাল পাঞ্জাবের ছেলে। এ ছাড়া হারপ্রীত ব্রার, নেহাল ওয়াধেরা এবং আরও অনেকেই আছে। একটা জিনিস আমরা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলাম যে এবার সম্পূর্ণ নতুন আঙিকে, নতুন পদ্ধতিতে দল গড়ব। তবে আমরা এই অববাহিকার খেলোয়াড়দেরও দলে রাখতে চেয়েছিলাম।'

নতুন করে দল সাজাতে গিয়ে আগের স্কোয়াডের অনেকেই এবার নেই। তাঁদের শুভকামনা জানিয়ে প্রীতি আরও বলেছেন, 'নিলামের আগে অনেক দ্বিধা তৈরি হয়। কিন্তু নিলামের টেবিলে গেলেই মনে হয়, ঠিক আছে। এখন আমাকে শান্ত থাকতে হবে। (গত মৌসুমের) কিছু খেলোয়াড়কে আমরা মিস করতে যাচ্ছি। তাদের জন্য আমার একটু খ ারাপ লাগছে। তবে সব মিলিয়ে আমি খুব খুশি। আমি দলের পুরোনো খেলোয়াড়দের মঙ্গল কামনা করছি। যারা নতুন এসেছে, তাদের জন্য শুভকামনা। এখন আমি একটি দুর্দান্ত মৌসুমের জন্য অপেক্ষা করছি।'

২০০৮ সালে আইপিএলের পথচলা শুরু। তখন থেকেই টুর্নামেন্টে খেলে যাচ্ছে প্রীতির পাঞ্জাব কিংস। কিন্তু এখন পর্যন্ত ট্রফি ছুঁয়ে দেখা হয়নি তাঁর। ফ্র্যাঞ্চাইজিটি আগের ১৭ মৌসুমের মধ্যে ১৫টিতেই প্লে-অফ পর্বে উঠতে ব্যর্থ হয়েছে। সর্বশেষ ১০ আসরে একবারও লিগ পর্বের বাধা টপকাতে পারেনি।

তবে শিরোপা জয়ের আশায় পাঞ্জাব এবার আটঘাট বেঁধে নেমেছে। শুধু দল ঢেলে সাজানোর ক্ষেত্রেই নয়, কোচিং স্টাফেও বদল এনেছে পাঞ্জাব। ট্রেভর বেলিসকে সরিয়ে কিংবদন্তি রিকি পন্টিংকে প্রধান কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

পন্টিংয়ের কোচিংয়ে ২০১৫ সালে চ্যাম্পিয়ন হয় মুম্বাই ইন্ডিয়ানস, ২০২০ সালে রানার্সআপ হয় দিল্লি ক্যাপিটালস। পন্টিংয়ের কোচিংয়ে প্রীতির পাঞ্জাব এবার অধরা শিরোপা জিততে পারবে কি না, তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে আরও ৬ মাস।

২০২৫ সালে আইপিএলের ১৮তম আসর শুরু হবে ১৪ মার্চ, ফাইনাল ২৫ মে।

৬ বলে ৬ ছক্কা মেরে নিলামে প্রায় ৪ কোটিতে বিক্রি হওয়া কে এই প্রিয়াংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রিয়াংশ আর্য; নামটা কী এর আগে শুনেছেন? ক্রিকেটের নিয়মিত খোঁজখবর রাখা লোকেরাও বোধ হয় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিতে পারবেন না। কিংবা তাঁর শুনলেও সংখ্যাটা অনেক কম।

তবে আইপিএলের দল দিল্লি ক্যাপিটালস, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও পাঞ্জাব কিংস ২৩ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার সম্পর্কে ভালোই জানত। সে কারণেই তো আইপিএল নিলামে তাঁকে নিয়ে কাড়াকাড়ি তৈরি করেছে এই তিন দল।

এই লড়াইয়ে জিতে শেষ পর্যন্ত তাঁকে পেয়েছে পাঞ্জাব। মাত্র ৩০ লাখ ভিত্তিমূল্যের এই ক্রিকেটার বিক্রি হন ৩ কোটি ৮০ লাখ টাকাতে, যা অ্যানক্যাপড ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ।

কে এই প্রিয়াংশ আর্য? তাঁর জন্য কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি এত আগ্রহ কেন দেখাল? এই প্রশ্নের উত্তর আছে তাঁর পারফরম্যান্সে। আরও সংক্ষিপ্ত করে বললে ৬ বলে ৬টি ছক্কা মারাতে।

গত আগস্টে দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে সাউথ দিল্লির হয়ে নর্থ দিল্লির বিপক্ষে বাঁহাতি স্পিনার মনন ভরদ্বাজের বলে ৬ বলে ৬টি ছক্কা মারেন। টুর্নামেন্টে ১০ ইনিংস সর্বোচ্চ ৬০৮ রান করেন এই বাঁহাতি ওপেনার। স্ট্রাইকরেট ছিল ১৯৮.৬৯। ১০ ইনিংসের মধ্যে ৪টিতে করেন ফিফটি, দুটিতে সেঞ্চুরি। ১০ ইনিংসে ছক্কা মারেন ৪৩টি। তাঁকে নিয়ে কাড়াকাড়ি হওয়াটাই তো স্বাভাবিক।

দিল্লি প্রিমিয়ার লিগের পারফরম্যান্স তাঁকে সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতেও সুযোগ করে দেয়। দিল্লির হয়ে এই টুর্নামেন্টে নিলামের ঠিক আগের দিন ৪৩ বলে ১০২ রান করেন প্রিয়াংশ আর্য। এই ম্যাচে তাঁর প্রতিপক্ষ দলে ছিলেন ভুবনেশ্বর কুমার ও পীযূষ চাওলার মতো বোলার।

প্রিয়াংশ আর্য এখন পর্যন্ত কোনো প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খে লেননি। লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে ম্যাচ খে লেছেন ৫টি। সব মিলিয়ে টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ১১টি।

প্রিয়াংশ আর্যর সঙ্গে ভারত জাতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীরেরও একটি সম্পর্ক আছে। গম্ভীরের সাবেক কোচ সঞ্জয় ভরদ্বাজের অধীনে অনুশীলন করেন প্রিয়াংশ আর্য। তাঁর বাবা-মা দুজনেই দিল্লির একটি সরকারি স্কুলের শিক্ষক।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**